বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আর বাংলার সম্প্রীতি রক্ষায়

৪৬ হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন সংগ্রামী নেতা–

মতিবুর রহমানকে

জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়ী করুন

আবার জিতবে বাংলা

তৃণমূল আমার আপনার বাংলার

সৌজন্যে : গরিবের বন্ধু (মতিবুর রহমান) ফ্যান ক্লাব

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সার্বিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে ও
বাংলার সম্প্রীতি অটুট রাখতে
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৬৯ ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্রে
দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
দেশনেতা যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় -এর স্নেহধন্য
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

কে
মুস্তাফিজুর
রহমান (সুমন)

বিপুল ভোটে জয়ী করুন

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

আবার জিতবে বাংলা

সার্বিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে ও বাংলার সম্প্রীতি
অটুট রাখতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৫২ মোথাবাড়ি
বিধানসভা কেন্দ্রে দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
দেশনেতা যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্নেহধন্য
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কে

বিপুল ভোটে জয়ী করুন

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৪৫ নং চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রে জনগণ মনোনীত নির্দল প্রার্থী

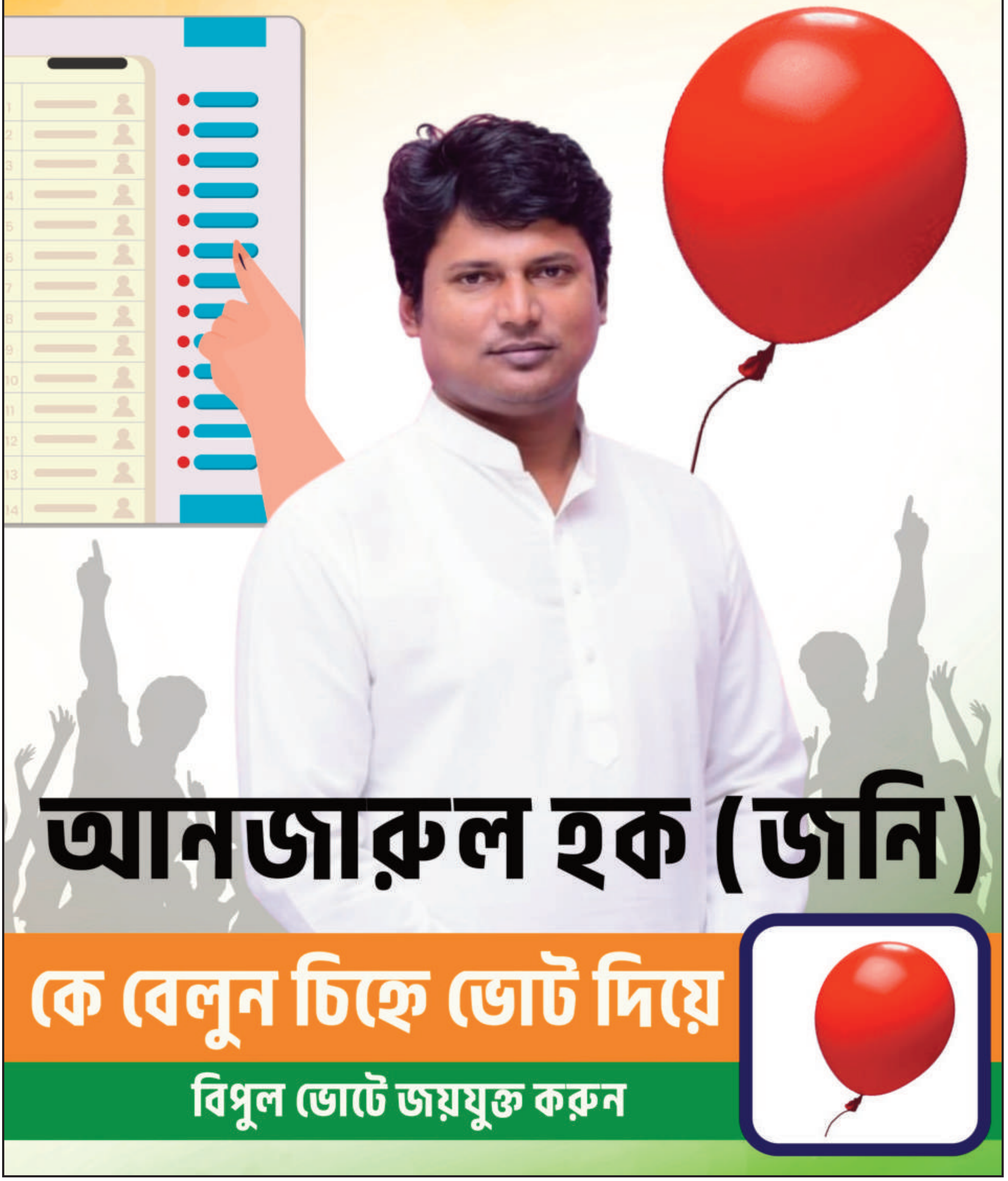

আনজারুল হক (জনি)

কে বেলুন চিহ্নে ভোট দিয়ে

বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

উন্নয়নের ধারা থাকুক অব্যাহত, সম্প্রীতির বন্ধন হোক আরও দৃঢ়!

৪৭ মালতিপুর বিধানসভার মাটি ও মানুষের আপনজন, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ভরসাযোগ্য, লড়াকু জননেতা–

আব্দুর রহিম বক্সি

জোড়া ফুল কে

চিহ্নে ভোট দিয়ে

বিপুল ব্যবধানে জয়ী করুন

তৃণমূল

আমার আপনার বাংলার

আসুন, আমরা সবাই মিলে গড়ি
আগামীর উজ্জ্বল মালতিপুর।

আবার জিতবে বাংলা

সৌজন্যে: আব্দুর রহিম বক্সী ফ্যান ক্লাব

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:00 Page 6

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

৫২, মোথাবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়ন ও
পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত পদপ্রার্থী

নিবারণ ঘোষক

২ নং বোতাম টিপে পদ্মফুল চিহ্নে
ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

পরিবর্তনের লক্ষ্যে, মোথাবাড়ির জয়গানে!

৫২ মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত জননেতা

সায়েম চৌধুরী (বাবু)

হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন

এলাকার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনার মূল্যবান ভোটটি অত্যন্ত জরুরি।

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং রতুয়ার ঘরের ছেলে

সমর মুখার্জিকে

আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন

আপনার একটি মূল্যবান ভোট নিশ্চিত করবে রতুয়ার আগামীর উন্নয়ন। আসুন,
আমরা সবাই মিলে উন্নয়নের কাণ্ডারি হয়ে সমর মুখার্জিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করি।

মনে রাখবেন, আগামী নির্বাচনের দিনটি হলো রতুয়ার ভাগ্য পরিবর্তনের দিন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:00 Page 9

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জমানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মানিকচকের মানুষের ভরসা– কালুদা!

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যোগ দিন। কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করুন। আপনাদের ঘরের মানুষ, জননেতা

আনসারুল হক (কালুদা)

ক

৪৯ মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানাই।

ভোট দিন ১ নম্বর বোতামে, হাত চিহ্নে।
আপনার একটি ভোটই আনবে আগামীর উজ্জ্বল পরিবর্তন।

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার । ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬২ সংখ্যা।। ২৩পাতা বুলেটিন সংখ্যা

চাকরি গেলে আমরা দেব ঃ মমতা

প্রস্তুত আই-প্যাকের ‘বিকল্প বাহিনী’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ভরা বাজারে বঙ্গে কাজ থামাল আই-প্যাক। আইনি জটিলতার দোহাই দিয়ে কর্মীদের ২০ দিনের ছুটিতে পাঠাল এই বিখ্যাত ভোটকুশলী সংস্থা। তবে মাঠ ছাড়তে নারাজ তৃণমূল। ভোট ময়দানে নেমেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আই-প্যাক কর্মীদের পাশে রয়েছে দল। রবিবার তারকেশ্বরের সভা থেকে নেত্রীর হুঙ্কার, ‘ওরা চাকরি ছাড়ালে আমরা দেব, অভিষেকের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি’। তৃণমূল নেত্রীর এই অভয়বাণী ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল শোরগোল। একদিকে আই-প্যাকের সাময়িক প্রস্থান, অন্যদিকে বিকল্প পেশাদার বাহিনী নামিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার ছক; জোড়া কৌশলে এগোচ্ছে ঘাসফুল শিবির। শনিবার মধ্যরাতে আই-প্যাকের মানবসম্পদ বিভাগ থেকে কর্মীদের কাছে একটি ইমেল যায়। সেখানে জানানো হয়, কিছু আইনি ‘বাধ্যবাধকতা’র কারণে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত কাজ বন্ধ রাখ া হচ্ছে। কর্মীদের ২০ দিনের ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ১১ মে-র পর পুনরায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ওই বার্তায়। আনন্দবাজার ডট কম-এর হাতে থাকা সেই ইমেলের প্রতিলিপি অনুযায়ী, সংস্থাটি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বার্তা দিয়ে আপাতত অপারেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবর চাউর হতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রথমে একে ‘ভিত্তিহীন’ বলে দাবি করা হয়েছিল। দলের বিবৃতিতে বলা হয়, আই-প্যাক তৃণমূলের সঙ্গেই কাজ করছে। বিভ্রান্তি ছড়াতেই এই খবর রটানো হয়েছে। তবে বেলা গড়াতেই চিত্রনাট্য পুরোপুরি বদলে যায়। তারকেশ্বরের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই আই-প্যাক কর্মীদের নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, ‘আমাদের তো রোজই ইডি রেড করছে। ইলেকশনের সময় মনে পড়ল? যারা আমাদের পার্টির কাজ করে তাদের বলছে বাংলা ছেড়ে চলে যাও। তোমাদের তো পঞ্চাশটা আছে। আমাদের একটা আছে। শুনুন ওদের ভয় দেখালে, ওরা আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত হবে। আমরা ওদের চাকরি দেব। আমি একটি ছেলেকেও চাকরিছাড়া করব না। সকালে আমি অভিষেকের সঙ্গে কথা বলেই এসেছি।’ মমতার এই সরাসরি মন্তব্যের পর আই-প্যাকের কাজ বন্ধের খবর কার্যত সরকারি সিলমোহর পায়। বিশ্লেষকদের মতে, কর্মীদের অনিশ্চয়তা কাটাতে এবং মনোবল বাড়াতেই মুখ্যমন্ত্রী এই বড় ঘোষণা করেছেন।ভোটের প্রচার তুঙ্গে থাকাকালীন আই-প্যাকের এই ছুটিতে তৃণমূলের অন্দরে সাময়িক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। সামনেই ১৫২টি আসনে গুরুত্বপূর্ণ ভোট। প্রথম দফার এই লড়াইয়ের মুখে ভোটকুশলীদের অভাব কীভাবে মেটানো হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, তৃণমূল হাত গুটিয়ে বসে নেই। অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের সাত তলায় থাকা নিজস্ব পেশাদার টিমকে ইতিমধ্যেই ময়দানে নামানো হয়েছে। কর্পোরেট ধাঁচে গড়া এই ‘বিকল্প বাহিনী’ জঙ্গলমহল থেকে উত্তরবঙ্গ; সর্বত্র মাটি কামড়ে কাজ শুরু করেছে। বুথ স্তরে তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে ইভিএম সিল হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই প্রশিক্ষিত যুবকদের। জেলা স্তরে ইতিমধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে সমন্বয় শুরু করে দিয়েছে এই পৃথক বাহিনী।আই-প্যাকের অন্দরেও পরিস্থিতি খানিকটা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। ইমেলে ছুটির কথা বলা হলেও অনেক কর্মীকে মৌখিকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। কিছু জেলায় সংস্থার গাড়ি পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায় কর্মীরা এখনও সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তবে আই-প্যাকের শীর্ষ কর্তাদের ওপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির চাপ যে বাড়ছে, তা স্পষ্ট। গত সোমবার সংস্থার অন্যতম পরিচালক বিনেশ চান্দেলকে গ্রেফতার করে ইডি। এরপর প্রতীক জৈনের স্ত্রী ও ভাইকেও তলব করা হয়েছে। রবিবার রাতে ঋষি রাজ নামে সংস্থার এক কর্তাকে ফের নোটিস পাঠিয়েছে ইডি। সোমবার তাঁকে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে। মূলত এই সাঁড়াশি চাপের মুখেই সংস্থাটি আপাতত কাজ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী এই পুরো পরিস্থিতিকে বিজেপির ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ হিসেবেই দেখছেন। গত জানুয়ারি মাসে আই-প্যাকের অফিসে ইডি হানার সময় মমতা নিজে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের নির্বাচনী পরিকল্পনা ও গোপন নথি ‘চুরি’ করতেই এই হানা। মামলাটি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। মমতার স্পষ্ট অভিযোগ, ‘যারা আমাদের পার্টির কাজ করে তাদের বলছে বাংলা ছেড়ে চলে যাও’। কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অতি-সক্রিয়তাকে যে তিনি রাজনৈতিক ভাবেই মোকাবিলা করবেন, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন এ দিনের সভা থেকে। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোনও কর্মীকে কর্মহীন হতে দেবেন না।আনন্দবাজার ডট কম-এর খবর অনুযায়ী, আই-প্যাকের এই ছুটিতে কিছুটা হলেও হতোদ্যম হয়েছিলেন দলের স্থানীয় স্তরের নেতারা। তবে তৃণমূল সূত্রের দাবি, আই-প্যাক আনুষ্ঠানিক ছুটিতে থাকলেও তাদের কাজ চালিয়ে নেবে দলের প্রশিক্ষিত বাহিনী। বাঁকুড়া বা জঙ্গলমহলের মতো জায়গায় এই টিম ইতিপূর্বেই কাজ করছিল। এখন তাদের দায়িত্ব আরও বাড়ানো হয়েছে। আই-প্যাকের রূপরেখাকেই হাতিয়ার করে তারা বুথ স্তরে নজরদারি চালাবে।

১৫ বছরে লুঠপাটে পিএইচডি

দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে নিশানা মোদীর

নয়া জামানা , দীপঙ্কর দোলাই, মেদিনীপুর ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত করে তুললেন প্রধানমন্ত্রী। রবিবার মেদিনীপুরের বেলদায় ‘বিজয় সংকল্প ‘ জনসভা থেকে তিনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক তীব্র অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্যে দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কর্মসংস্থান এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা;সবকিছুই উঠে এসেছে। মেদিনীপুরের ‘বিজয় সংকল্প সভা’-য় বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণ শুরু করেন। শুরু থেকেই তিনি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তিনি দাবি করেন, গত ১৫ বছরে রাজ্যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং এই দুর্নীতি প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে একটি বিশেষ উপমা ব্যবহার করে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ১৫ বছরে ওরা লুঠপাটে পিএইচডি করে ফেলেছে। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান যে দুর্নীতি এখন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। তাঁর মতে, শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে মিড-ডে মিল প্রকল্প, ১০০ দিনের কাজ, গরিবদের বাড়ি তৈরির প্রকল্প; সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, স্কুল শিক্ষক নিয়োগে বহু যুবক-যুবতী বঞ্চিত হয়েছে। মিড-ডে মিলের টাকাতেও অনিয়ম হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এছাড়া গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজ এবং ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণ বিতরণেও দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, গরিব মানুষের জন্য আসা টাকা লুট করা হয়েছে। শুধু দুর্নীতির অভিযোগেই থেমে থাকেননি তিনি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি রাজ্যের ১৫ বছরের শাসনকালকে মহা জঙ্গলরাজ বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, এই সময়ে দাঙ্গা, রাজনৈতিক হত্যা, এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সময়ে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাও বেড়েছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।’তাঁর দাবি, রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছে। তিনি ‘মা, মাটি, মানুষ’ স্লোগানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘তৃণমূল কাউকেই ছাড়েনি। মা, মাটি, মানুষ;সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’ এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান যে শাসক দল তাদের মূল প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার এই লড়াই শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলির নয়। তাঁর কথায়, এই নির্বাচন বিজেপি বা তার প্রার্থীরা লড়ছে না, এই নির্বাচন লড়ছে বাংলার মানুষ। তিনি দাবি করেন, মানুষের মধ্যেই এখন পরিবর্তনের ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘তৃণমূলের গুন্ডারা এখন ভয়ে কাঁপছে, কারণ মানুষ জেগে উঠেছে।’ এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি শাসক দলের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষের কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বিজেপিকে একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘আক্রমণকারী ও লুটেরাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বিজেপি সকলের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। তবে যারা অন্যায় করেছে, তাদের ছাড়া হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন। যুব সমাজের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ বার্তা দেন। তিনি বলেন, বাংলার যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। ‘রোজগার মেলা’-র মাধ্যমে চাকরি ও ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘যুবকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, ‘যারা হাজার হাজার যুবকের সঙ্গে অন্যায় করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতির ইস্যুকে সামনে আনেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণের শেষ দিকে বলেন, এবার বাংলার মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় এখন একটাই স্লোগান শোনা যাচ্ছেপরিবর্তন চাই। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি অন্যায়ের হিসাব নেওয়া হবে। প্রতিটি গলিতে, প্রতিটি ঘরে একটাই সংকল্প;বদলের সময় এসেছে।’ তাঁর মতে, মানুষ এখন একটি নতুন সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত।প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে একদিকে যেমন তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে বিজেপির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষণ স্পষ্টভাবে নির্বাচনী প্রচারের অংশ, যেখানে তিনি ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন।

বাংলার স্বাদে মুগ্ধ মোদী, ঝালমুড়ি খেয়ে জনসংযোগে প্রধানমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রথম দফার ভোটের আগে শেষ রবিবার জঙ্গলমহলের একাধিক জায়গায় সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।এর মধ্যে অন্যতম ছিল আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম, যেখ ানে তাঁর জনসভা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। ঝাড়গ্রামের সভা শেষ করে হেলিপ্যাডের দিকে যাওয়ার পথে একটি ব্যতিক্রমী মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন স্থানীয় মানুষজন। কলেজ মোড়ের কাছে একটি ছোট দোকানে দাঁড়িয়ে বাঙালির অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার ঝালমুড়ির স্বাদ নেন প্রধানমন্ত্রী। হঠাৎ তাঁর উপস্থিতিতে আশপাশে ভিড় জমে যায়। কৌতূহলী মানুষজন তাঁকে ঘিরে ধরেন এবং মুহূর্তটি মোবাইলে বন্দি করতে শুরু করেন।শুধু নিজে ঝালমুড়ি খ াওয়াই নয়, উপস্থিত অনেককেই তিনি ঝালমুড়ি কিনে খাওয়ান। জানা যায়, দোকানের মালিকের কাছ থেকে তিনি জোর করেই মুড়ির দাম পরিশোধ করেন। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ‘মোদি জিন্দাবাদ’ স্লোগান তোলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী

নিজেই তাঁর সামাজিক মাধ্যমে ঝালমুড়ি খাওয়ার ছবি পোস্ট করেন এবং এটিকে বাংলার একটি ‘সুস্বাদু পদ’ বলে উল্লেখ করেন। এই পোস্টও দ্রুত জনপ্রিয়তা পায় এবং নানা মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।বাংলার রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এভাবে মিশে যাওয়ার দৃশ্য নতুন নয়। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়শই প্রচারের সময় রাস্তার ধারের দোকানে থেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন বা খাবার চেখে দেখেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন দৃশ্য বাংলায় খুব একটা দেখা যায়নি বলেই অনেকেই মনে করছেন।অন্যদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনাকে কটাক্ষ করে বলেছে, শুধু ঝালমুড়ি খাওয়ার মাধ্যমে আদিবাসী মানুষের প্রতি প্রকৃত সহমর্মিতা প্রকাশ করা যায় না। একই সময়ে ঝাড়গ্রামে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন, যিনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাশে থাকার বার্তা দেন।ঝাড়গ্রামে প্রধানমন্ত্রীর এই ঝালমুড়ি খাওয়ার ঘটনা নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগের ছবি সামনে এসেছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলেও এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে।

সরকারি মঞ্চে ‘রাজনৈতিক প্রচারের’ অভিযোগ

মমতার নিশানায় মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সরকারি প্রচার মাধ্যমকে রাজনৈতিক স্বার্থে ‘অপব্যবহার’ করার অভিযোগে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের কালনায় দলীয় প্রার্থী দেবপ্রসাদ বাগের সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে পালটা সুর চড়িয়ে মমতা বলেন, ‘দূরদর্শন সরকারের প্রচার কেন্দ্র। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী কাল (শনিবার) রাজনৈতিক প্রচার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধেও তো কমপ্লেন হওয়া উচিত। দেখছি কাকে দিয়ে করানো যায়।’ শুক্রবার লোকসভায় মহিলাদের আসন বৃদ্ধি সংক্রান্ত ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গে শনিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মোদী বিরোধীদের বিঁধলে মমতা পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, ‘সরকারি জায়গা ব্যবহার করে কাল কেঁদে কেঁদে প্রধানমন্ত্রী বললেন তাঁদের নাকি মহিলা সংরক্ষণ করতে দেওয়া হয়নি। আমি বলব, ওটা তো ২০২৩ সালে পাশ হয়ে গিয়েছিল। তবে কেন কার্যকর হল না?’ মমতার অভিযোগ, ৫৪৩টি আসন থাকলে মোদী হেরে যাবেন জেনেই আসন সংখ্যা ৮৪০ করে দেশ ও রাজ্য ভাঙার পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রের। তাঁর দাবি, বিরোধীরা জোটবদ্ধ হয়ে সেই ছক রুখে দিয়েছে এবং অচিরেই মোদী সরকার পড়ে যাবে। কালনার মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ‘মাতৃশক্তি কার্ড’ বিলিকেও ‘বেআইনি’ ও ‘ভাঁওতা’ বলে দাগিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় নেতৃত্বকে এই বিষয়ে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়ে মমতা বলেন, ‘এখানে এসে অর্থমন্ত্রী বেআইনি ভাবে কার্ড বিলি করে গিয়েছেন। আমি তাঁকে ধিক্কার জানাই। বলি, নির্বাচনের সময় কার্ড বিলি করা মানে বিধিভঙ্গ।’ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে তিনি দাবি করেন, এই কার্ডের নাম করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ঠিকানার তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মমতা বলেন, ‘যে টুকু লক্ষ্মীর ভান্ডার পান সে টুকুও নিয়ে নেবে। লুটে নেবে।’ ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল প্রার্থীদের বাড়ি ও কার্যালয়ে ইডি-সিবিআই হানাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘তোমরা তো বসন্তের কোকিলের মতো নির্বাচনের সময় আসো। তার পরে আর দেখা পাওয়া যায় না।’ বিজেপির পতন শুরু হয়ে গিয়েছে দাবি করে মমতার হুঁশিয়ারি, ‘বিজেপি থাকবে না। আমাদেরও নাম, ঠিকানা মুখস্থ আছে, রেকর্ড আছে। আমরা আমাদের মতো আইনি ব্যবস্থা নেব।’ রাজ্যের সরকারি কর্মীদের জন্য বকেয়া চার শতাংশ ডিএ দ্রুত মেটানোর আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের জন্য আলাদা বাজেট এবং ‘দুয়ারে স্বাস্থ্য’ প্রকল্পের ঘোষণাও করেন তিনি। তবে সব শেষে সরাসরি খুনের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে বিজেপিকে বিঁধে মমতা বলেন, ‘বিজেপি আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে।

ক্ষমতা থাকলে বলো, কখন কোথায় করবে। আমি একা দাঁড়িয়ে থাকব। বন্দুকটা আমার বুকে চালিয়ে দাও, আমি বুক পেতে নেব। কিন্তু মাথানত করব না।’ মমতার এই চাঁচাছোলা আক্রমণ বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণে নয়া মাত্রা যোগ করেছে। ছবি সংগৃহিত।

মোদির গ্যারান্টি জিরো ওয়ারেন্টি ঃ অভিষেক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘মোদির গ্যারান্টি মানেই জিরো ওয়ারেন্টি।’ রবিবাসরীয় দুপুরে সাগরের ছয়েরঘেরি কালিগিরির মাঠ থেকে এভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে আয়োজিত সভায় তিনি সাফ জানান, বঙ্কিমবাবুকে জেতালে সাগরের সামগ্রিক উন্নয়নের দায়ভার তিনি নিজের কাঁধেই তুলে নেবেন। কেন্দ্রের বঞ্চনাকে অস্ত্র করে অভিষেক এদিন দাবি করেন, গত ১২ বছরে বাংলা কিছুই পায়নি। উল্টে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে উন্নয়ন থামানোর চেষ্টা হয়েছে। যদিও রাজ্য নিজের তহবিল থেকেই একশো দিনের কাজের মজুরি ও আবাস যোজনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি। এদিন উন্নয়নের খতিয়ান দিতে গিয়ে অভিষেক জানান, ১ লক্ষ ৭ হাজার মহিলা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ ও ৩৫ হাজার যুবক ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর ১৭০০ কোটি টাকার সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়াকে তিনি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। পাশাপাশি ২০১৯ সালে নামখানায় ৩০০ কোটির সেতু ও হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীতে ৪০ কোটির মৎস্য বন্দরের কাজ এই অঞ্চলের অর্থনীতি বদলে দেবে বলে তাঁর দাবি। এদিন তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ঘোড়ামারা দ্বীপের ১২০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

আগামী পাঁচ বছরে সাগরের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে পানীয় জল। জনতার উচ্ছ্বাসের মাঝে অভিষেক বলেন, ‘বঙ্কিম হাজরাকে জেতালে সাগরের উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়ভার আমি নেব।’ বিজেপির প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, কেন্দ্র যা পারেনি, রাজ্য সরকার তা করে দেখ াচ্ছে।

সাগরের সঙ্গে নিজের আবেগের সম্পর্ক মনে করিয়ে দিয়ে তিনি উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার ডাক দেন। ছবি সংগৃহিত।

১১
২০ এপ্রিল
২০২৬

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

মোদী সঙ্কল্প সমাচার

শব্দরা ভেসে ভেসে আসে। যেমন, ইস্তাহার। উৎস আরবি, কিন্তু শতবর্ষেরও আগেই এই শব্দ বাংলার হয়ে গেছে।প্রতিশব্দ ঘোষণাপত্র বা প্রতিশ্রুতি। সম্প্রতি বিজেপি অভিযোগ করল, যাঁরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে 'সঙ্কল্প পত্র' না বলে ইস্তাহার বলেন, তাঁরা বাঙালির উপরে উর্দু চাপিয়ে দিয়ে এ-রাজ্যকে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানাতে চাইছেন। এই ভাবে, বিজেপির হাত ধরে বাংলা ভাষায় এল এক নতুন শব্দবন্ধের প্রয়োগ, সঙ্কল্প পত্র।সেই ভাবেই জুমলা। উৎস আরবিতে। প্রয়োগ আছে হিন্দি, গুজরাতি ও উর্দুতে। অমিত শাহের সৌজন্যে জুমলা ছড়িয়ে পড়ল দেশের সব প্রান্তে। এল আমাদের বঙ্গেও। শব্দটির মূল অর্থ হল বাক্য, বাক্যাংশ বা সমষ্টি। বাংলায় যাকে বলে 'কথার কথা', জুমলা বস্তুটি তা-ই। আরবি-জাত এই শব্দকে গোটা দেশে এই ভাবে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সমার্থক হিসাবে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব শাহেরই।হয়েছিল কি, মোদী ক্ষমতায় আসার মাস দশেক পর এক সাক্ষাৎকারে শাহকে জিজ্ঞেস করা হয়, মোদী যে কালো টাকা বিদেশ থেকে ফিরিয়ে এনে সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ করে ঢুকিয়ে দেবেন বলেছিলেন, তার কি হল? শাহ বলেন, তআরে, ওটা তো একটা জুমলা! কারও অ্যাকাউন্টে যে ওই ভাবে ১৫ লাখ টাকা ঢুকবে না, সেটা বিরোধীরাও জানে, দেশবাসীও জানত।দ অর্থাৎ, ও-সব তো কথার কথা; কেউ বিশ্বাস করে নাকি?সেই জুমলা সমানে চলেছে। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরার ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে। সেখানে তখন বাম সরকার। অভিযোগ অনিয়মিত নিয়োগের। মোদী-সহ বিজেপি নেতারা প্রায় সবাই প্রতিশ্রুতি দেন, এই ১০,৩২৩ জন বরখাস্ত শিক্ষকের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন। ২০১৮-য় ক্ষমতায় এল বিজেপি। চাকরি ফিরল না। ২০২০-র মার্চে চূড়ান্ত ভাবে বরখাস্ত। এর পর আন্দোলনরত শিক্ষকদের কপালে অনেক রাষ্ট্রীয় হেনস্থা জুটল। পরে কেউ কেউ এককালীন কিছু অনুদান পান। কেউ চাকরি পান অন্য পরীক্ষায় বসে। কিন্তু ওই চাকরি ফেরেনি।নোটবন্দির সময় মোদী বললেন, সব কালো টাকা ধরা পড়বে। দেখা গেল, সব নোটই ব্যাঙ্কের হাতে ফেরত এল। কালো টাকা ভোঁ-ভাঁ। বলেছিলেন, এতে জাল টাকার নেটওয়ার্ক ভেঙে যাবে। উল্টে নতুন ২০০০ টাকার নোট এত বেশি জাল হওয়া শুরু হল যে, সেই নোট ছাপাই বন্ধ হয়ে গেল। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' চালু করে মোদী বললেন, ভারতই হবে উৎপাদনশিল্পের নতুন ঘাঁটি। তথ্য বলছে, দেশের জিডিপি-তে উৎপাদনশিল্পের হার কমে গেছে। বললেন, বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান হবে। সব তথ্যই যখন দেখাচ্ছে মোদী সরকারের আমলে কর্মসংস্থান কমছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী তখন বললেন, তোমরা চাকরি কমা দেখছ, কিন্তু পকোড়া বিক্রি থেকে রোজগার দেখছ না!এ বার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ছ'টি গ্যারান্টি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ১) বিজেপি ভয়ের বদলে ভরসা দেবে; ২) সরকারি ব্যবস্থা জনতাকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবে; ৩) দুর্নীতি ও মহিলাদের উপরে হওয়া অত্যাচারের সমস্ত ফাইল নতুন করে খোলা হবে; ৪) তৃণমূল জমানার দুর্নীতিবাজদের জায়গা হবে জেলের অন্ধকারে, তৃণমূলকে মানুষের টাকা খেতে দেবেন না মোদী; ৫) শরণার্থীরা সব সুযোগসুবিধা পাবেন, কিন্তু অনুপ্রবেশকারীকে বহিষ্কার করা হবে; ৬) বিজেপি সরকার তৈরি হলেই এখানে সপ্তম পে কমিশন চালু হবে।শেষ থেকেই শুরু করি। ২০১৮-র ভোটের আগে ত্রিপুরায় সপ্তম বেতন কমিশনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদী। বিজেপি ক্ষমতায় এসে খাতায়-কলমে তা ঘোষণা করে। কিন্তু আট বছরেও তার সব সুযোগসুবিধা কর্মীরা পাননি। বস্তুত, ক্ষমতায় আসার কিছু দিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় হারে বেতন দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ভাল না। এ বছর মার্চে ৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ানোর পরেও কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও ১৭ শতাংশ-বিন্দু ব্যবধান।'

শরণার্থীরা' নাগরিকত্ব-সহ সব সুযোগসুবিধা পাবেন, এটা তো ২০১৪ থেকেই বলছেন মোদী। তবে যেটা তাঁরা এসআইআর শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বলেননি; সেটা হল নাগরিকত্বের এই পথ কণ্টকমুক্ত নয়, এর জন্য সাময়িক ভাবে ভোটাধিকার হারাতে হতেই পারে। সেই কথাটা প্রথম এসআইআর শুরুর পর বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতা শান্তনু ঠাকুর। ডিসেম্বর ২০২৫। বললেন, তকেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের যদি এসআইআরের সমস্যা পোহাতে হয়, তা পোহাব।দ এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলিম, পাকিস্তানি মুসলিমকে বাদ দিতে যদি তাঁর সম্প্রদায়ের এক লক্ষ মানুষকে ভোটদান থেকে বিরত থাকতে হয়, সেটাই কি লাভ নয়? মতুয়ারা অনেকেই হতবাক। এমন তো কথা ছিল না!শান্তনুর বাড়ি যেখানে, সেই গাইঘাটায় মোট ৪৩ হাজার বাদ যাওয়া নামের মধ্যে ৪১ হাজারই হিন্দু, মূলত মতুয়া সম্প্রদায়ের। রাজারহাটের মতুয়া নেতা নবীন বিশ্বাস ২০২১ নির্বাচনের আগে নিজের বাড়িতে সপার্ষদ শাহকে খাইয়েছিলেন। তিনিও বাদ। তিনি মোটেই এই অভিজ্ঞতাকে লাভজনক মনে করছেন না। তাঁর মতো মতুয়াদের মতে, সরকার এমন সব শর্ত চাপিয়ে নাগরিকত্ব আইন এনেছে যে, সেখানেই প্রথম প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হয়ে গেছে। নাম বাদ পড়া হল সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।মোদী গ্যারান্টি দিয়েছেন, সরকারি সিস্টেম জনতাকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবে। ঘটনা হল, সরকারের কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার সুযোগ কমিয়ে এনেছে মোদী সরকার। তথ্যের অধিকার আইনকে ভোঁতা করতে করতে প্রায় অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে। সৌ ঃ আনন্দবাজার ডট কম।

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

নির্বাচন কার দিকে ঝুঁকছে পাল্লা ?

কী বলছে সমীক্ষা ?

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। রাস্তায় সভা-সমাবেশ, ধর্মীয় মিছিল থেকে শুরু করে টিভি স্টুডিওসব জায়গাতেই এখন একটাই প্রশ্ন বাংলায় কি ফের ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল, নাকি ঘুরে দাঁড়াবে বিজেপি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বিভিন্ন সংস্থা ও মিডিয়া হাউস ইতোমধ্যেই মতামত সমীক্ষা বা 'ওপিনিয়ন পোল' প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সেই সব পোলের ফলাফল বলছে, লড়াই এখনও তৃণমূল বনাম বিজেপি, কিন্তু আগের মতো একতরফা নয়।২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোট হবে দুই দফায়, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল, এবং ফল ঘোষণা ৪ মে।

গত ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে ২০০-র বেশি আসন পেয়েছিল। এবার লক্ষ্য, চতুর্থবার ক্ষমতায় ফেরা। অন্যদিকে বিজেপি চাইছে সেই ব্যবধান কমিয়ে ক্ষমতার লড়াইয়ে আরও কাছে পৌঁছতে।বলে রাখা ভালো, সমীক্ষাগুলি ভোটের আগেই সম্ভাব্য ফলাফলের একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করলেও এগুলিই চূড়ান্ত ফল নয়। ভোটের আগে জনমনের প্রবণতা বোঝার একটা ইঙ্গিত মাত্র। তবু এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক লড়াই কোন দিকে এগোচ্ছে, তা বুঝতে এই পোলগুলির গুরুত্ব অনেক। সবচেয়ে আলোচিত সমীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে ভোটভাইব-সিএনএন-নিউজ১৮ এবং ম্যাট্রিজ-আইএএনএস-এর জরিপ। এই দুই সমীক্ষার ফলাফল একসঙ্গে দেখলে একটা স্পষ্ট প্রবণতা ধরা পড়ে, রাজ্যে এখনও এগিয়ে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি-ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। ভোটভাইব-সিএনএন-নিউজ১৮ সমীক্ষা অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস চতুর্থবারের মতো সরকার গড়তে পারে। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২৯৪ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল পেতে পারে প্রায় ১৮৪ থেকে ১৯৪টি আসন। অর্থাৎ, সরকার গড়তে যত আসন দরকার (১৪৮), তার থেকেও অনেক বেশি।এই একই সমীক্ষা বিজেপির জন্য ৯৮ থেকে ১০৮টি আসনের পূর্বাভাস দিয়েছে। অর্থাৎ, বিজেপি আগের তুলনায় শক্ত অবস্থানে থাকলেও সরকার গড়ার মতো সংখ্যায় এখনও কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে। অন্যদিকে ছোট দল ও আঞ্চলিক শক্তির উপস্থিতি খুব সীমিত থাকবে বলেই উঠে এসেছে সমীক্ষায়। ভোট শতাংশের ক্ষেত্রেও তৃণমূল এগিয়ে। সমীক্ষা বলছে, প্রায় ৪১.৯ শতাংশ ভোট তৃণমূলের দিকে যেতে পারে, যেখানে বিজেপির সম্ভাব্য ভোট শেয়ার ৩৪.৯ শতাংশের আশেপাশে। অন্যদিকে ম্যাট্রিজ- আইএএনএস-এর সমীক্ষাযে একটু ভিন্ন ছবি উঠে এসেছে। এই জরিপ অনুযায়ী, তৃণমূল পেতে পারে ১৫৫ থেকে ১৭০টি আসন, আর বিজেপি পেতে পারে ১০০ থেকে ১১৫টি আসন। এই সমীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তৃণমূলের জয় নিশ্চিত হলেও ব্যবধান আগের নির্বাচনের তুলনায় কমতে পারে। বিজেপি এখানে স্পষ্টতই বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছে।

ভোট শতাংশের হিসেবে ম্যাট্রিজ-আইএএনএস- এর সমীক্ষা বলছে, তৃণমূল পেতে পারে ৪৩-৪৫ শতাংশ ভোট, আর বিজেপি ৪১-৪৩ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে। অর্থাৎ ভোটের ব্যবধান খুব বেশি নয়। এতে আসন বণ্টনে বড় পার্থক্যও তৈরি করতে পারে।এই দুই সমীক্ষা পাশাপাশি রাখলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। ভোটভাইব-এর সমীক্ষা তৃণমূলের বড় জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে, কিন্তু ম্যাট্রিজ-আইএএনএস বলছে লড়াই অনেকটাই টাইট।রাজনীতির মাঠেও এই সমীক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। বিজেপি ইতোমধ্যেই সংগঠনকে মজবুত করতে 'বটম-আপ' কৌশল নিচ্ছে, বিশেষ করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জোর দিচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূলও সংগঠনকে নতুন করে সাজাচ্ছে এবং প্রার্থী তালিকায় বড় পরিবর্তন এনেছে।দেখা যাচ্ছে, রাত ১১টার পর যখন বুথগুলো সবথেকে বেশি প্রয়োজন, ঠিক তখনই সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাঁকুড়গাছি বা হাডকো ক্রসিংয়ের মতো জায়গায় অনেক সময় বুথগুলো খালি থাকছে।

এই পরিস্থিতিতে লড়াই মূলত দুই দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একদিকে তৃণমূল, অন্যদিকে বিজেপি। যদিও কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট নিজেদের জায়গা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে, সমীক্ষাগুলিতে তাদের প্রভাব খুব সীমিত বলেই দেখা যাচ্ছে।সমীক্ষাগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' বা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মাত্রা। কিছু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, একটা অংশ এখনও বর্তমান বিধায়কদের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাদের ফের ভোট দিতে প্রস্তুত।এটা তৃণমূলের জন্য বড় সুবিধা হতে পারে।তবে সবকিছুর মধ্যেও একটা বিষয় পরিষ্কার, ২০২১ সালের মতো একতরফা ফল নাও হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও শহরাঞ্চলে ফলাফল খুব কাছাকাছি হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হলো জোট রাজনীতি। বাম ও কংগ্রেস একসঙ্গে লড়বে কি না, তা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। এই জোট হলে কিছু আসনে সমীকরণ বদলাতে পারে, যদিও তার প্রভাব সীমিতই থাকবে বলে মত ওয়াকিবহল মহলের।এখন পর্যন্ত যে সমীক্ষাগুলো সামনে এসেছে, তা থেকে তিনটি বড় ট্রেন্ড স্পষ্ট। প্রথমত, তৃণমূল এখনও এগিয়ে। দ্বিতীয়ত, বিজেপি আগের তুলনায় শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অনেক আসনে লড়াই কঠিন করে তুলতে পারে। তৃতীয়ত, অন্য দলগুলির প্রভাব কমে গিয়ে লড়াই মূলত দ্বিমুখী হয়ে উঠছে। সুতরাং ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এখনো 'ওপেন কন্টেস্ট'।ভোটের আগে মানুষের মত বদলে যেতে পারে। কে প্রার্থী হচ্ছে, কীভাবে প্রচার চলছে, কী ইস্যু উঠছে আর ভোটের দিন কত মানুষ ভোট দিচ্ছে;সব মিলিয়েই শেষ পর্যন্ত ফল ঠিক হবে। সমীক্ষা তৃণমূলকে এগিয়ে রাখলেও, বিজেপির চ্যালেঞ্জকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নয়।

শেষ কথা বলবে ব্যালট। ৪ মে ফল ঘোষণার দিনই জানা যাবে, সমীক্ষা কতটা সত্যি হলো।প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে একজিট পোল ঘিরে বড়সড় বুমেরাং দেখা গিয়েছিল। ভোটের শেষ দফার পর বেশিরভাগ জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমের একজিট পোলই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে থাকতে পারে, এমনকী সরকার গঠনের সম্ভাবনাও দেখানো হয়েছিল। অনেক সমীক্ষায় বিজেপিকে ১৩০-১৬০ আসনের মধ্যে দেখানো হয়, আর অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস-কে ধরা হয় তার কাছাকাছি বা কিছুটা পিছিয়ে। কিন্তু ২ মে ফল ঘোষণার পর বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টে যায়। তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩টি আসন জিতে বিপুল ব্যবধানে ক্ষমতায় ফেরে, আর বিজেপি পায় ৭৭ আসন। অর্থাৎ, একজিট পোলের পূর্বাভাসের সঙ্গে বাস্তব ফলের ফারাক ছিল বিশাল। ভোট শতাংশের ক্ষেত্রেও তৃণমূল স্পষ্টভাবে এগিয়ে ছিল।ফলে ২০২১-এর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, একজিট পোল সবসময় নির্ভুল নয়। এগুলো শুধু একটা ইঙ্গিত দেয়, চূড়ান্ত ফল নয়, শেষ কথা বলে ভোটবাক্সই। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:00 Page 12

১২
২০ এপ্রিল
২০২৬

মহানগর

নয়া জামানা

ডিএ বৃদ্ধির পথে নবান্ন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর। রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল নবান্ন। বাজেটে ঘোষিত অতিরিক্ত ৪ শতাংশ ডিএ দ্রুত কার্যকর করার সবুজ সংকেত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোনারপুরের এক জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট জানান, 'বাজেটে ঘোষিত আরও ৪ শতাংশ ডিএ খুব শীঘ্রই কার্যকর করা হবে'। এই ঘোষণার পরেই প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত তোড়জোড় শুরু হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই অর্থ দফতর থেকে এই সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। নতুন ৪ শতাংশ ডিএ যুক্ত হলে রাজ্য সরকারি কর্মীরা মোট ২২ শতাংশ হারে ভাতা পাবেন। তবে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক নিয়ে অসন্তোষ মোটেও কমছে না। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা ৫৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬০ শতাংশে পৌঁছেছে। এই নতুন হার ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের ডিএ-র ব্যবধান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ শতাংশে। এই বিশাল ফারাক নিয়ে কর্মচারী মহলে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। বকেয়া ডিএ মেটানো নিয়ে অবশ্য কিছুটা সক্রিয়তা দেখাচ্ছে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি দফতরের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীদের পাওনাও দ্রুত মেটানোর চেষ্টা চলছে। এরই মধ্যে অষ্টম পে কমিশন গঠনের দাবিতে কেন্দ্রীয় স্তরে আন্দোলন শুরু হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল-জয়েন্ট কনসাল্টেটিভ মেশিনারির প্রস্তাব মেনে বেতন কাঠামো বদলালে কর্মীদের ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার থেকে বেড়ে ৬৯ হাজার টাকা হতে পারে। রাজ্যে ঘোষিত ডিএ কবে হাতে আসবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে ময়দানে নেমেছে শিক্ষক সংগঠনগুলি। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা স্বপন মণ্ডল ইতিমধ্যেই অর্থ দফতরে ইমেল পাঠিয়ে দ্রুত স্পষ্ট বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। রাজ্য প্রশাসনের সব স্তরের নজর এখন নবান্নের বিজ্ঞপ্তির দিকে। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই ডিএ বৃদ্ধি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এক টেবিলে পাঁচ বাহিনীর প্রধান, তিলোত্তমায় ভোটের মেগা বৈঠক

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাংলার ভোটের ইতিহাসে বিরল এক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল তিলোত্তমা। প্রথম দফার নির্বাচনের ঠিক মুখে নিরাপত্তার ব্লু-প্রিন্ট সাজাতে কলকাতায় এক টেবিলে বসলেন দেশের সব কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনীর প্রধানেরা। সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি এবং এসএসবি-র ডিরেক্টর জেনারেলদের এই যৌথ উপস্থিতি সাম্প্রতিক অতীতে কার্যত 'নজিরবিহীন'। নির্বাচনের আগে আধাসেনা বাহিনীর ডিজি স্তরে এমন সমন্বয় বৈঠক কবে হয়েছে, তা মনে করতে পারছেন না অভিজ্ঞ আধিকারিকদের অনেকেই। বৃহস্পতিবারের মহাযুদ্ধের আগে এটিই ছিল দিল্লির সর্বোচ্চ মহলের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। শনিবার এই মেগা বৈঠকের পর সল্টলেকের সিআরপিএফ দফতরে আয়োজিত হয় একটি 'জয়েন্ট লিডারশিপ সামিট'। পিটিআই সূত্রে খবর, সেখানে আধাসেনা প্রধানদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও। নির্বাচনের দিনগুলিতে কীভাবে নিশ্ছিদ্র শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা হবে, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। প্রথম দফায় ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে রাজ্যে। সেই বিশাল বাহিনীকে কার্যত এক ছাতার তলায় এনে সুসংহত ভাবে পরিচালনা করাই ছিল এই আলোচনার মূল নির্যাস। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক সিনিয়র আধিকারিক সরাসরিই জানিয়েছেন, 'ভোটমুখী কোনও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের এমন বৈঠক নজিরবিহীন।' এমনকি তামিলনাড়ুতে ভোট থাকলেও সেখানে এমন কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। রবিবার সিআইএসএফ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের বিশদ জানিয়েছে। তাদের দাবি, একটি প্রযুক্তিনির্ভর এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পরিকাঠামো গড়ে তোলাই ছিল এই আলোচনার মূল লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক এবং সমন্বয়কেরাও বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দফার ১৫২টি আসনের প্রতিটির পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। 'কুইক রেসপন্স টিম' মোতায়েন এবং নাশকতা রুখতে কড়া তল্লাশির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাঠ পর্যায়ের জওয়ানদের। প্রতিটি বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য হল অবাধ, সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা। সাধারণ মানুষ যাতে কোনও ভয় ছাড়াই বুথে পৌঁছতে পারেন, সেদিকেই সবথেকে বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। বাহিনীর সংহতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন সিআইএসএফ-এর ডিজি প্রবীর রঞ্জন। তিনি বাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। প্রবীর রঞ্জনের কথায়, 'মোতায়েন থাকা জওয়ানদের উদ্দেশে আমার বার্তা খুবই স্পষ্ট। আপনারা হলেন গণতন্ত্রের প্রহরী। পৃথক পৃথক ইউনিট হিসাবে নয়, একক নির্বাচন-বাহিনী হিসেবে আপনাদের কাজ করতে হবে, যা হবে সুসংহত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে পারদর্শী।' অর্থাৎ বিএসএফ বা সিআরপিএফ হিসেবে নয়, ভোট করাতে গোটা বাহিনী কাজ করবে একটি সুসংহত দল হিসেবে। ভোটের পবিত্রতা রক্ষা করতে কোনোভাবেই আপস করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবারের আগে গোটা রাজ্যকে নিরাপত্তার দুর্গে মুড়ে ফেলাই এখন লক্ষ্য আধাসেনাদের। গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিটগুলি পরিদর্শন করেছেন বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা। জনমানসে আস্থা ফেরাতে এবং শান্তিপূর্ণ ভোট উপহার দিতে এই বৈঠক এক বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ফাইল ফটো।

প্রাক্তন ডিসি-র বাড়িতে ইডির হানা নেপথ্যে 'শুভেন্দুর চাল' দাবি পুত্রের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হানা ঘিরে রবিবার সরগরম হয়ে উঠল তিলোত্তমা। সোনা পাচার মামলার সূত্রে এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে খবর। তবে এই অভিযানকে পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন ডিসি শান্তনুর পুত্র। এদিন দুপুরে ইডি আধিকারিকরা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পার্ক স্ট্রিট চত্বরে গেলে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, 'এটা শুভেন্দু অধিকারীর চাল। আর কিছু না।' এদিন ভোরেই বালিগঞ্জে শান্তনুর একাধিক ঠিকানায় পৌঁছে যান তদন্তকারীরা। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর দুপুরে শান্তনুর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের অকল্যান্ড রোডের একটি কোচিং সেন্টারে যান আধিকারিকরা।

ওই সেন্টারটি বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারের 'সান গ্রুপ'-এর সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। সেখান থেকে শান্তনুর পুত্র জানান, এটি একটি সাধারণ তদন্ত এবং তাঁরা পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। তাঁর কথায়, 'এটা খুব সাধারণ একটা তদন্ত। বাবা, আমি দু'জনেই বাড়িতে ছিলাম। ওঁরা সকলে এসেছেন। সাধারণ কিছু কাগজপত্র যাচাই করবেন। কোনও সমস্যা নেই। বাবার সঙ্গে ওঁরা কথা বলেছেন। সব ঠিক আছে।' তবে এর পরেই বিরোধী দলনেতার নাম টেনে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি। অন্য দিকে, এই অভিযানের খবর পেয়ে শান্তনুর বাড়ির সামনে উপস্থিত হন তাঁর আইনজীবী প্রসেনজিৎ নাগ। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ আইনজীবী বলেন, 'কেন এই তল্লাশি, আমরা জানতে এসেছি। কোন মামলা, কী অভিযোগে তল্লাশি চলছে, সেটা আমাদের জানার অধিকার আছে। আইনজীবী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আছে।' তিনি আরও জানান, ইডি আপাতত কথা বলতে দিচ্ছে না, তাই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা। শান্তনুর পাশাপাশি রবিবার সকালে বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারের বাড়িতেও হানা দেয় ইডি। এর আগে জয়ের বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও সোনা উদ্ধার হয়েছিল। এবার তাঁকে আটক করে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইডি সূত্রের দাবি, সোনা পাচ্চুর সঙ্গে এই ব্যক্তিদের বড়সড় আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। কোনও বড় মাপের আর্থিক নয়ছয় হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই তৎপরতা। তবে অভিযানের মাঝেই পুলিশকর্তার পুত্রের এই রাজনৈতিক অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল। ছবি সংগৃহিত।

শুভেন্দুর জেলায় পুলিশের রদবদল

নয়া জামানা,পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ভোটের মাত্র তিন দিন আগে বড়সড় রদবদল ঘটিয়ে চমক দিল নির্বাচন কমিশন। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া ও কাঁথির দুই এসডিপিও-কে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। রবিবার বিকেলে কমিশন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালকে চিঠি দিয়ে এই রদবদলের নির্দেশ কার্যকর করতে বলেছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চলে কমিশনের এমন পদক্ষেপ ঘিরে শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কমিশনের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, কাঁথির নতুন এসডিপিও হচ্ছেন রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিক অতনু ঘোষাল। অন্যদিকে, হলদিয়ার এসডিপিও পদে নিয়োগ করা হয়েছে ২০২৩ ব্যাচের আইপিএস অলোক কুমারকে। কমিশনের কড়া নির্দেশ ছিল, রবিবার বিকেল ৫টার মধ্যেই এই নবনিযুক্ত আধিকারিকদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এর আগেও বেলডাঙার এসডিপিও উত্তম গড়াইকে সরিয়ে আনন্দজিৎ হোড়কে আনা হয়েছিল। কমিশনের চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'যাঁদের অপসারণ করা হচ্ছে, তাঁদের এ রাজ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে আপাতত আর নিয়োগ করা যাবে না।' আগামী বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুরে প্রথম দফার ভোট। তার ঠিক আগে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই বদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রদবদলের এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি রাজ্যের সিইও মনোজ অগ্রবাল, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকেও পাঠানো হয়েছে।

ভোট ঘোষণার রাত থেকেই রাজ্যে প্রশাসনিক রদবদলের যে ধারা কমিশন শুরু করেছিল, তা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক স্তরে স্বচ্ছতা আনতেই কমিশন এই কড়া অবস্থান নিয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। দিন তিনেক আগে এমন হঠাৎ বদলি ভোটযন্ত্রের নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইডির জালে বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সোনা পাচ্চু-কাণ্ডে বড়সড় সাফল্য পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রবিবার দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হলো বেহালার ব্যবসায়ী জয় কামদারকে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, কসবার প্রভাবশালী প্রোমোটার বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাচ্চু'-র সঙ্গে এই ব্যবসায়ীর গভীর আর্থিক যোগসূত্র মিলেছে। এদিন সকালে বেহালার বাড়িতে হানা দিয়ে প্রথমে জয়কে আটক করেন গোয়েন্দারা। এরপর সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে গিয়ে চলে ম্যারাথন জেরা। বয়ানে অসঙ্গতি মেলায় বিকেলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে দু'বার তলব করা হলেও হাজিরা এড়িয়েছিলেন এই প্রোমোটার।

অতীতে জয়ের ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নগদ টাকাও উদ্ধার করেছিল ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, গত ফেব্রুয়ারিতে বালিগঞ্জের কাঁকুলিয়া রোডে অশান্তি ও গুলিকাণ্ডের সূত্র ধরে উঠে আসে সোনা পাচ্চুর নাম। সেই মামলার আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখতে গিয়েই জয়ের হদিশ পায় ইডি। এই একই মামলায় আজ বালিগঞ্জে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাসভবনেও অভিযান চালান আধিকারিকেরা।

ইডির মতে, অভিযুক্তদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সুনির্দিষ্ট তথ্য হাতে এসেছে। সোনা পাচ্চুর ঘনিষ্ঠদের আগেই পাকড়াও করা হয়েছিল, এবার সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করতেই জয়কে জালে তুলল কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডির এই তৎপরতায় শহরজুড়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

কাজ বন্ধ হয়নি আইপ্যাকের গুজব উড়িয়ে দাবি তৃণমূলের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ হাইভোল্টেজ নির্বাচনের ঠিক মুখে বড়সড় ধাক্কা ঘাসফুল শিবিরে। আইনি গেরোয় রাজ্যে কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আইপ্যাক।

সংস্থার সমস্ত কর্মীকে আগামী ২০ দিনের জন্য ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার মধ্যরাতে কর্মীদের কাছে আসা এক ইমেলে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু আইনি 'বাধ্যবাধকতা'র কারণেই আপাতত এই পদক্ষেপ। আগামী ১১ মে-র পর পুনরায় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের বাকি দুই দফার ভোটগ্রহণ। ৪ মে ফলপ্রকাশ।

অর্থাৎ, ভোটপর্ব ও সরকার গঠন প্রক্রিয়া মেটা পর্যন্ত কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল আইপ্যাক। আকস্মিক এই ইমেলে রীতিমতো স্তম্ভিত সংস্থার কর্মীরা। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 'আইনকে আমরা শ্রদ্ধা করি এবং গোটা প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছি। নির্দিষ্ট সময়ে বিচার মিলবে, আমরা নিশ্চিত।' তবে ভোটপ্রচারের চূড়ান্ত লগ্নে এই সিদ্ধান্ত শাসকদলকে গভীর বিপাকে ফেলবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও তৃণমূলের একটি অংশের দাবি, সংস্থার একাংশ বাড়ি থেকে বা অন্য কোনোভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। তবে রাজ্যের ২৯৪টি কেন্দ্রে ছড়িয়ে থাকা মাঠের কর্মীরা কীভাবে সক্রিয় থাকবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শনিবার সল্টলেক সেক্টর ফাইভের আইপ্যাক দপ্তরে কর্মীদের আচমকা তলব করায় গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। অনেকেই ভেবেছিলেন শেষ মুহূর্তের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতেই এই জমায়েত। কিন্তু মধ্যরাতের ইমেল সমস্ত হিসাব উল্টে দেয়। প্রসঙ্গত, কয়লা পাচার মামলার তদন্তে গত সোমবারই সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর বিনেশ চান্দেলকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে ইডি। এই গ্রেফতারিকে 'ভীতি প্রদর্শন' বলে তোপ দাগেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির হানার সময় সশরীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে নথি 'চুরি'র অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। আপাতত সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আজ তারকেশ্বরে মমতার সভা এবং সাগরে অভিষেকের কর্মসূচি রয়েছে। প্রচারমঞ্চ থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব এই পরিস্থিতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন কি না, এখন সেটাই দেখার। আইপ্যাকের এই হাত গুটিয়ে নেওয়া ভোটের ফলে কতটা প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এদিকে রবিবার তৃণমূলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হল, এই কাজ বন্ধের খবর পুরোপুরি ভুয়ো। দলের তরফে বলা হয়, 'আমরা একটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখেছি যেখানে দাবি করা হয়েছে যে আইপ্যাক আগামী ২০ দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে। এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা। আইপ্যাক তৃণমূলের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত রয়েছে।

রাজ্যজুড়ে তাঁদের প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলার মানুষ এই প্রচেষ্টাগুলো বুঝতে পারছে। তাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে এর জবাব দেবে।' উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার শাসকদলের পরামর্শদাতা সংস্থা হিসেবে কাজ করছে আইপ্যাক। ছাব্বিশের নির্বাচনেও তৃণমূলকে সাহায্য করছে প্রতীক জৈনের সংস্থা। ফাইল ফটো।

তৃণমূল কর্মীদের বিনা কারণে গ্রেপ্তারের অভিযোগ তৃণমূলের

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের চণ্ডীপুর অঞ্চলের মহিষরেখা ও শ্রীকৃষ্ণপুরে রবিবার এক নির্বাচনী পথসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি নেতৃত্বকে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষায় তুলোধোনা করলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা আসন্ন নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পুলক রায়। এদিন তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ তোলেন, বিজেপির বাংলা দখলের অভিলাষ পূরণের দূরভিসন্ধিমূলক নানাবিধ ঘৃণ্য চক্রান্ত ও পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ভোটারদের নাম থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারী তকমা সহ অন্যান্য ভিত্তিহীন ও আজগুবি কারণ খাড়া করে রাজ্যের লক্ষাধিক প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও নির্বাচনী

এজেন্টদের নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জিকির তুলে তৃণমূল কর্মী ও নির্বাচনী এজেন্টদের বাড়িতে রেইড চালিয়ে ও মিথ্যা অভিযোগ তুলে

তাঁদেরকে যেকোনোভাবে ধরপাকড় ও দমনপীড়ন চালিয়ে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। এছাড়াও তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করেন যে, বিজেপি সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষদের উপরেও ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, এনপিআর, নোট বদল সহ একের পর এক জনবিরোধী নিয়ম জারি করে সাধারণ মানুষদের হেনস্থা ও হয়রানি চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনকি অসুস্থ ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকেও এই হয়রানির হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদিন প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দুলাল চন্দ্র কর, চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস, উপপ্রধান রেজাউল হক মোল্লা প্রমু।

নিয়ন্ত্রণে নেটপাড়া কমিশন মারল কোপ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের বাদ্যি বাজতেই সমাজমাধ্যমের যথেচ্ছ ব্যবহারে রাশ টানল নির্বাচন কমিশন। আদর্শ আচরণবিধি রক্ষায় কড়া পদক্ষেপ করে ইতিমধ্যেই ১১ হাজারেরও বেশি বিতর্কিত পোস্ট চিহ্নিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচনী উত্তাপ বাড়তেই রবিবার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের কড়া দাওয়াই দিল কমিশন। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, জাল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ালে আর রেহাই নেই। নির্বাচনী ময়দানে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর কমিশন।

রবিবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সমাজমাধ্যম এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নৈতিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে। না হলে তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং আদর্শ আচরণবিধি অনুসারে পদক্ষেপ করা হবে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর অপব্যবহার রুখতে কমিশন চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কোনো বিভ্রান্তিকর বা বেআইনি পোস্ট নজরে এলেই তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে কমিশনের কড়া নির্দেশ, 'কোনও এআই নির্মিত জিনিস প্রচারে ব্যবহার করা হলে তার গায়ে 'এআই নির্মিত' বলে উল্লেখ করে দিতে হবে।' ভোটারদের আস্থার মর্যাদা রক্ষাই এখন পাখির চোখ।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরীর ভার্চুয়াল জগতের ওপর ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চলছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত ১১ হাজারের বেশি পোস্টের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। অনেক পোস্ট মুছে দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দায়ের হয়েছে এফআইআর। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৬ ধারা মেনে ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে সব ধরনের প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ জানানো এবং তার নিষ্পত্তিতেও রেকর্ড গড়ছে কমিশন।

গত ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত কমিশনের পোর্টালে ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে। যার মধ্যে ৯৬.০১ শতাংশ অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১০০ মিনিটের মধ্যে।

আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনে মহাযুদ্ধ। ৪ মে জানা যাবে জনগণের রায়। ডিজিটাল কারচুপি রুখে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাই এখন কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

১৩
২০ এপ্রিল
২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

দুর্নীতিবাজদের ঠাঁই হবে বাংলাদেশে !

নিয়োগ কেলেঙ্কারি নিয়ে তোপ হেমন্তর

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

বক্সিরহাট লাল কলোনীর মাঠের নির্বাচনী সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ শানালেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, চাকরির নিয়োগের পরীক্ষায় যারা টাকা নিয়ে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কড়া মন্তব্য করে তিনি বলেন, যারা যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছে, তাদের এই রাজ্যে থাকার অধিকার নেই। প্রয়োজনে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তাঁর এই বক্তব্যের পর সভায় উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরাসরি শাসক দলকে নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতির কারণে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে অর্থের বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হচ্ছে। তিনি বলেন, এই দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক অপরাধ নয়, এটি একটি প্রজন্মের স্বপ্ন ধ্বংস করার সমান। যোগ্য ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বসে আছে, আর টাকার জোরে অযোগ্যরা চেয়ারে বসছে। এই ব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে। স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করে প্রকৃত যোগ্যদের সুযোগ দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর কথায়, যুব সমাজের আস্থা ফিরিয়ে আনাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা কথা দিচ্ছি, পরীক্ষা হবে স্বচ্ছ, নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে। সভায় উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানান, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে এবং আসন্ন নির্বাচনে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিতে। বলেন, ঘরে ঘরে যান, মানুষকে বোঝান। এই লুটের রাজত্ব শেষ করতে হবে। বাংলার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে হবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ দুর্নীতিকে তিনি নির্বাচনের একটি বড় ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন। সভায় আসা স্থানীয় যুবকদের একাংশ জানান, চাকরির আশায় বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও লাভ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তাঁদের মনে নতুন আশা জাগিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া মন্তব্যটি নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা একে উস্কানিমূলক বলে ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে বিজেপি শিবিরের দাবি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কথায়। সভা শেষে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। জেলা বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে নিয়োগ দুর্নীতিকে সামনে রেখেই প্রচারে ঝাঁপাবে দল।

কে এই প্রার্থী ?

নয়া জামানা ।। মাথাভাঙ্গা

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ কিশীতেন্দ্র নাথ বর্মন
দল ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৬৯ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ
পেশা ঃ দলিল লেখক (মুহুরী)
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ পুরোনো দলিল ও রাজবংশী সমাজের ইতিহাস সংগ্রহ, কীর্তন শোনা

আজকের প্রচার

সকালে মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালত চত্বরে আইনজীবী ও মুহুরীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর শিকারপুর, পচাগড় ও কুর্শামারি বাজারে হেঁটে জনসংযোগ। হাটুরেদের সঙ্গে কথা বলেন, চায়ের দোকানে বসে সমস্যা শোনেন। বিকেলে নয়ারহাটে দলীয় কর্মীদের নিয়ে ছোট পথসভা। সঙ্গে ছিলেন জেলা কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা।

জনতার মুড

প্রবীণ ভোটারদের একাংশ এখনও কিশীতেন্দ্রবাবুকে নাম ধরে চেনেন। আদালতপাড়ায় তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিতি কাজে লাগছে। তবে তরুণ ভোটারদের মধ্যে উচ্ছ্বাস কম। তৃণমূল-বিজেপির হাইভোল্টেজ প্রচারের মাঝে কংগ্রেসের সংগঠন কিছুটা দুর্বল। তবু বিকল্প খুঁজতে চাওয়া অংশের নজর কাড়ছেন তিনি।

এলাকার প্রধান সমস্যা

১. তিস্তা ও মানসাই নদীর ভাঙনে প্রতি বছর জমি-বাড়ি বিলীন
২. গ্রামীণ রাস্তা ও কাঠের সেতুর বেহাল দশা
৩. মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক ও পরিকাঠামোর অভাব
৪. ভূমি সমস্যা, রেকর্ড-দলিলে জটিলতা ও দালালরাজ
৫. চাষের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া ও হিমঘরের অভাব

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

১. নদী ভাঙন রোধে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে স্থায়ী বাঁধের দাবি
২. জমি সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে প্রতি ব্লকে বিশেষ ক্যাম্প ও আইনি সহায়তা
৩. মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ডায়াগনস্টিক পরিষেবা
৪. কৃষকদের জন্য কিষাণ মান্ডি, হিমঘর ও সরাসরি সরকারি ক্রয়কেন্দ্র
৫. রাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতির স্বীকৃতি ও বয়স্ক ভাওয়াইয়া শিল্পীদের ভাতা
৬. দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত ও ১০০ দিনের কাজে স্বচ্ছতা

প্রার্থীর মন্তব্য

৪০ বছর ধরে এই মাথাভাঙ্গার দলিল লিখেছি। মানুষের জমির কাগজের সঙ্গে জীবনের কষ্টও দেখেছি। আমি পেশাদার রাজনীতিক নই, আপনাদের ঘরের লোক। তৃণমূল-বিজেপি শুধু ঝগড়া করে, কাজের কাজ হয় না। কংগ্রেস লড়ে সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য। বীর চিলা রায়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলছি, সুযোগ পেলে নদী ভাঙন, জমি সমস্যা আর হাসপাতাল ; এই তিনটি আগে ঠিক করব। বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেব না, যতটুকু বলছি করে দেখাব।

শেষ রবিবারে প্রচারে ঝড় তুললেন রিনা টোপ্পো

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ ২৩ এপ্রিল ভোটের আগে শেষ রবিবারে জমজমাট প্রচার সারলেন ফাঁসিদেওয়ার তৃণমূল প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা। নিয়ম অনুযায়ী ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রচার শেষ। তাই শেষ মুহূর্তে দিনভর একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। খড়িবাড়ির মারুতি চা-বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে ভোট চান।

এরপর মধুয়াবাড়ি, চুনিলাল, ময়নাগুড়ি ও জরলা জোত এলাকায় রোড শো করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে মানুষের কাছ থেকে সাড়া মিলছে বলে দাবি করেন প্রার্থী। অভাব-অভিযোগ শুনে তা লিপিবদ্ধ করছেন। এদিন শ্যামধন জোত এলাকায় বিজেপি ছেড়ে ১৫ জন কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন তাঁর হাত ধরে। বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে উন্নয়ন হয়নি, তাই মানুষ পরিবর্তন চাইছে। জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে আত্মবিশ্বাসী তিনি।

কে এই প্রার্থী ?

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। মাথাভাঙ্গা

প্রার্থীর পরিচয়

নাম ঃ ডঃ সাবলু বর্মন
দল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস
কেন্দ্র ঃ মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র

ব্যক্তিগত তথ্য

বয়স ঃ ৪২ বছর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিএইচডি
পেশা ঃ সহকারী অধ্যাপক
বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত
শখ ঃ ভাওয়াইয়া গান শোনা, স্থানীয় ইতিহাস চর্চা ও বই পড়া

আজকের প্রচার

সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন পচাগড়, হাজরাহাট ও ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জনসংযোগ করেন ডঃ বর্মন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন, চায়ের দোকানে বসে যুবকদের সমস্যা শোনেন। বিকেলে নয়ারহাট বাজারে পথসভা করেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

জনতার মুড

শহর এলাকায় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা। তরুণ ভোটারদের একাংশ নতুন মুখকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে। তবে গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। বিজেপির যোগী আদিত্যনাথের সভার পর কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে মাঠে নেমেছে তৃণমূল।

এলাকার প্রধান সমস্যা

১. বর্ষায় গ্রামীণ রাস্তাঘাটের বেহাল দশা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া
২. মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব
৩. তিস্তা ও মানসাই নদীর ভাঙন ও বন্যা
৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

মূল ইস্যু এবং প্রতিশ্রুতি

১. মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটিতে উন্নীত করা
২. গ্রামীণ রাস্তা ও কালভার্ট সংস্কারে বিশেষ প্যাকেজ
৩. নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন
৪. রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি গঠন ও ভাওয়াইয়া শিল্পীদের পেনশন
৫. কৃষকদের জন্য কিষাণ মান্ডি ও হিমঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি
৬. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া

প্রার্থীর মন্তব্য

মাথাভাঙ্গার মাটি বীর চিলা রায়, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মাটি। এই মাটির ছেলে হিসেবে মানুষের পাশে ছিলাম, আগামীতেও থাকব। বাইরে থেকে এসে যারা বড় বড় কথা বলছেন, ভোটের পর তাঁদের আর দেখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। রাস্তা, জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ; বাকি কাজটুকু শেষ করতে আপনাদের আশীর্বাদ চাই। মাথাভাঙ্গা বাইরের মডেল চায় না, মাথাভাঙ্গার নিজস্ব মডেলেই উন্নয়ন হবে।

সীমান্তে নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ভোটের মুখে কড়া নজরদারিতে বড়সড় সাফল্য পেল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। অসম-বাংলা সীমান্তের পাকরিগুড়ি এসএসটি নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল ৩ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রুটিন তল্লাশি চলছিল পাকরিগুড়িতে। সেই সময় একটি গাড়ি আটক করা হয়। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কাছ থেকে নগদ ৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। ওই টাকার কোনো বৈধ নথি বা সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। সঙ্গে সঙ্গে টাকাটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি বিহারের মুজফফরপুর জেলার গাইঘাট মহকুমার কেওতসা এলাকার রামওলিতে। তাঁর বিরুদ্ধে বর্তমান আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করতে জেলাজুড়ে সব নাকা পয়েন্টে ২৪ ঘণ্টা তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বেআইনি লেনদেন ও কালো টাকা রুখতে এই কড়াকড়ি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের নজরদারি ভোট প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখতে বড় ভূমিকা নেবে। আগামী দিনেও নাকা চেকিং আরও জোরদার করা হবে।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে মুখোমুখি বিজেপি-তৃণমূল

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে রবিবার বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা মুখোমুখি হতেই উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নৌকাঘাট মোড় থেকে পথযাত্রা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। পথযাত্রা শেষ হয় গেট বাজার এলাকায়। সভা সমাপ্ত করেন তিনি। একই সময়ে ওই এলাকা থেকে প্রচারে বের হন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। দুই পক্ষ সামনাসামনি হতেই শুরু হয় স্লোগান। একদিকে জয় বাংলা, অন্যদিকে জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে সরগরম হয়ে ওঠে গেট বাজার চত্বর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপুল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিছুক্ষণের জন্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরে তৃণমূলের মিছিল ঘুরিয়ে দেওয়া হয় অন্যদিকে। প্রশাসনের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

উন্নয়নের প্রশ্নে ভোটের লড়াই মাদারিহাটে

নয়া জামানা, মাদারিহাট ঃ মাদারিহাট বিধানসভায় এখন তৃণমূলের উন্নয়নের হাতিয়ার বনাম বিজেপির প্রত্যাবর্তনের লড়াই। ফলাফলের অপেক্ষায় গোটা এলাকা। উন্নয়নের বার্তা সামনে রেখেই মাদারিহাটে জোর প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। এই কেন্দ্র এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভা এলাকায় দীর্ঘদিন বিরোধীদের প্রভাব ছিল। তবে উপনির্বাচনে সেই চিত্র বদলে মাদারিহাট ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। এরপর সংগঠন মজবুত করে বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতেও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে দল। প্রার্থীর দাবি, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রচারে নামলেও এলাকার মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে উন্নয়নের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘদিন সাংসদ ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যমান উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। প্রচারের ফাঁকে নয়া জামানার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রার্থী জানান, অল্প সময়ে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন।

মানুষের আশীর্বাদ পেলে বাকি কাজ সম্পূর্ণ করবেন। তিনি আরও বলেন, মাদারিহাটের মানুষ আবারও আশীর্বাদ করলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের বাকি উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। সেই কাজের দায়িত্ব নিতে চান তিনি।

প্রতিশ্রুতি রাখলেন অভিজিৎ, নতুন পায়ে ফিরছেন পূর্ণিমা

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কথা দিয়েছিলেন, কথা রাখলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁর মানবিক উদ্যোগে নতুন আশার আলো দেখছেন পুসনারডাঙ্গার ১৯ বছরের পূর্ণিমা বর্মন। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়ে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ থমকে গিয়েছিল পূর্ণিমার। পরিবার ও প্রতিবেশীদের কাছে সেটি ছিল গভীর দুঃসময়। তখনই পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন অভিজিৎ। জানান, পূর্ণিমাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাবেন। সেই প্রতিশ্রুতির প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে।

সম্প্রতি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পূর্ণিমার কৃত্রিম পা বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় মাপ নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক মহলের আশা, সব ঠিক থাকলে খুব শীঘ্রই কৃত্রিম পায়ে হাঁটতে পারবেন তিনি। শুধু চিকিৎসা নয়, পূর্ণিমার মানসিক শক্তি বাড়াতেও পাশে আছেন অভিজিৎ। তিনি জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সব রকম সহায়তা দেবেন। ভবিষ্যতে পূর্ণিমা যাতে স্বনির্ভরভাবে চলতে পারেন, সে নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:00 Page 14

প্রবীণ সমর মুখার্জির ‘খেলা হবে’ ঝড়ে কাঁপছে রতুয়া

টিনা প্রামাণিক, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা জেলার রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনীতির আঙিনায় বয়সে তিনি সবথেকে প্রবীণ হলেও, প্রচারে নবীনদেরও টেক্কা দিচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী সমর মুখার্জি। ষষ্ঠবারের জন্য বিধায়ক হওয়ার লক্ষ্যে এদিন রতুয়া-২ নম্বর ব্লকে কার্যত ঝোড়ো প্রচার চালালেন তিনি। প্রবীণ এই নেতার অদম্য উৎসাহ আর তৃণমূল কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ রতুয়ার রাজপথ থেকে গ্রামের অলিগলি সর্বত্রই নজর কেড়েছে।

এদিন সমরবাবুর প্রচারের মূল আকর্ষণ ছিল ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি সেখ শাজাহানের নেতৃত্বে কয়েকশো মোটরসাইকেলের এক বিশাল মিছিল। তৃণমূলের জনপ্রিয় ‘খেলা হবে’ গানের তালে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে একের পর এক গ্রাম পরিক্রমা করেন তৃণমূল প্রার্থী। পুখুরিয়া, পরাণপুর এবং আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলের গ্রামগুলিতে প্রচার চলাকালীন সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বয়সের ভার যে তার রাজনৈতিক উদ্দীপনায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা ফেলতে পারেনি, এদিন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন সমর মুখার্জি। পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে বাড়ির মহিলারা সকলের কাছে পৌঁছে গিয়ে তিনি জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান।অভিজ্ঞতার ঝুলি আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই তিনি সাধারণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সমরবাবুর কথায়, রতুয়ার উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে মানুষ পুনরায় তৃণমূলকেই বেছে নেবে। বিশাল বাইক মিছিল আর হুডখোলা গাড়ির এই রাজকীয় প্রচারের মাধ্যমে রতুয়ায় তৃণমূল বিরোধীদের কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তুলসীহাটায় তৃণমূলের রক্তক্ষরণ, বেলুন চিহ্নে যোগ দেড়শ যুবকের

নয়া জামানা, মালদা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়সড় ভাঙন দেখা দিল শাসক শিবিরে। মালদা জেলার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বোরোল বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কয়েকশো যুবক নাম লেখালেন নির্দল শিবিরে। রবিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্দল প্রার্থী আনজারুল হকের হাত ধরে প্রায় ১৫০ জন যুবক আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বেলুন’ চিহ্নে যোগ দেন।এলাকার রাজনৈতিক মহলের মতে, এই যোগদান আসন্ন নির্বাচনে ওই অঞ্চলের সমীকরণ বদলে দিতে পারে। নবাগত কর্মীদের দাবি, তৃণমূলের বর্তমান কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং নির্দল প্রার্থীর উন্নয়নমূলক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্দল প্রার্থী আনজারুল হক নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা ও প্রতীক তুলে দিয়ে বলেন, ক্ষুব্ধমানুষ পরিবর্তনের খোঁজে আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে যুবসমাজের এই যোগদান প্রমাণ করে যে তারা সঠিক নেতৃত্বের গুরুত্ব বুঝছে। বোরোল বাজারের মানুষ এবার বেলুন চিহ্নে বোতাম টিপে যোগ্য জবাব দেবে।ক্ষুব্ধ।অন্যদিকে, শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই যোগদানে দলের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে ভোটের মুখে দেড়শ যুবকের দলত্যাগ নিয়ে এলাকায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই যোগদান মেলায় উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

মোথাবাড়িতে বিজেপির হেভিওয়েট জনসংযোগ, রাজনগর মোড়ে মানুষের ঢল

নয়া জামানা, মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়ছে। রবিবার মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রাজনগর মোড় এলাকায় এক ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলেন বিজেপি প্রার্থী নিবারণ ঘোষ। এদিন সকাল থেকেই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এলাকায় পদযাত্রা করেন এবং স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে প্রচার চালান।এদিনের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজনগর মোড় এলাকায় জনসংযোগ চলাকালীন নিবারণ ঘোষ সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, মোথাবাড়ি এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সঠিক পরিকাঠামো ও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার অবসান ঘটাতেই মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করছেন। রাস্তার ধারের ছোট দোকানদার থেকে শুরু করে পথচলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এদিনের এই কর্মসূচিতে যে পরিমাণ জনসমাগম হয়েছে, তা এলাকায় বিজেপির শক্তিশালী অবস্থানেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। নির্বাচনের আগে জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী গেরুয়া শিবির।

প্রথমবারের লড়াইয়ে মতিবুর, লক্ষ্য ‘আধুনিক’ ও ‘উন্নত’ হরিশ্চন্দ্রপুর গড়া!

নয়া জামানা, মালদা ঃ প্রচার পর্বের অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মধ্যে মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মতিবুর রহমান নিজের প্রচারকে আরও জোরদার করতে মাঠে নেমেছেন।এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মতিবুর রহমান। নতুন মুখ হলেও এলাকায় দীর্ঘদিনের জনসংযোগ এবং সংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আত্মবিশ্বাসকে আরও মজবুত করেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই তাঁকে এই লড়াইয়ে এগিয়ে রাখবে বলে মনে করছেন তিনি।

গত পাঁচ বছরে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা এলাকায় প্রায় আড়াইশো কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে।

রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্ট্রিট লাইট, কালভার্ট নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল, কমিউনিটি হল গড়ে তোলা সব ক্ষেত্রেই নজরকাড়া কাজ হয়েছে।পাশাপাশি বিদ্যালয়ের নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য দিকপ্রচারপর্বে মানুষের কাছ থেকে যে সাড়া পাচ্ছেন, তা যথেষ্ট ইতিবাচক বলে জানিয়েছেন তিনি।সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া শুনে তা বাস্তবায়নের আশ্বাসও দিচ্ছেন।

তাঁর কথায়,মানুষ উন্নয়ন চায়, আর সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই

আমরা কাজ করছি। প্রচারে তিনি ভোটারদের বার্তা দিচ্ছেন ভোটে জয়ের পর হরিশ্চন্দ্রপুরকে আরও আধুনিক করে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে চান তিনি।

পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন, রাস্তাঘাট সংস্কার এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

সব মিলিয়ে উন্নয়নকেই হাতিয়ার করে নির্বাচনের ময়দানে নেমেছেন মতিবুর রহমান।এখন দেখার, হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কতটা সমর্থন দেন।

গ্রামবাসীদের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার, কুশমন্ডিতে উন্নয়ন ইস্যুতে তৃণমূল-বিজেপি তরজা

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার কুশমন্ডি ব্লকের সদুকুড়া তেসলাহার থেকে দাসবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তার বেহাল দশা দীর্ঘদিন ধরেই ভোগান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে।অবশেষে প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাবে বাধ্য হয়ে নিজেদের উদ্যোগেই রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগালেন গ্রামবাসীরা।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাস্তার উপর নির্ভর করেই এলাকার বহু মানুষের নিত্যদিনের যাতায়াত ও জীবিকা নির্বাহ চলে। কৃষিজ পণ্য বাজারে পৌঁছে দেওয়া, ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত, অসুস্থ মানুষকে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া;সব ক্ষেত্রেই এই রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার করুণ অবস্থার কারণে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। সেই পরিস্থিতিতে আর অপেক্ষা না করে গ্রামবাসীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁচা রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেন। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা রায় অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির দালালরা টাকার বিনিময়ে এ ধরনের কাজ করাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায় পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন, গত পনেরো বছরে রাজ্যে উন্নয়নের বড় বড় দাবি করা হলেও বাস্তবে কুশমন্ডি বিধানসভায় উন্নয়নের চিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও যদি গ্রামবাসীদের নিজেদের রাস্তা তৈরি করতে হয়, তবে উন্নয়নের দাবি কতটা সত্য, তা মানুষ বুঝে গিয়েছেন।গ্রামবাসীদের স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাস্তা সংস্কারের এই উদ্যোগ যেমন এলাকার মানুষের ঐক্য ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিচ্ছে, তেমনই এটি স্থানীয় উন্নয়ন ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলোকেও সামনে এনে দিয়েছে। ভোটের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুশমন্ডির রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক, আর উন্নয়নের প্রশ্নে শাসক-বিরোধী তরজা আরও তীব্র হয়েছে।

রবিবাসরীয় প্রচারে বুনিয়াদপুরে প্রার্থীদের মেগা লড়াই!

দিলীপ কুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ রবিবার বুনিয়াদপুর শহরে হরিরামপুর বিধানসভার একাধিক প্রার্থী জোরদার প্রচার সারলেন।এদিন সকালে বিজেপি প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার তার দলবল নিয়ে বুনিয়াদপুর শহরের দৈনিক বাজার, জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত দোকান এবং পাড়ায় পাড়ায় প্রচার চালান।এদিন, প্রচার চলাকালে তাকে বয়স্ক মানুষদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইতে দেখা যায়।অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র এদিন বুনিয়াদপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোড শো করেন।এদিন তিনি একটি হুডখোলা গাড়িতে চেপে জোরদার প্রচার চালান।তার সঙ্গে দলীয় কর্মীরা বাইক নিয়ে প্রচারাভিযানে অংশগ্রহন নেন। তিনি এদিন ভ্যাপসা গরমে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার চালান। এছাড়াও রবিবার বিকালে বুনিয়াদপুর শহরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালান সিপিআই (এম) প্রার্থী গৌতম গোস্বামী।একটা কথা বলতেই হয়, প্রত্যেক দলের প্রার্থীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নির্বাচনী প্রচার চালালেও জনতা জনার্দন কিন্তু স্পিকটি নট।নির্বাচনী প্রচার জোরদার চললেও ভোটের আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ার কোন লক্ষনই নেই।

ভোটের মুখে মালদা থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা!

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোটের আগে কড়া নজরদারি, নাকা তল্লাশি তে বড়সড় ফাঁস। কাগজপত্র না থাকায় বাজেয়াপ্ত হলো একাধিক টাকা;তদন্তে পুলিশ।ভোটের আগে গাজোলে চমক , পথেই ধরা পড়ল সন্দেহজনক টাকা।মালদা জেলার গাজোল থানার শালবনা মোড় এলাকায় নির্বাচনের আগে কড়া নাকা তল্লাশির সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হলো ৯০ হাজার ৩০০ শো ৭০ টাকা। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে গাজোল থানার পুলিশ ও নির্বাচন দপ্তর। কোথা থেকে, কেন এই টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল;তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা যাচ্ছে ওই ব্যক্তি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন কাজে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে টাকার পর্যাপ্ত কাগজ দেখলেই তাকে টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

ফাঁকা বাড়িতে তালা ভেঙে দুষ্কৃতী হানা, উধাও প্রায় চার ভরি সোনা

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ জেলার ইসলামপুর বিধানসভার ক্ষুদিরাম পল্লীতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে ঢুকে প্রায় তিন থেকে চার ভরি সোনা-সহ একাধিক মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটি দীর্ঘ সময় ফাঁকা থাকত। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই দুষ্কৃতীরা প্রথমে বাড়ির মূল গেট ও দরজার তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর ঘরের ভেতরে ঢুকে তছনছ করে দেয় সমস্ত জিনিসপত্র। রান্নাঘরের দরজা খোলা ছিল এবং বাড়ির একাধিক ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে।বাড়ির মালিক ফিরে এসে প্রথমে গেটের তালা খুলতে ব্যর্থ হন। পরে পাশের দিক দিয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে তিনি দেখেন, বাড়ির দরজার তালা ভাঙা এবং ঘরের ভেতরে সবকিছু এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাসন-কোসন থেকে শুরু করে সোনা;দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি কিছুই।ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও, স্থানীয়দের অভিযোগ প্রায় আধা ঘণ্টা দেরিতে পুলিশ আসে। থানার একেবারে কাছাকাছি এলাকায় এমন চুরির ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলছে বলে মত এলাকাবাসীর।ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। তবে শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ক্ষুদিরাম পল্লীর বাসিন্দারা।

হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন চত্বরে জলাভূমি! দুর্ভোগে জনজীবন

উমার ফারুক, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন রোড সংলগ্ন তেতুলবাড়ি এলাকায় রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগ। অভিযোগ নিকাশি নালার জন্য রাস্তা খনন করা হয়েছে মাস দুয়েক আগে। সেই খনন করা রাস্তায় শনিবার রাতের বৃষ্টির জল জমে জমে বিপাকে তেতুলবাড়ি পাড়ার বাসিন্দারা। ব্লক প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন রোড সংলগ্ন তেতুলবাড়ি পাড়ায় গত প্রায় দুই মাস আগে নিকাশি নালা নির্মাণের জন্য রাস্তা খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে।

ফলে ওই এলাকার প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে এবং চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,রাস্তা খোঁড়ার পর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও তা মেরামতের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। এর ফলে প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থদের জন্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।সম্প্রতি এক গর্ভবতী মহিলাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা সম্ভব না হওয়ায় তাকে কোলে করে প্রধান সড়ক পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। কারণ, খোঁড়া রাস্তার জন্য কোনো যানবাহন, এমনকি অ্যাম্বুলেন্সও ওই এলাকায় প্রবেশ করতে পারছে না। এই সমস্যার কথা স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে গত ২৯ মার্চ ও ১৬ এপ্রিল থানা সহ ব্লক প্রশাসনকে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের দাবি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হোক। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর- ১ ব্লক প্রশাসন জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভোটযুদ্ধে ‘সেনাপতি’ মুনি, গোলাম রব্বানীর প্রচারে পরিবারের সর্বাত্মক ঝাঁপ

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াই যতই ঘনাচ্ছে, ততই জোরদার হচ্ছে প্রচারের তৎপরতা। এই আবহে প্রাক্তন মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর হয়ে কার্যত ‘সেনাপতির’ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তাঁর ভাই গোলাম রসুল আজাদ, যিনি এলাকায় ‘মুনি’ নামেই সুপরিচিত।প্রচারের ময়দানে দিনভর কর্মসূচি, বুথভিত্তিক সংগঠনকে চাঙ্গা করা এবং কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে মুনির ভূমিকাই এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, গোয়ালপোখরে রব্বানীর প্রচারযন্ত্রকে গতিশীল রাখতে মুনির এই নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।এদিকে শুধু গোলাম রসুল আজাদই নন, প্রাক্তন মন্ত্রীর গোটা পরিবারই নির্বাচনী প্রচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাঁর সহধর্মিণী থেকে শুরু করে ভাই ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও গ্রামেগঞ্জে গিয়ে ভোট প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। ফলে প্রচারে একটি পারিবারিক ঐক্যের ছবি স্পষ্ট হয়েছে, যা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও নতুন উদ্দীপনা তৈরি করছে।গোলাম রসুল আজাদ জানিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য শুধু জয় নয়, বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিটি এলাকায় জোরকদমে প্রচার চালানো হচ্ছে।অন্যদিকে, চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে এখন গোলাম রব্বানীর নাম নিয়েই আলোচনা চলছে। অনেকেই মনে করছেন, এবারের নির্বাচনে তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়লাভ করতে পারেন।সব মিলিয়ে, গোয়ালপোখরের নির্বাচনী লড়াইয়ে ‘সেনাপতি’ মুনির সক্রিয়তা এবং পরিবারের সম্মিলিত প্রচার কতটা ফলপ্রসূ হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ইসলামপুরে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের কর্মীসভা, ঐক্যের বার্তা ও তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে জোর প্রচার

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুরে নির্বাচনের প্রাক্কালে ইমাম ও মুয়াজ্জিন সংগঠনের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল।সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল আগারওয়াল, ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন, জেলা মাইনরিটি সেলের সভানেত্রী জাবেদা আক্তার সহ একাধিক নেতৃত্ব। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বৃহৎ উপস্থিতি সভাটিকে বিশেষ তাৎপর্য দেয়।বক্তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘুদের প্রতি উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে কানাইলাল আগারওয়ালকে জয়ী করার আহ্বান জানান। প্রার্থীর সমর্থনে দোয়া করা হয় এবং সংগঠিতভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ের কৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে প্রার্থী জয়ের পর তা পূরণের আশ্বাস দেন।অন্যদিকে, জাকির হোসেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন। সভার মাধ্যমে নির্বাচনের আগে সংগঠনের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:00 Page 15

হুমায়ুনের মন্তব্যে বিতর্ক, পাল্টা আক্রমণে সরব সিপিএম

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ডোমকলে নির্বাচনী প্রচারের মাঝে তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের এক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর কড়া ভাষার হুঁশিয়ারি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক, পাল্টা আক্রমণে নেমেছে বিরোধী শিবিরও। শনিবার ডোমকল টাউন ও ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, বিরোধীরা যদি তৃণমূল কর্মীদের আঘাত করে, তাহলে কর্মীদের নিজে থেকে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে তাঁকে জানাতে হবে।

তিনি জানান, তিনি নিজেই ঘটনাস্থলে গিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন, যা অনেকের কাছেই অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে। তাঁর দাবি, দোষীদের এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করার সাহস না পায়। এই বক্তব্যের পর সভায় উপস্থিত কিছু কর্মী-সমর্থক হাততালি দিয়ে তাঁকে সমর্থন জানান। তবে তাঁর এই ভাষা ও মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। একজন নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে এমন বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি বলেন, এই ধরনের মন্তব্য শাসকদলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তাঁর অভিযোগ, হুমায়ুন কবীর আসলে রাজনৈতিকভাবে চাপে পড়েই এমন মন্তব্য করছেন। তিনি আরও দাবি করেন, আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও বদলাবে এবং মানুষই এর জবাব দেবে। পুরো ঘটনায় এখন নজর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের দিকে। এই ধরনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কমিশন কোনও পদক্ষেপ নেয় কি না, তা দেখার অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষ।

ভোটের ময়দানে ক্রিকেট তারকাদের লড়াই, মুখোমুখি ইউসুফ-আজহার

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই নতুন মাত্রা পেয়েছে মুর্শিদাবাদে। এবার এই লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছে ক্রিকেটের আকর্ষণও। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারে নেমেছেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান, আর কংগ্রেসের হয়ে মাঠে নেমেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ফলে নির্বাচনী ময়দান যেন দুই ক্রিকেট তারকার প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে ইউসুফ পাঠান রাজনীতিতে বড় ভূমিকা নিতে শুরু করেন। এরপর থেকেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছেন। মুর্শিদাবাদসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। রোড শো ও জনসভায় তাঁকে ঘিরে মানুষের ভিড় ও উৎসাহ চোখে পড়ছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। ইউসুফ পাঠানের জনপ্রিয়তার জবাব দিতে শনিবার থেকে মুর্শিদাবাদে প্রচারে নেমেছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। তিনি বহরমপুরে পৌঁছে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর সঙ্গে প্রচার শুরু করেন। দৌলতাবাদ, রাণীনগর ও মুর্শিদাবাদ এলাকায় তাঁর রোড শো করার কথা রয়েছে। প্রচারের সময় ইউসুফ পাঠান রাজ্যের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে আজহারউদ্দিন ভোটারদের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর পাশে থাকার আবেদন করেছেন। তিনি জানান, বহু বছর পর মুর্শিদাবাদে এসে উন্নয়নের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন এবং তার কৃতিত্ব অধীর চৌধুরীকেই দিয়েছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার হয়েও আজহারউদ্দিন নিজেকে ফিট রেখে ছেন বলে জানান। একইসঙ্গে তিনি অধীর চৌধুরীর প্রশংসা করে বলেন, তিনিও যথেষ্ট সক্রিয় ও কর্মক্ষম রয়েছেন। সব মিলিয়ে, মুর্শিদাবাদের নির্বাচনী লড়াইয়ে এবার রাজনীতির সঙ্গে ক্রিকেটের রোমাঞ্চও যুক্ত হয়েছে।

মশিউরের সমর্থনে জনপ্লাবন

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ সাগরদিঘী বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচার ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। বামফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আইএসএফ এবং এসডিপিআই। এই জোটের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন মশিউর রহমান, যিনি আগে তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন এবং প্রায় এক মাস আগে দল ছেড়ে এসডিপিআইয়ে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং আইএসএফের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়ছেন।

এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বর্তমান বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। কংগ্রেস প্রার্থী করেছে প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তীকে এবং বিজেপির প্রার্থী তাপস চক্রবর্তী। ফলে একাধিক দলের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই জমে উঠেছে।

শনিবার রাতে মশিউর রহমানের সমর্থনে প্রচারে অংশ নেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরেও সভাস্থলে বিপুল মানুষের সমাগম হয়। জনসভা চলাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে, ফলে গোটা এলাকা অন্ধকারে ঢেকে যায়। তখন মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে সভা চালিয়ে যাওয়া হয়, যা উপস্থিত মানুষের মধ্যে আলাদা উদ্দীপনা তৈরি করে।

সভা থেকে নওসাদ সিদ্দিকি বলেন, সাগরদিঘীর মানুষ অতীতে বিভিন্ন দলকে সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু এবার তারা নতুন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল ও কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থা কমেছে এবং অনেকেই এখন এসডিপিআই-আইএসএফ জোটের দিকে ঝুঁকছেন। মশিউর রহমানও জানান,

তিনি মানুষের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মত দিচ্ছেন। তবে শেষ পর্যন্ত ভোটের ফল কী হবে, তা জানা যাবে আগামী ৪ মে।

ভরতপুরে জোরকদমে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সুমন, জনসমর্থনে উচ্ছ্বাস

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা,ভরতপুর ঃ ভরতপুর উনসত্তর নম্বর বিধানসভায় এদিন করন্দি, মাসুন্দি, বিনোদিয়া ও বামনডি এলাকায় ঘুরে প্রচার করেন তিনি।এই প্রচারে তার সঙ্গে ছিলেন ভরতপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম টারজেন, ভরতপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাহেদুল্লাহ শেখ সাধু সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থক। প্রচারের সময় প্রার্থীর পাশে কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি রাস্তার দুই ধারে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আবেগ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই তাকে শুভেচ্ছা জানান এবং সমর্থন প্রকাশ করেন। ক্লান্তির মধ্যেও প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যে সব জনমুখী প্রকল্প চালু হয়েছে, তার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তার মূল লক্ষ্য।

ভোট মুখে তৃণমূলে ভাঙ্গন ! সিপিআইএমে শতাধিক পরিবারের যোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই ডোমকলের রাজনীতিতে ফের বড় ধাক্কা খেল শাসকদল। আগের দিনের ঘটনার পর শনিবার আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিস নিজেদের দখলে নেওয়ার দাবি করল সিপিআইএম। শুধু অফিস দখলই নয়, ডোমকল পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৫০০টি পরিবার একসঙ্গে তৃণমূল ছেড়ে সিপিআইএমে যোগ দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।এদিন সন্ধ্যায় ভাতশালা এলাকায় পৌঁছন সিপিআইএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান, যিনি রানা নামেও পরিচিত। তাঁকে ঘিরে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। এরপরই বহু পরিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ত্যাগ করে সিপিআইএমের পতাকা হাতে তুলে নেন। যোগদানের পর মিষ্টিমুখের মাধ্যমে উদযাপন হয়। খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে এলাকায় মিছিল ও জনসংযোগ কর্মসূচি চালানো হয়।দলবদলকারী পরিবারগুলির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ এবং বিভিন্ন অভিযোগের কারণেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে, পার্টি অফিস দখলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সিপিআইএম প্রার্থী জানান, এটি দখল নয়, বরং যাঁরা এতদিন অফিসটি পরিচালনা করছিলেন, তাঁরাই এখন দল পরিবর্তন করেছেন। তাঁর দাবি, মানুষ নিজেরাই প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন এবং তৃণমূলের ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।তিনি তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীরকেও কটাক্ষ করে বলেন, তিনি বহিরাগত হওয়ায় এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে পারবেন না। পাশাপাশি জানান, এটি শুধু শুরু, আগামী দিনে আরও বড় পরিবর্তন দেখা যাবে। উল্লেখ্য, এর আগের দিনও প্রায় ৪০০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে সিপিআইএমে যোগ দেয় এবং ডোমকলের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের একটি পার্টি অফিসে সিপিআইএমের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামীর

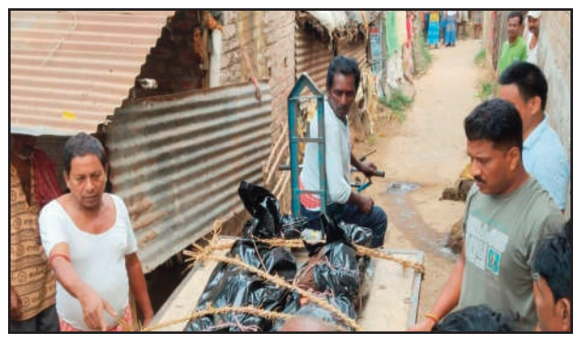

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বড়ঞা থানার অন্তর্গত পছিপাড়া গ্রামে এক মর্মান্তিক ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পারিবারিক অশান্তির পর এক দম্পতির মৃত্যু ঘিরে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত গৃহবধূর নাম তাপসী দাস (৪২) এবং তাঁর স্বামী তাপস দাস (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র ঝগড়া শুরু হয়। সেই অশান্তির মধ্যেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। অভিযোগ, রাগের বশে তাপস তাঁর স্ত্রীকে মারধর করেন।

পরে তাঁর উপর গুরুতর হামলা চালানো হয়, যার ফলে তাপসী দাসের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় তাপসের মায়ের বিরুদ্ধেও যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তাপস দাস। পরে তিনি নিজেও বাড়ির ভিতরে ফাঁস লাগিয়ে নিজের জীবন শেষ করেন বলে জানা যায়। রবিবার সকালে প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে বড়ঞা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'টি দেহ উদ্ধার করে। পরে সেগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার শাশুড়ি এবং পরিবারের এক সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে শুধুই পারিবারিক বিবাদ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাশাপাশি দম্পতির আগের সম্পর্ক, কোনও দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল কিনা, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে। এলাকার প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলছে পুলিশ। হঠাৎ এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ভরতপুরের কংগ্রেস প্রার্থী মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন সিজারের সমর্থনে জনসভা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সালার থানার সালার স্টেশন সংলগ্ন মাঠে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী ।সালার স্টেশন সংলগ্ন একটি মাঠে আয়োজিত এই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন ভরতপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক কমলেশ চ্যাটার্জি, প্রার্থী মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন সিজার, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য আরিফা খাতুন,

ভরতপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি নূর মোহাম্মদ পলাশ, কংগ্রেস সদস্য খন্দকার মোস্তাক হাসান সহ একাধিক কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক ।সভায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক যোগদানও হয়।

আম জনতা উন্নয়ন পার্টির ভরতপুর ১ নম্বর ব্লক সভাপতি সৈয়দ রফিকুল হাসান প্রাক্তন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করেন ।জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধীর রঞ্জন চৌধুরী। নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করছে ।রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিভাজনের রাজনীতি ও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করা হচ্ছে ।সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানান, যেন কেউ বিভ্রান্ত না হন। তিনি আরও আশ্বাস দেন, নির্বাচনের পর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কংগ্রেসের হাইকম্যান্ডের পরামর্শে ও সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুর্শিদাবাদি মিনিয়েচারের উপাখ্যান

নয়া জামানা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেবল বাংলার অন্ন কেড়ে নেয়নি, গিলে খেয়েছিল এক রাজকীয় শিল্পশৈলীকেও। ভাগীরথীর তীরে যে মুর্শিদাবাদ একসময় রঙের বন্যায় ভাসত, প্রাসাদে প্রাসাদে চলত তুলির কারসাজি, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সেই 'মুর্শিদাবাদি কলম' বা চিত্রকলাকেও চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা; বাংলার নবাবদের হাত ধরে যে ছবির দুনিয়া ডানা মেলেছিল, ব্রিটিশ বেয়নেটের দাপটে তা শেষমেশ 'কোম্পানি স্টাইলে' মাথা নত করতে বাধ্য হয়। জলরঙের সেই সূক্ষ্ম আঁচড়েই আসলে লেখা হয়েছিল বাংলার মধ্যযুগের বিদায় আর আধুনিকতার নিষ্ঠুর এক 'মহাভারত'। মুঘল দরবার যখন ভাঙনের মুখে, ঠিক তখনই মুর্শিদাবাদে শিল্পের বসন্ত শুরু হয়েছিল। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের টানে যে শিল্পীদের দিল্লিতে জড়ো করেছিলেন, আকবর বা জাহাঙ্গীরের আমলে তা পূর্ণতা পায়। শাহজাহান স্থাপত্যে মজে থাকলেও চিত্রকলা সচল ছিল। কিন্তু শিল্প-বিরাগী ঔরঙ্গজেবের জমানায় মৌচাকে ঢিল পড়ে। দিল্লির সেই আশ্রিত মৌমাছিরা বা শিল্পীরা এরপর নতুন ঠিকানা খুঁজতে ছড়িয়ে পড়েন দেশজুড়ে। তাদেরই এক দল আস্তানা গাড়েন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে। দিল্লির মুঘল ঘরানার সাথে বাংলার নিজস্ব আবেগের মিশেলে তৈরি হয় এক অনন্য চিত্ররীতি। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখা লর্ড ক্লাইভের অ্যালবামে আজও সেই বৈভবের সাক্ষী মেলে। মুর্শিদকুলির দরবার থেকে শুরু করে মহরমের শোভাযাত্রা কিংবা খাজা খিজিরের উৎসব; শিল্পীদের নিপুণ হাতের মিনিয়েচারে বন্দি হয়েছিল সেই রঙিন ইতিহাস। রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি কাটিয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ যখন মসনদে বসেন, তখন শিল্পীরাও নতুন উৎসাহে রঙ-তুলিতে শান দিতে থাকেন। একদিকে বর্গি হাঙ্গামা সামলানো আর অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের নজরদারি; এর মাঝেই নবাবকে নিয়ে আঁকা হয় একের পর এক অনবদ্য ছবি। ইন্ডিয়া হাউসের সংগ্রহে থাকা হরিণ শিকারের একটি ছবিতে আলিবর্দিকে দেখা যায় বিপুলা প্রকৃতির মাঝে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কেবল শিকার নয়, পারিবারিক আবহের ছবিতেও শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি বিশেষ ফ্রেমে দেখা যায়, নবাব তাঁর স্বজনদের নিয়ে বসে আছেন, আর ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে কিশোর নাতি সিরাজউদ্দৌলা। রাজকীয় আভিজাত্য তখন তুলির ডগায় কথা বলছে। আলিবর্দি যাদের 'মৌমাছি' বলে ডাকতেন, সেই ইংরেজরা তখন বাংলায় হুল ফোটানোর অপেক্ষায়। তবে সিরাজউদ্দৌলা যতদিন নবাব ছিলেন, শিল্পচর্চায় ভাটা পড়েনি। বরং এই সময় রাজস্থানি শৈলী আর নবাবি দরবারি মেজাজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চিরাচরিত জ্যামিতিক শৃঙ্খলা ভেঙে শিল্পীরা তখন মজেছেন 'রাগমালা' সিরিজের ছবিতে। দীপক, গুজরী বা হিন্দোল রাগের সুর তখন রঙ হয়ে ফুটে উঠছে কাগজের ক্যানভাসে। অনেক ছবিতে তরুণ নবাব সিরাজকেই দেখা যাচ্ছে পরম নায়কের বেশে। জমিদার থেকে সভাসদ; সবার জন্যই তখন মুর্শিদাবাদে ছবির হাট বসেছে। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পতনের পর ছবির জৌলুসও ফিকে হতে শুরু করে। মিরজাফর বা মিরকাশিমের আমলে ছবি আঁকা চললেও তাতে ছিল 'ভাবের দৈন্য'। পুরোনো কারুকার্যের অনুকরণ করার চেষ্টা হলেও সৃজনশীলতার সেই তেজ আর ছিল না। এরপর এল সেই ভয়ংকর মন্বন্তর। না খেতে পাওয়া শিল্পীদের কেউ পাড়ি দিলেন লখনউতে, কেউ বা পেটের দায়ে ব্রিটিশ সাহেবদের ফরমায়েশে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ভাগীরথীর তীরের সেই ঝকঝকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাওয়ার পর বাংলার শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা। এক শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য এক স্বপ্নের বীজ বোনা হল ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই নবাবি মেজাজের জলরঙা ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে গেল ভাগীরথীর চরে। ছবিটি এআই দ্বারা নির্মিত ।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ লালগোলা থানার অন্তর্গত মেদিয়াপাড়া এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মেদিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ৬৪ বছর বয়সী মুনসুর আলীর মৃত্যু হয়েছে। ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার অভিঘাতে দেহ দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, যা দেখে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরেই তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিয়ে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মুনসুর আলীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে মেদিয়াপাড়া গ্রাম। পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে গোটা এলাকার পরিবেশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, তিনি অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হরিহরপাড়ায় তৃণমূলে যোগদিলেন দুই শতাধিক কর্মী

নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ ভোটের আগে রাজনৈতিক পালাবদল হরিহরপাড়ায় । তৃণমূল প্রার্থী নিয়ামত শেখ-এর হাত ধরে কংগ্রেস ছেড়ে দুই শতাধিক কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি শাসক দলের ।এদিন সন্ধ্যায় হরিহরপাড়ার খিদিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারুইপাড়া এলাকায় এক যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে মিলন সেকের নেতৃত্বে শতাধিক কংগ্রেস ও আমজনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মী-সমর্থক তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন।

এদিনই বহরান শশীভূষণ বুথ এলাকায়ও যোগদানের হিড়িক দেখা যায়। আমির সেখের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ জন যুবক কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি ।যোগদানকারী কর্মীদের বক্তব্য, কংগ্রেসে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেও তারা যথাযথ গুরুত্ব পাননি। অন্যদিকে তৃণমূলের উন্নয়নমূলক কাজ তাদের

আকৃষ্ট করেছে। সেই কারণেই ভোটের আগে তারা নিয়ামত শেখের নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী নিয়ামত শেখ বলেন, প্রতিদিনই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে কর্মী-সমর্থকরা আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। এতে দলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং আসন্ন নির্বাচনে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ।দ রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের যোগদান শাসক দলের সংগঠনকে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। তবে বিরোধী শিবির এই দাবিকে কতটা মানছে, সেটাই এখন দেখার।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:00 Page 16

১৬
২০ এপ্রিল
২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

‘অন্নপূর্ণা প্রকল্পে’ ফর্ম ফিলাপ ঘিরে বোলপুরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নির্বাচনের আবহে বোলপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণ রোড সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়। শনিবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ ও পাল্টাপাল্টি অভিযোগ।তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন বিধি জারি হওয়ার পরেও বিজেপি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ‘অন্নপূর্ণা প্রকল্প’-এর নামে ফর্ম ফিলাপ করাচ্ছেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

পাশাপাশি তাদের দাবি, তৃণমূলের লাগানো পোস্টারের উপর বিজেপির ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। একাধিক জায়গায় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। তাদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনী পরিবেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।স্থানীয় কাউন্সিলর সুস্মিতা ভকত বলেন, আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছিলাম। একটি বাড়িতে ঢুকতে গেলে ৫-৬ জন আমাদের বাধা দেয়। পরে অন্য দু'জন মহিলা কর্মীকে পাশের বাড়িতে পাঠালে জানতে পারি বিজেপি কর্মীরা অন্নপূর্ণা প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ও ফর্ম ফিলাপ করাচ্ছে। আমরা নিজেরা সেই ফর্ম ফিলাপ হতে দেখেছি এবং সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি জানাই। নির্বাচন বিধি জারি হওয়ার পরে এই ধরনের কাজ করা যায় না। এলাকার কয়েকজন মহিলা আমাদের জানান, তাদের জোর করে ফর্ম ফিলাপ করানো হয়েছে। প্রায় ৫০-৬০ জনের ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে।অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপি সমর্থক সঞ্জয় ঘটক বলেন, আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের দলের ইস্তাহার প্রচার করছিলাম। তৃণমূলই বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বাধা দিচ্ছে এবং মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। আমরা যে ‘ফ্রি রেজিস্ট্রেশন কার্ড’ দিচ্ছিলাম, তা শুধুমাত্র প্রচারের অংশ হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য কতজনের কাছে পৌঁছানো গেল তার হিসেব রাখতেই এই কাজ করা হয়েছে। কোনও বেআইনি কাজ করা হয়নি। উল্টে তৃণমূলই আমাদের পোস্টার লাগাতে দিচ্ছে না এবং ছিঁড়ে ফেলছে। অন্যদিকে, রবিবার বিজেপির পক্ষ থেকে প্রচারে বেরোনোর সময় বোলপুরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাশিমবাজার এলাকায় এক মহিলা কর্মীকে হুমকি ও অশ্লীল ভাষায় হেনস্তার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের স্থানীয় কাউন্সিলর ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ওই মহিলা কর্মী এমনটাই জানা গিয়েছে।এই প্রসঙ্গে বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, একজন মহিলা কর্মীকে এভাবে নোংরা ভাষায় হেনস্তা করা কখনোই কাম্য নয়। তৃণমূল ভয় পেয়ে এসব করছে। আমাদের কর্মীদের কোনও ভুল থাকলে থানায় অভিযোগ জানাতে পারত। এভাবে হুমকি বা হামলা করার কোনও মানে হয় না।যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর তাপস সরকার। তাঁর দাবি, নির্বাচন বিধি চালু হওয়ার পরেও বিজেপির নেতাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন নথি নিচ্ছে। ভুল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে। আমরা শুধু এই বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করেছি। ভোটের প্রচার যে কেউ করতে পারে।এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও প্রশাসনের তরফে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশও সতর্ক রয়েছে।

নদীয়ায় শুরু ভোট কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দান

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ একাধিক বিধানসভার ভোট কর্মীদের শুরু হতে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। একাধিক জেলায় এই প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

গোটা রাজ্যের পাশাপাশি নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়েও চলছে ভোট দান পর্ব। জানা যায়, যেসকল ভোট কর্মীরা ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভোট কর্মী হিসেবে কাজ করবেন তাদের জন্য নির্বাচন কমিশন পোস্টাল ভোটের ব্যবস্থা করেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, রবিবার ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ৮৫০ জন ভোট কর্মী ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন।সকাল থেকেই প্রশাসনের নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট কর্মীরা আসেন অংশগ্রহণ করতে।

মর্মান্তিক! স্নানে নেমে ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল দুই কিশোর

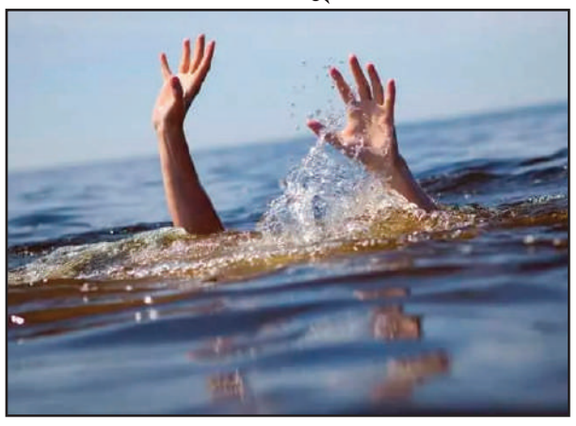

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভাগীরথীর জলে তলিয়ে গেল দুই কিশোর।সূত্রের খবর, নদীতে স্নান করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নবদ্বীপ ঘোষপাড়া ঘাট এলাকার ঘটনা। নবদ্বীপের কানাইনগর এলাকার বাসিন্দা ওই দুই কিশোর। তাদের নাম রাকেশ মণ্ডল ও সীমান্ত সরকার। জানা যায় রবিবার বেলা বারোটা নাগাদ একটি স্কুটিতে চেপে ওই দুই কিশোর ঘাটে আসে। নদীর পাড়ে স্কুটি রেখে স্নান করতে নামে দুজনেই। কিন্তু স্নান করতে নেমেই তারা দুজনেই তলিয়ে যায়। তখন নদীর পাড়ে আরও কয়েকজন বাচ্চারা খেলাধুলা করছিল, তারাই ওই দুই কিশোরকে তলিয়ে যেতে দেখে। বাচ্চাদের চিৎকারে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয়রা। এর পরপরই খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানায় এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে। পরে দুই কিশোরের পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়। ডুবুরি নামিয়ে সেই দুই কিশোরের তল্লাশি চালানো হচ্ছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কারোর খোঁজ মেলে নি। ঘাট থেকে একটি স্কুটি উদ্ধার করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। কিভাবে ওই দুই কিশোর নদীর জলে তলিয়ে গেল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় ওই দুই কিশোরের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে বীরভূমে দলীয় প্রার্থীদের মেগা লড়াই!

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা ভোটের আবহে শেষ রবিবারে বোলপুর মহকুমা জুড়ে চরম গরমকেও উপেক্ষা করে জমে উঠল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার কর্মসূচি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রার্থীদের ব্যস্ত সূচিতে জনসংযোগ, নির্বাচনী পদযাত্রা ও পথসভায় সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা এদিন লায়েকজারে বাজারে নিজের বাড়ি সংলগ্ন কার্যালয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক করেন।

এরপর বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত একাধিক ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ সারেন তিনি। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ সকালে একটি নির্বাচনী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের পর বোলপুর কোর্টের সামনে পদযাত্রা করেন। সন্ধ্যায় চৌরাস্তা এলাকায়ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।আইএসএফ প্রার্থী বাপি সোরেন সকাল থেকেই ইলামবাজার ব্লকের বিলাতি অঞ্চলে বিকাল পর্যন্ত প্রচার ও জনসংযোগ চালান। পরে সুপুর গ্রামেও প্রচার করেন তিনি।

নানুর বিধানসভা কেন্দ্রেও এদিন ছিল প্রচারের জোরদার ছবি। তৃণমূল প্রার্থী বিধান মাঝি সকালে উচ্করণ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে জনসংযোগ করেন এবং বিকেলে নানুরে একটি পদযাত্রা ও পথসভায় অংশ নেন। অন্যদিকে, আজ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভার প্রস্তুতির পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস কসবা অঞ্চলে প্রচার চালান। সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান সারাদিন সিঙ্গি, সিয়ান, মুলুক ও কসবা অঞ্চলে পায়ে হেঁটে প্রচার করেন।লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রেও তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ আমোদপুরে রোড শো করেন।

এরপর তিনি বিভিন্ন গ্রামে জনসংযোগ করেন। এদিন তাঁকে ঘিরে গ্রামের মহিলাদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা সাঁইথিয়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় দিনভর তিন দফায় কখনও গাড়িতে, কখনও পায়ে হেঁটে প্রচার চালান।সিপিআইএম প্রার্থী মনসা হাঁসদা কুরুন্নাহার ও ঠিবা অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচার সারেন।

‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিয়ে নির্দল প্রার্থীর প্রচার গাড়িতে হামলা! রণক্ষেত্র এলাকা

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ টোটো গাড়িতে চলছিল নির্দলের প্রচার। কিন্তু কেন নির্দলের প্রচার চলছে, সেই অপরাধে টোটো চালককে মারধরের অভিযোগ উঠলো। মারধরের সময় জয় শ্রীরাম স্লোগান দেয় হামলাকারীরা, এমনটাই অভিযোগ। ঘটনাটি শান্তিপুর বিধানসভার রামনগর পাড়া এলাকার। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান নির্দল প্রার্থী অরিন্দম ভট্টাচার্য। তিনি গিয়ে বলেন প্রয়োজন হলে আমাকে মারুন কিন্তু আমার কোনো কর্মীর গায়ে হাত দেবেন না। প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্ত যুবক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। নির্দল প্রার্থীর দাবী, যে যুবক জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে পারে সে কোন দলের তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে পরবর্তীকালে অভিযুক্ত যুবক নিজেই ক্ষমা চেয়ে নেন। নির্দল প্রার্থী আরও বলেন, যখন শাসকের সিংহাসন ডগমগ হয়ে ওঠে এবং যখন সে বুঝে যায় যে, মসনদ তার হাত থেকে চলে যাচ্ছে তখনই এরকম নিন্দনীয় কাজ ঘটানো সম্ভব।

কর্মীদের ঔদ্ধত্যে বেকায়দায় বাম শিবির ! রামপুরহাটে প্রচারে ধাক্কা, চাপে প্রার্থী

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াই ক্রমশই তীব্র আকার নিচ্ছে। শনিবার শহরের পাঁচমাথা এলাকায় আইএসএফ ও বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক-এর সমর্থনে একটি প্রচারসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী।উল্লেখযোগ্য জনসমাগম বাম শিবিরে কিছুটা আত্মবিশ্বাস জোগালেও, একাধিক বিতর্ক সেই ইতিবাচক বার্তাকে ম্লান করে দেয়।দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পরিচিত সঞ্জীব মল্লিক নিজেকে ‘মাটির মানুষ’ হিসেবেই প্রচারে তুলে ধরছেন। দলীয় সংগঠন ও সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে এলাকায় তাঁর একটি গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে বলেই মনে করছেন সমর্থকরা।তবে শনিবারের সভাকে ঘিরে ওঠে বিতর্ক। অভিযোগ, সভা শুরুর আগে সঞ্জীব ঘনিষ্ঠ এক কর্মী সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং মঞ্চে উঠতে বাধা দেন। সাংবাদিকদের একাংশের দাবি, যখন

তাঁদের মঞ্চে উঠতে দেওয়া হয়নি, তখনই দলীয় কর্মীদের একাংশ মঞ্চে উঠে ভিডিও ধারণে ব্যস্ত ছিলেন। এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।অন্যদিকে, সভায় উপস্থিত নওশাদ সিদ্দিকী ব্যস্ততার কারণে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি বলেও জানা গেছে। যদিও সঞ্জীব মল্লিক ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং নমনীয় আচরণের জন্য পরিচিত, তবুও কর্মীদের একাংশের এই আচরণ নির্বাচনী প্রচারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।বর্তমানে রামপুরহাটে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম ও অন্যান্য দলের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই জমে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মাঠপর্যায়ে কর্মীদের আচরণ কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। শেষ পর্যন্ত ভোটের ফলাফলে তার প্রতিফলন কতটা পড়ে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন কৃষ্ণগঞ্জ কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ৮৮ কৃষ্ণগঞ্জ (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় সাধারণ পর্যবেক্ষক শ্রী কিল্লু শিবা কুমার নাইডু (আইএএস) নির্বাচন প্রস্তুতি পর্যালোচনার অংশ হিসেবে ১৯ এপ্রিল, রবিবার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অবস্থিত ভোটগ্রহণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।তিনি মাস্টার ট্রেইনার ও

প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রায় ১,৪০০ জন ভোটগ্রহণ কর্মীর জন্য দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেন। পর্যবেক্ষক সেখানে স্থাপিত পোস্টাল ব্যালট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারও পরিদর্শন করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। উক্ত বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১,০৯৪টি পোস্টাল ব্যালট এবং ২১১টি ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট (ইডিসি) বরাদ্দ করা হয়েছে।উক্ত পরিদর্শনের সময় রিটার্নিং অফিসারসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় পর্যবেক্ষক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষ্ণকান্তের প্রচারে আজ সাঁইথিয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্র এবার শুধুই একটি নির্বাচন কেন্দ্র নয়, বরং সরাসরি রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। একদিকে বিজেপির ‘মাস্টারমশাই’ কৃষ্ণকান্ত সাহা;ভূমিপুত্র পরিচয়ে ভর করে জনসংযোগে জোর দিচ্ছেন, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দুইবারের প্রার্থী নীলাবতী সাহা আবারও ভোটযুদ্ধে নেমে নিজেদের সংগঠনগত শক্তি ধরে রাখার লড়াইয়ে।

শিক্ষক বনাম শিক্ষিকার এই লড়াই এখন কার্যত সম্মান, প্রভাব এবং দখলদারির প্রতিযোগিতা। এই উত্তপ্ত আবহের মধ্যেই আজ সোমবার ভবানীপুর আশ্রম মাঠে সভা করতে আসছেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সভার আগেই গোটা এলাকা জুড়ে শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের খেলামেলা লড়াই।অভিযোগ উঠেছে, সভাস্থলের আশেপাশে তৃণমূল সমর্থকরা দলীয় পতাকা টাঙিয়ে এলাকা দখলের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মুহূর্তের মধ্যে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে যায় এবং শুরু হয় ধস্তাধস্তি।পরিস্থিতি এমন জায়গায় গড়ায়, যা সহজেই বড় অশান্তির রূপ নিতে পারত বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় শংকর ব্যানার্জি। সেখানে তাঁর সঙ্গে পুলিশের তীব্র বাকবিতণ্ডা হয় বলেও জানা গেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, পরিকল্পিতভাবে সাঁইথিয়াকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে।

সভার আগে ভয় দেখিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে তৃণমূল। এতে স্পষ্ট, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে।এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক পারদ আরও চড়েছে। একদিকে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও দখলদারির রাজনীতির অভিযোগ তুলছে, অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।সব মিলিয়ে, সাঁইথিয়া এখন কার্যত রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষার মঞ্চ;যেখানে উন্নয়ন, প্রতিশ্রুতি বা জনসংযোগের পাশাপাশি দখলদারি ও প্রভাব বিস্তারের লড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিজেপিও তৃণমূলের কৌশলেই পাল্টা মাঠে নেমে পরিস্থিতিকে আরও সংঘর্ষমুখী করে তুলছে।এখন নজর একটাই;এই উত্তেজনা, অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের রাজনীতির মাঝে সাধারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত কাকে ভরসা করে। কারণ, শেষ কথা বলবে ব্যালটই, আর সেই রায়ই ঠিক করে দেবে সাঁইথিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

রামপুরহাটে ভেঙে পড়ল বিজেপির রোড শো;মাঝপথেই সরে গেলেন ‘মিঠুন’, ক্ষোভে কর্মীরা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রামপুরহাটে বিজেপির জাঁকজমকপূর্ণ রোড শো ঘিরে আগে থেকেই ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছিল। তবে মাঠে নেমে দেখা গেল একেবারেই ভিন্ন চিত্র। কর্মসূচির মাঝপথেই দলীয় তারকা মুখ মিঠুন চক্রবর্তীর সরে যাওয়া ঘিরে ক্ষোভ, হতাশা ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। দলীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ তারাপীঠ স্টেশন সংলগ্ন মাঠে হেলিকপ্টারে নামার কথা ছিল তাঁর। সেখান থেকে রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী ধ্রুব সাহার সমর্থনে শহর জুড়ে রোড শো করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর দেখা মেলেনি। শেষমেশ প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি রোড শোতে যোগ দেন।সানঘাটা মোড় থেকে রোড শো শুরু হয়ে পাঁচমাথা হয়ে রামপুরহাট বাজার ঘুরে ভাড়শালা মোড়ে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও শুরু থেকেই বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে আসে। অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনা ও সংগঠনের অভাবে গোটা কর্মসূচিই এলোমেলো হয়ে পড়ে।সবচেয়ে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয় পাঁচমাথা মোড় পার হতেই।

আচমকাই দুপুর ১২টা নাগাদ গাড়ি থেকে নেমে অন্য গাড়িতে করে হেলিপ্যাডের দিকে রওনা দেন মিঠুন। ফলে মাঝপথেই কার্যত থমকে যায় বহুল প্রচারিত রোড শো।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অনেকের বক্তব্য, এত কষ্ট করে মানুষ জড়ো করার পর প্রধান মুখ যদি মাঝপথে চলে যান, তাহলে তা কর্মীদের প্রতি অসম্মান এবং মনোবল ভেঙে দেওয়ার মতো ঘটনা।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এই ঘটনার মাধ্যমে বিজেপির সংগঠনের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রচারে যত জোরালো দাবি করা হোক না কেন, বাস্তবে তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে গেরুয়া শিবির।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে ইস্যু করে কটাক্ষ শুরু করেছে। তাদের দাবি, বড় বড় প্রচার থাকলেও মাটির সঙ্গে সংযোগের ঘাটতিই বিজেপির আসল সমস্যা।

কৃষ্ণগঞ্জের অসহায় বৃদ্ধ দম্পতি, বন্ধ সরকারি ভাতা ; দুর্দিনে পাশে দাঁড়ালেন এক সিআরপিএফ কর্মী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ খবর পারে অসহায় মানুষকে দুবেলা দুমুঠো ভাতের সন্ধান দিতে। খবর প্রাসঙ্গিক হলে তার গুরুত্ব কতটা তার প্রমাণ মিলল আবারো। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের পার চন্দননগরের পাচু গোপাল তরফদার ও তার স্ত্রী অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।

এই খবর দেখে নদীয়ার ভীমপুরের বিপ্লব বিশ্বাস যিনি প্রাক্তন সিআরপিএফ অফিসার, অসহায় মানুষের দুঃখের কথা শুনে সাত সকালে নিজে পৌঁছে গিয়েছিলেন পাঁচু গোপাল বাবুর বাড়ি। তিনি পাঁচু বাবুর বাড়ি তে পৌঁছে নিজের চোখে তাদের দুরবস্থার দৃশ্য দেখলেন ও বৃদ্ধ দম্পতির সাথে কথা বললেন। তাদের অসহায় ও করুন দৃশ্য দেখে তিনি পাচু বাবুর বাড়িতে পাচু বাবুকে বলেন যতদিন না সরকারি ভাতা তারা পাচ্ছেন ততদিন তিনি বৃদ্ধ দম্পতির সংসার চালানোর জন্য যে পরিমাণ ভাতার টাকা পেতেন সেই পরিমাণ টাকা তাঁদের হাতে দিয়ে যাবেন। পাশাপাশি তিনি বলেন তাকে ভগবান অনেক দিয়েছে, তার মধ্য থেকে সমাজসেবার সুযোগ পেয়ে তিনি কিছু টাকা ব্যয় করবেন। আর এই অভুক্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে তিনি নিজেও ধন্য। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন যারা সমাজসেবার কাজ করেন তাদেরকেও বলব এই ধরনের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান, তাহলে তারা অন্তত ক্ষুদার জ্বালায় বা অনাহারে দিন না কাটিয়ে শেষ জীবনে অন্তত কিছুটা খেয়ে জীবন যাপন করতে পারবেন।

লাভপুরে জোরকদমে বামফ্রন্টের প্রচার, পদযাত্রায় মনসা হাঁসদা

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা, তারপরই শুরু হবে ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যেই জোরকদমে চলছে সব রাজনৈতিক দলের প্রচার।

পিছিয়ে নেই বীরভূমের লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রও।শনিবার লাভপুর শহরজুড়ে পায়ে হেঁটে ব্যাপক জনসংযোগে নামেন বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী মনসা হাঁসদা। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় পদযাত্রা করেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। প্রচারের সময় মনসা হাঁসদা মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থন কামনা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে এলাকার সমস্যা ও উন্নয়নের বিষয়েও আলোচনা করেন তিনি। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে,

ততই লাভপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।

বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা নিজেদের প্রচার জোরদার করায় ভোটের লড়াই ক্রমশই জমে উঠছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:01 Page 17

খোকন দাসের সমর্থনে ফের একবার বর্ধমানের রাজপথে মমতাঃ আবেগে ভাসল বর্ধমান

সুজিত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় কালনা ও মন্তেশ্বরে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা শেষ করে বিকালে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে পদযাত্রা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বর্ধমান পৌরসভা থেকে বীরহাটা ট্রাফিক গার্ড পর্যন্ত তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসকে সঙ্গে নিয়ে পদযাত্রা করলেন তিনি। মমতার এদিনের পদযাত্রায় জনসমাগম তার প্রতি মানুষের আবেগ এবং তার পাশাপাশি কার্যত বর্ধমান দক্ষিণে তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শনে পরিণত হল।

পৌরসভা থেকে কার্জন গেট হয়ে বীরহাটা ট্রাফিক গার্ড পর্যন্ত দুই পাশে ছিল অসংখ্য উৎসাহী মানুষের ভীড়। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়স্ক মানুষ রাস্তায় ভীড় জমিয়েছিলেন এদিন। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, উৎসাহী জনতার মধ্যে মহিলা ও যুব সমাজের একটা বড় অংশ কিন্তু ‘দিদি’র সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন। সকলের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে যেন পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছিলেন তিনি। রাস্তার দুই পাশ ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে মুখরিত হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলের প্রতি অভাব অভিযোগ, সমালোচনা, ক্ষোভ বিক্ষোভ যাই থাকুক, ২০১১ সাল থেকে এই রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার পরেও সাধারণ মানুষের মনে মধ্যে এখ নও ব্যাক্তি মমতার স্থান অক্ষুন্ন রয়েছে তা এদিন ফের প্রমান করলো বর্ধমান। শহরের সার্বিক উন্নয়ন না হওয়ার জন্য বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভায় এবারের লড়াই টা শাসক দলের পক্ষে অনেকটাই কঠিন ছিল বলে অভিমত ছিল রাজনৈতিক মহলের। তবে এদিনের জনজোয়ার, লড়াকু নেত্রী হিসাবে ‘দিদি’র প্রতি আবেগ, ভালবাসা অনেকটাই যেন সেই ক্ষোভ বিক্ষোভের আগুনকে ঠান্ডা জলের প্রলেপ দিয়ে দিল। নির্বাচন হতে আর হাতে গোনা দিন বাকি, ৪ মে ফলাফলেই বলে দেবে মানুষের আবেগ ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হবে কিনা।

ভোটের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও ভোট দান জামালপুরে

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে পাঁচড়া সাগর চন্দ্র বিদ্যালয়ে আগামী ২৯ এপ্রিল ভোটের জন্য সকল পোলিং পার্টি কে নিয়ে ফাইনাল ভোটের ট্রেনিং সম্পন্ন হলো। রায়না, মেমারী, মন্তেশ্বর, কাটোয়া, কালনা ব্লক থেকে কর্মীরা ট্রেনিং নিতে আসেন এখানে। এরই সঙ্গে এখানেই এই পোলিং পার্সোনাল দের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন ইআরও নীলিমা সামন্ত, বিডিও পার্থ সারথী দে সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আগামী ২৯ তারিখ পোলিং পার্সোনালরা কিভাবে এখ ানে ভোট দিতে আসবেন তার সমস্ত রুট চার্ট টাঙিয়ে দেওয়া হয়। আগত পোলিং পার্সোনালরা শান্তি পূর্নভাবেই ট্রেনিং নেন ও নিজেদের ভোট দান করেন। অফিসিয়াল ব্যক্তি ছাড়াও যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী উপস্থিত ছিলেন। ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনা ও ভোট দান প্রক্রিয়া সরজমিনে দেখ তে আসেন জেলা শাসক শ্বেতা আগরওয়াল। ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি খুব খুশী। বিডিও পার্থ সারথী দে বলেন, এখানে শান্তিপূর্ণ ভাবে ট্রেনিং ও ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আগত পোলিং পার্সোনাল দের ধন্যবাদ জানান।

এসআইআরে নাম বাদের অংকে তৃনমূল শিবিরের চাপ পূর্ব বর্ধমানের তিন কেন্দ্রে

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমানঃ সারা জেলা জুড়েই এসআইআরে নাম বাদের তালিকায় উঠে এসেছে হাজার হাজার ভোটার। কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে এবার সেই ভোটাররাই ফ্যাক্টর হতে পারে । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আপাতত সেটাই মনে করা হচ্ছে। আর তৃনমূল শিবিরের আশংকা বাদের তালিকায় চলে যাওয়া বেশিরভাগ ভোটার তাদের পক্ষে ভোটদান করতেন। সেই সূত্রে এবার বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে বিজেপি এবং তৃনমূল কংগ্রেসের মধ্যে নেক টু নেক লড়াই হলে কার পাল্লা ভারী হবে তা নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক শিবিরে। পূর্ব বর্ধমানের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে গতবারের ভোটে তৃনমূল বিজেপির মধ্যে জেতা হারার ব্যাবধান ছিল অনেকটাই কম। সেই জায়গায় আবার কমিশনের খাতায় নাম বাদের তালিকায় যে সংখ্যাটা দেখাচ্ছে তাতে তৃনমূল শিবিরের কপালে ভাঁজ পড়ার জন্য যথেষ্ট। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচনার মধ্যে এসেছে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পক্ষে সবচেয়ে কম ভোটের ব্যাবধান ছিল বিরোধী বিজেপির সঙ্গে। ২০২১ এর ভোটে যেখানে তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে ৮১০৫ ভোটের ব্যবধান ছিল বিরোধী প্রার্থীর তুলনায়। কিন্তু এসআইআরে যেভাবে নাম বাদ পড়েছে সেখানে প্রশ্নের মুখে জয় পরাজয়ের অংক। কারণ তৃনমূল শিবিরের দাবি তাদের সমর্থিত ভোটারদেরই কোপ পড়েছে বেশি। এই কেন্দ্রে এবার বাদের তালিকায় উঠে এসেছে ৩৯ হাজার ৩৭৫ জনের নাম। এছাড়াও ভাতার কেন্দ্রে বাদের তালিকায় রয়েছে ৩১ হাজার ৯৭৪ জনের নাম। গত বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্রে তৃনমূল প্রার্থী ৩১ হাজার ৭৪১ ভোটের ব্যবধানে বিজেপির বিরুদ্ধে জয় পায়। এখ ানেও বাতিল ভোটারদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে নাম বাদের অংক নিয়ে তৃনমূল শিবিরে আলোচনা শুরু হয়েছে বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রেও।

এখানে ২০২১ এর নির্বাচনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তৃনমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যাবধান ছিল ১৭ হাজার ২৬৮ ভোটের। আর এবার এখনো পর্যন্ত ওই কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন না ৩০ হাজার ১২২ জন। তাই ওই সংখ্যার ভোটার ফ্যাক্টর হবে কিনা তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা কল্পনা। তবে এসআইআরের তারা যে চাপে আছেন সে কথা প্রকাশ্যে বলতে চাইছেন না তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা। যদিও কমিশনের সঙ্গে যোগসাজশে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়েছে সে কথা বলছেন। তৃনমূল কংগ্রেসের তরুন নেতা তথা ভাতারের প্রার্থী শান্তনু কোনার বলেন, যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা কাদের ভোটার তা বলা যাবে না, কিন্তু চক্রান্ত করে বৈধ ভোটারদের তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে এটা ঠিক। অন্যদিকে বিজেপির দাবি বর্ধমান উত্তর কেন্দ্র এবং দক্ষিণ দুটোতেই বাদ পড়া ভোটারদের জন্যই দলের প্রার্থীরা জয়ী হবেন।

আবার দক্ষিণের তৃনমূল প্রার্থী খে াকন দাসের দাবি, কমিশন এবং বিজেপির অত্যাচার হলেও শহরের উন্নয়ন আমাদের জেতাবে বলেই মনে করি। আর বর্ধমান উত্তরের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় দাসের সাফ জবাব এসআইআরে ভুয়ো ভোটার বাদ গেছে। তাই আমাদের জয় নিশ্চিত।

তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে জোর কদমে ছুটির দিনে প্রচার জামালপুরে

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ ছুটির দিন কাজে লাগিয়ে রবিবার জোর কদমে ভোটের প্রচার চললো পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। শনিবার এখানকার প্রার্থী ভুতনাথ মালিকের সমর্থনে প্রচারে এসেছিলেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। দলীয় কর্মীরা ওই সভার পর আরও বেশি উৎসাহিত বলে দাবি করেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। আর রবিবার প্রচারে ঝড় তোলেন কর্মী সমর্থক এবং নেতা নেত্রীরা। এদিন একদিকে ব্লক সভাপতি প্রচার করেন জারোগ্রাম অঞ্চলের মাধবপুর এলাকায়। মাধবপুর চৌমাথায় তিনি একটি পথসভায় অংশ নেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি আলাউদ্দিন শেখ, প্রধান নূরজাহান বিবি সাহানা, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, জেলার নেতা মনতাজ আলী সহ অন্যান্যরা। একটি বুথের পথসভা হলেও যথেষ্ট সংখ্যায় মানুষ এখানে উপস্থিত ছিলেন। মেহেমুদ খাঁন বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ভোটে লিড দিয়েছিল।

এবারে আর ভালো ফলের প্রত্যাশা করেন তাঁরা। তিনি বলেন , এই অঞ্চলের মানুষ ২৯ এপ্রিল দিনটির জন্য অপেক্ষা করছেন। এখানে সকলেই জোরাফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে ভূতনাথ মালিককে জেতাবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। অপরদিকে

প্রার্থী ভুতনাথ মালিক আজ প্রচারে যান জৌগ্রাম অঞ্চলে। জৌগ্রামের ইলসরা গ্রামে। সেখানে ছিলেন জেলা আদিবাসী সেলের সভাপতি তারক টুডু, অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মন্ডল সহ অন্যান্যরা। সেখানে তাঁরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। হাতের কাছে সকলের প্রিয় ও পরিচিত মাস্টার মশাইকে পেয়ে সবাই খুব খুশী বলে দাবি সকলের। সকলেই যে ভূতনাথ বাবুকেই ভোট দেবেন তা তাঁদের আচরণেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

তারক টুডু বলেন, এই এলাকা থেকে তাঁদের দলের প্রার্থী ভূতনাথ মাষ্টার মশাই নিশ্চিত ভাবে জিতবেন। পরে তিনি যান জৌগ্রামের টাঙ্গবেড়িয়া গ্রামে। সেখ ানে গিয়ে সভা করেন তিনি। সেখ ানে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মন্ডল ও উপ প্রধান যিনি এখানকারই বাসিন্দা শাজাহান মন্ডল, সুদীপ মজুমদার, সোমনাথ চ্যাটার্জী, মঈনুর রহমান সহ অন্যান্যরা। এই পথসভায় প্রচুর সংখ্যায় কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। ভূতনাথ বাবু বলেন, প্রতিটি অঞ্চলে প্রচারে গিয়ে তিনি যেভাবে মানুষের সমর্থন পাচ্ছেন তাতে তিনি তাঁর জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, কর্মাধ্যক্ষ শিপ্রা ওঝা সহ অন্যান্যরা আজ আঝাপুর অঞ্চলের নবগ্রাম গ্রামে ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। সেখানে তাঁরা প্রতীকী ইভিএম নিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দেন কোন বোতাম টি টিপে ভূতনাথ মালিককে ভোট দিতে হবে।

বিশ্ব যকৃত দিবসে রক্তদান শিবির খন্ডঘোষের গৈতানপুরে

নয়া জামানা ,বর্ধমানঃ রবিবার ছিল বিশ্ব যকৃৎ দিবস। এই উপলক্ষ্যে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষ ব্লকের গৈতানপুর এলাকায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। গৈতানপুর মেলা কমিটির সহযোগিতায় আজকের শিবির এক অন্য মাত্রায় পৌঁছায়। বর্তমান সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত ব্লাড ব্যাংক গুলির ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ধারাবাহিকভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চলেছে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান, গৈতানপুর মেলা কমিটির তরফে দুর্গাচরণ পাঁজা, প্রীতম ঘোষ এবং বিক্রম পাঁজার সহযোগিতা ছাড়া এই ক্যাম্প আয়োজন সম্ভব হত না। তিনি আরও জানান আজকের ক্যাম্প থেকে মোট ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

ইসিএলের সদ্য নির্মীয়মান জল ট্যাংকারের প্রাচীর ভেঙে মৃত্যু ২ জনের গুরুতর আহত ১ শিশু

নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ রবিবার জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেন্দা অঞ্চলের ইস্ট কেন্দা ভুঁইয়াপাড়ায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ইসিএলের সদ্য নির্মীয়মান জলাধারের প্রাচীর ভেঙ্গে মৃত্যু হয় ২ জনের গুরুতর অবস্থায় আহত ১ শিশু। ঘটনাটি ঘটে রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ। জানা যায় , আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে জামুড়িয়ার কেন্দা অঞ্চলের ইস্ট কেন্দা ভুঁইয়াপাড়ায় সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি জলাধার বানানো হয়েছিল ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের তরফে। জানা যায় আজ প্রথম সেই জলাধারে জল ভরার কাজ চললে গ্রামের বেশ কয়েকজন জল ট্যাংকির সামনে যাই। সেই সময় হঠাৎই চৌকা আকৃতির ওই জল ট্যাংকারের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ে , তাতে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ২ জনের এবং গুরুতর অবস্থায় আহত হয় ১ শিশু। মৃত দুই ব্যক্তি ও আহত শিশুটি স্থানীয় বাসিন্দা। যাদের নাম প্রকাশ ভুঁইয়া(৩১) ও পবন ভুঁইয়া (২০) এবং গুরুতর আহত শিশুটির নাম ভরত ভুঁইয়া (১০)। ঘটনার খ বর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় জামুরিয়া থানা ও কেন্দাফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে তাদের সকলকে উদ্ধার করে প্রথমে বাহাদুরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে রানীগঞ্জের রোয়েল কেয়ারে পাঠানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ইসিএল নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই জলাধার নির্মাণ করেছে সেই কারণেই এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলো এলাকায়। বর্তমানে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এখন জ্বলছে ক্ষোভের আগুন। অন্যদিকে এই ঘটনায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনরকম কোন বিবৃতি পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঘটনায় ভুঁইয়া সমাজের পক্ষ থেকে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে এখন বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে।

রবিবাসরীয় রোড শো থেকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে জয়ের অগ্রিম শুভেচ্ছা অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জীর

নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ ভোট যত এগোচ্ছে ততই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। তার মধ্যেই জেলার হাই ভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে অনুষ্ঠিত রোড শো ঘিরে এলাকায় দেখা গেল ব্যাপক উল্লাস ও উন্মাদনা। রবিবাসরীয় এই রোড শোয়ে অংশ নিতে উপস্থিত হন চলচ্চিত্র জগতের নামকরা অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী, তাঁর আগমনেই কার্যত এদিন জনস্রোতে ভাসল পান্ডবভূমি। রবিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গাইঘাটা মোড় থেকে হরিপুর বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ এই রোড শো টি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহকে উপেক্ষা করে এদিন বহুসংখ্যক তৃণমূল কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করেন প্রচারে । আবার অনেকে রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে স্বাগত জানান নিজেদের প্রার্থী ও তারকা অতিথিকে। অন্যদিকে অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জীও সকলের উদ্দেশ্যে প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

কোথাও পুষ্প বৃষ্টি , কোথাও বা স্লোগান ,এভাবেই এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রোড শো ঘিরে এলাকায়

ভোট যত এগোচ্ছে ততই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। তার মধ্যেই জেলার হাই ভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে অনুষ্ঠিত রোড শো ঘিরে এলাকায় দেখা গেল ব্যাপক উল্লাস ও উন্মাদনা। রবিবাসরীয় এই রোড শোয়ে অংশ নিতে উপস্থিত হন চলচ্চিত্র জগতের নামকরা অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী, তাঁর আগমনেই কার্যত এদিন জনস্রোতে ভাসল পান্ডবভূমি।

এক উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। এদিন শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলেন, ২৩ তারিখ সকাল সকাল তিন নম্বর বোতাম টিপে পাণ্ডবেশ্বর এর তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। অভিনেত্রী এদিন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কে জয়ের অগ্রিম শুভেচ্ছাও জানিয়ে যান।

জীতেন্দ্র তেওয়ারির সমর্থনে রবিবাসরীয় ভোটপ্রচারে বনগ্রামে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার

রাকেশ লাহা , নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ ভোট যত ঘনিয়ে আসছে ততই যেন শেষ মুহূর্তে ময়দানে ঝোড়ো প্রচারে নেমে পড়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল। তারই অঙ্গ হিসেবে জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারির সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের নতুনডাঙ্গা স্কুল থেকে বনগ্রাম পর্যন্ত একটি সুবিশাল রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে অংশগ্রহণ করে বহু সংখ্যক বিজেপি কর্মী সমর্থক। অন্যদিকে ব্যানার ও ফুল দিয়ে সাজানো ট্যাবলোতে চেপে সুকান্ত মজুমদার এবং পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি সকলকে হাত নেড়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান। প্রসঙ্গে পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী

জিতেন্দ্র তেওয়ারি জানান , শুধুমাত্র গোগলা অঞ্চলেরই মানুষের ঢল নেমেছিল আজকের এই মিছিলে। মিছিলে যে সংখ্যক লোক হেঁটেছিল তার তিন গুণ বেশি লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে পরিবর্তনের আওয়াজ তোলে। পাশাপাশি এই দিন বিজেপি প্রার্থী তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান , বেশ কিছুদিন থেকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাণ্ডবেশ্বরে খুব লম্ফঝম্ফ করল এবার তার খেলা শেষ এবার আমরা খেলবো । এদিন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি আরো বলেন মানুষের ভালোবাসায় পাণ্ডবেশ্বরে জয়ের ব্যবধান এমন হবে যেটা কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:01 Page 18

বেলদায় মোদির ঝড়! আলোয় ভেসে গেল সভামঞ্চ, তৃণমূলকে নিশানায় রেখে তীব্র বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

ভরত বেরা ।। নয়া জামানা ।। পশ্চিম মেদিনীপুর

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এই আবহেই পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরির সমর্থনে বেলদায় বিশাল জনসভা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।রবিবার বিকেলে বেলদা স্টেডিয়াম সংলগ্ন বিস্তীর্ণ মাঠে অনুষ্ঠিত এই সভায় জনসমাগম ছিল নজরকাড়া। নির্ধারিত সময়ে হেলিকপ্টারে করে সভাস্থলে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সকাল থেকেই হাজার হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক মাঠে ভিড় জমাতে শুরু করেন। মোদি মঞ্চে উঠতেই ‘ভারত মাতা কি জয়’, ‘জয় শ্রীরাম’ সহ বিভিন্ন স্লোগানে মুখ রিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই তাঁকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলার একাধিক বিজেপি প্রার্থী ও নেতা। সভায় এক অভিনব মুহূর্ত তৈরি করেন মোদি। তিনি উপস্থিত জনতাকে মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাতে বলেন। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে পুরো মাঠ, যা এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই দৃশ্য দেখে প্রধানমন্ত্রীও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন এবং বারবার হাত নেড়ে জনতাকে অভিবাদন জানান। ভাষণের শুরু থেকেই তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শোনা যায় তাঁর কথায়। গত ১৫ বছরে রাজ্যের শাসক দলকে দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ ও কাটমানির অভিযোগে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী -কে সরাসরি নিশানা করে বলেন, অা-মাটি-মানুষের নামে ক্ষমতায় এসে মানুষকে প্রতারিত করা হয়েছে। রাজ্যের সম্পদ লুট হয়েছে, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে।দ তিনি আরও বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় পরিবর্তন অনিবার্য। অানুষ এখন পরিবর্তন চাইছে, তৃণমূল আর ফিরতে পারবে নাদ;বলেন মোদি। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, কৃষকের ন্যায্য মূল্য এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি;এই সব বিষয়েও গুরুত্ব দেন তিনি। সভা শেষে বিজেপি এই জনসমাগমকে ‘ঐতিহাসিক’ বলে দাবি করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সভা রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সব মিলিয়ে, বেলদার এই সভা রাজনীতির ময়দানে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছড়াল বলে মনে করা হচ্ছে।

সভা শেষে ‘ঝালমুড়ি সারপ্রাইজ’!

ঝাড়গ্রামে কনভয় থামিয়ে সাধারণের মাঝে প্রধানমন্ত্রী

শংকর বারিক, নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ জনসভা শেষে হঠাৎই এক ব্যতিক্রমী দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ঝাড়গ্রাম । ভিআইপি প্রোটোকল ভেঙে রাস্তার ধারের একটি সাধারণ ঝালমুড়ির দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । মুহূর্তেই সেই দৃশ্য ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে একটি বড় জনসভা করার পর ফেরার পথে আচমকাই নিজের কনভয় থামানোর নির্দেশ দেন তিনি। কলেজ মোড়ে গাড়ি থামিয়ে সরাসরি পৌঁছে যান ‘চবন লাল স্পেশাল ঝালমুড়ি’ নামে একটি ছোট দোকানে। প্রধানমন্ত্রীকে হঠাৎ সামনে দেখে হতবাক হয়ে যান দোকানি ও আশপাশের সাধারণ মানুষ। প্রায় দশ মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খ ান প্রধানমন্ত্রী। দোকানির সঙ্গে কথা বলেন, স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। শেষে মূল্য হিসেবে দেন মাত্র দশ টাকা। এই সরল অথচ অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত মোবাইলে বন্দি করতে ভিড় জমে যায় চারপাশে। অনেকেই সেই ভিডিও ও ছবি

সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন, যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের এমন ছবি জনসংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। যদিও অনেকের মতে, এটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত একটি মুহূর্ত, যা সাধারণ মানুষের সঙ্গে নেতার সহজ সম্পর্ককে তুলে ধরে। স্থানীয়দের কথায়, এমন দৃশ্য আমরা আগে দেখিনি। এত বড় নেতা এভাবে সাধারণ দোকানে এসে দাঁড়াবেন, ভাবতেই পারিনি। সব মিলিয়ে, ঝাড়গ্রামে এখন একটাই চর্চা;বড় সভার থেকেও বেশি আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর ‘ঝালমুড়ি মুহূর্ত’। নির্বাচনের আবহে এই ঘটনাই যেন নতুন করে নজর কেড়েছে সবার।

পিংলায় গরম জল কাণ্ডে তুমুল বিতর্ক, আক্রমণ না আত্মরক্ষা-তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পিংলা থানার জামনা এলাকায় গরম জল ছিটিয়ে দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি;দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলেছে। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার রাত প্রায় ৮টা নাগাদ স্থানীয় এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাবা স্বপন সিং বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় কয়েকজন বিজেপি সমর্থক তাঁর উপর গরম জল ছিটিয়ে দেয় বলে দাবি পরিবারের। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে দ্রুত ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল -এ ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আহত ব্যক্তির ছেলে সঞ্জয় সিং জানান, আমার বাবাকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক কারণে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

অন্যদিকে, অভিযুক্ত বিজেপি সমর্থক এক মহিলার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। আত্মরক্ষার জন্য ধাক্কা দিলে তিনি পাশের জ্বলন্ত উনুনে পড়ে গিয়ে দগ্ধ হন। ঘটনার পর পিংলা পুলিশ স্টেশন পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দুই পক্ষের বক্তব্য খতিয়ে দেখে প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে সত্য সামনে আনা হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

চৈতন্যপুরে বামেদের শক্তি প্রদর্শন, জনসভায় উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা,পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে চৈতন্যপুর-এ বামফ্রন্টের ডাকে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার বিকেলে। হলদিয়া শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন চৈতন্যপুর বাজারে আয়োজিত এই সভায় হাজার হাজার সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। হলদিয়া (এসসি) কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত ও আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী অশোক কুমার পাত্র এবং মহিষাদল কেন্দ্রের প্রার্থী পরিতোষ পট্টনায়ক -এর সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। দুপুর থেকেই হলদিয়া ও মহিষাদল এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে সভাস্থলে আসতে শুরু করেন বামফ্রন্ট ও আইএসএফ কর্মী-সমর্থকেরা। ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দীর্ঘদিন পর শিল্পাঞ্চলে বামেদের এমন বড় জমায়েত নতুন করে রাজনৈতিক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অশোক কুমার পাত্র বলেন, হলদিয়া একসময় কর্মসংস্থানের কেন্দ্র ছিল, কিন্তু এখ ন সেখানে দুর্নীতি ও তোলাবাজি বেড়েছে। আমরা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই। অন্যদিকে, পরিতোষ পট্টনায়েক শিক্ষা ও নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে বর্তমান সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি জানান, কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়ে মহিষাদলে নতুন উন্নয়নের দিশা দেখ াবে বামফ্রন্ট। এই সভা থেকে সাধারণ মানুষকে বর্তমান সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

দেবের ঝলকে তমলুকে জনস্রোত, ভোটের আগে গরম মাঠে তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ নির্বাচনের আবহ যত ঘনাচ্ছে, ততই উত্তাপ বাড়ছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক বিধানসভা কেন্দ্রে। রবিবার সেই উত্তাপকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল জনসভা, যেখানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন ঘাটালের জনপ্রিয় অভিনেতা-সাংসদ দীপক অধিকারী, যিনি সকলের কাছে দেব নামেই বেশি পরিচিত। দুপুর প্রায় ২টো নাগাদ রামনগরের সভা শেষ করে দেব সরাসরি পৌঁছে যান তমলুকের ঐতিহাসিক তাম্রলিপ্ত রাজ ময়দানে। তাঁর আগমনের খবর ছড়াতেই মাঠে উপচে পড়ে জনতার ভিড়।

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দলীয় কর্মী-সমর্থক;সবার চোখে ছিল একটাই প্রত্যাশা, প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখা এবং তাঁর বক্তব্য শোনা। এই জনসভা ছিল তৃণমূল প্রার্থী ড. দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সমর্থনে। দলীয় নেতৃত্বের মতে, নির্বাচনের শেষ পর্যায়ের প্রচারে নতুন গতি আনতেই দেবকে ময়দানে

নামানো হয়েছে। সভায় উপস্থিত এক স্থানীয় নেতা বলেন, তদেবের উপস্থিতি আমাদের কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে। মানুষের এই বিপুল সমাগমই প্রমাণ করছে, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রয়েছে।দ দেবও তাঁর বক্তব্যে উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি এবং তৃণমূল সরকারের কাজের কথা তুলে ধরেন। তাঁর উপস্থিতিতে সভার আবহ হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও উৎসাহে ভরপুর। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের ‘গ্ল্যামার ফ্যাক্টর’ ভোটের আগে প্রচারে বড় ভূমিকা নেয়। তৃণমূল কংগ্রেসও সেই কৌশলেই ভরসা রেখেছে। এখন দেখার বিষয়, রাজ ময়দানের এই বিপুল জনসমর্থন শেষ পর্যন্ত ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে।

মনোমালিন্য ভুলে একসঙ্গে মিছিল, মানবাজারে তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ ভোটের আগে মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসে ঐক্যের বার্তা স্পষ্ট হল। দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য ভুলে প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডু -র সমর্থনে মিছিলে হাঁটলেন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক দিলীপ পাত্র । রবিবার বিকেলে ইন্দকুড়ি থেকে মানবাজার হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত আয়োজিত এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতৃত্বের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুখ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো, গুরুপদ টুডু, অপূর্ব সিংহ ও মানবেন্দ্র চক্রবর্তী। সকলকে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে মিছিলের সামনের সারিতে হাঁটতে দেখা যায়, যা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে দলের একাংশের সঙ্গে দিলীপ পাত্রের মতবিরোধ চলছিল। বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নজরেও আসে।

পরে মমতা ব্যানার্জী নিজে জেলায় এসে বৈঠক করে দলীয় ঐক্যের বার্তা দেন এবং প্রার্থীর সমর্থনে একযোগে প্রচারের নির্দেশ দেন। যদিও প্রথমদিকে প্রচারে তেমনভাবে দেখা যায়নি দিলীপ পাত্রকে, তবে রবিবারের এই মিছিলে তাঁর উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রেখে তিনি দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর আহ্বান জানান। প্রার্থী সন্ধ্যারানী টুডু বলেন, দিলীপ পাত্র সবসময়ই দলের পাশে ছিলেন। আজ তাঁর এই অংশগ্রহণ আমাদের আরও শক্তি জোগাবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানবাজারে তৃণমূলের সংগঠন আরও মজবুত হল বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

রক্তের সংকটে মানবিক উদ্যোগ, বিদ্যাসাগর শিশুনিকেতনে রক্তদান শিবিরে ৭৬ জনের অংশগ্রহণ

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ গ্রীষ্মকালে রক্তের ঘাটতি মেটাতে মানবিক উদ্যোগ নিল বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতন । বিদ্যালয়ের রাঙামাটি ক্যাম্পাসে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিলেন ৭৬ জন রক্তদাতা। এই শিবিরটি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং মিডনাপাড়ে মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল ও ডিস্ট্রিক্ট ভলিউনটারি ব্লাড দন্যর্স ফোরাম-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। মূল লক্ষ্য ছিল গ্রীষ্মকালীন সময়ে ব্লাড ব্যাংকের রক্তের ঘাটতি পূরণ করা এবং সমাজে মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও শক্তিশালী করা। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী চন্দা মজুমদার জানান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী, অভিভাবক, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী;সবাই এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনিও নিজে রক্তদান করে সকলকে উৎসাহিত করেন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মীরা। পাশাপাশি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সদস্যরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেয় এবং রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। বিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টা এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।

রেকর্ড ভাঙা সাফল্য! মেদিনীপুর ডিএভি স্কুলে ১০০% পাশ, নজির গড়ল ছাত্রছাত্রীরা

নয়া জামানা,মেদিনীপুর ঃ সিবিএসই বোর্ডের ২০২৫-২৬ সালের দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফল করে নতুন ইতিহাস গড়ল ডি এ ভি পাবলিক স্কুল মেদিনীপুর । এবছর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিগত বছরের সব রেকর্ড ভেঙে নজির সৃষ্টি করেছে। বিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আদিত্য মুখার্জি ও অনুষ্কা বাগ, দুজনেই পেয়েছে ৯৯.৪% নম্বর। সর্বভারতীয় স্তরেও তাদের সম্ভাব্য চতুর্থ স্থান অর্জনের কথা জানা গেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শিবম দাস, যার প্রাপ্ত নম্বর ৯৯.২। তৃতীয় স্থানে দেবশ্রীত পান্ডা, যার নম্বর ৯৯%। এ বছর মোট ১৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০০ % ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে, যা বিদ্যালয়ের জন্য গর্বের বিষয়। শুধু তাই নয়, ৯০% এর বেশি নম্বর পেয়েছে ৮১ জন ছাত্রছাত্রী;যা সামগ্রিক সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গের ২১টি ডিএভি স্কুলের মধ্যে গড় নম্বরের ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে এই বিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীদের এই অসাধারণ সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এন কে গৌতম । তিনি জানান, এই ফলাফল ছাত্রছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম ও শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল। এই সাফল্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিবার সকলেই গর্বিত। আগামী দিনেও ছাত্রছাত্রীরা আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে;এই আশাই প্রকাশ করেছেন সবাই।

খুনের অভিযোগে পথ অবরোধ, মানবাজারে উত্তেজনা দেড় ঘণ্টা

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ যুবক খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মানবাজার থানার গোপালনগর এলাকা। শনিবার জামগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দারা মানবাজার-তামনা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, জামগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সুমন্ত রুহিদাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। পরিবারের দাবি, এটি সাধারণ মৃত্যু নয়, বরং পরিকল্পিত খ ুন। ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে গ্রামবাসীরা রাস্তায় কাঠ ফেলে পথ অবরোধ করেন। এই অবরোধের জেরে গুরুত্বপূর্ণ সড়কে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। বহু গাড়ি আটকে পড়ে, সাধারণ

মানুষের ভোগান্তিও বাড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মানবাজার পুলিশ স্টেশন-এর বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের সঙ্গে অবরোধকারীদের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে। অবশেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

১৯
২০ এপ্রিল
২০২৬

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

মহেশতলায় সিপিআইএম প্রার্থীর জোরদার প্রচার, জনসংযোগে উচ্ছ্বাস

গোপাল শীল, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। রবিবার সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী সায়ান ব্যানার্জী দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মহেশতলা পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের মেহমানপুর বাজার থেকে জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন। বাজার চত্বরে দোকানদার থেকে শুরু করে পথচলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। হাত মেলান, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে সমর্থনের আবেদন জানান। এদিন এলাকায় এক ধরনের উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। বহু মানুষ তাকে স্বাগত জানান এবং আশীর্বাদ করেন। প্রচার চলাকালীন সায়ন ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা ও অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি জানান, নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও নাগরিক পরিষেবার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সমস্যার সমাধান করাই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি। এছাড়াও, সাম্প্রতিক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কটাক্ষও শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাস -এর বাড়িতে ইডি তল্লাশি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চোর-পুলিশের পিরিত জমেছে,;যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভোটের আগে এই জনসংযোগ কর্মসূচি এলাকায় সিপিআইএমের প্রচারকে আরও গতি দিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

‘মোদির গ্যারান্টি জিরো !’ সাগরের মঞ্চে তোপ, উন্নয়নের দায় নিজের কাঁধে নিলেন অভিষেক ব্যানার্জি

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। গঙ্গাসাগর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের আবহ দিনে দিনে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে ছয়েরঘেরি কালিগির মাঠে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে বিশাল জনসভা করলেন অভিষেক ব্যানার্জী । সভায় উপচে পড়া ভিড়, হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি যেন নির্বাচনের আগেই শক্তি প্রদর্শনের ইঙ্গিত দিল।

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সাগরের মানুষের সঙ্গে নিজের আবেগের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত এই এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। মুড়িগঙ্গা নদীর উপর প্রায় ১৭০০ কোটি টাকার সেতু প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। এই সেতু তৈরি হলে সাগর দ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সরাসরি যোগাযোগ গড়ে উঠবে, যা অর্থনীতি ও পর্যটনে বড় পরিবর্তন আনবে। তিনি আরও বলেন, নামখানায় ৩০০ কোটির সেতু ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর উপর আধুনিক মৎস্য বন্দর তৈরির কাজ চলছে।

এতে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আয় বাড়বে ও কর্মসংস্থান তৈরি হবে। প্রার্থী বঙ্কিম হাজরার সমর্থনে সরাসরি ভোটের আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, বঙ্কিম হাজরাকে জেতালে সাগরের উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নেব। এই ঘোষণায় জনতার মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। এছাড়াও তিনি জানান, ঘোড়ামারা দ্বীপের প্রায় ১২০০ পরিবারকে ভোটের পর পুনর্বাসন করা হবে এবং আগামী পাঁচ বছরে প্রতিটি ঘরে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে নরেন্দ্র মোদী-র বিরুদ্ধে তিনি বলেন, মোদির গ্যারান্টি মানেই জিরো ওয়ারেন্টি। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে।

তবুও রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রায় ১ লক্ষের বেশি মহিলা এবং যুবসাথী প্রকল্পে হাজার হাজার যুবক-যুবতী উপকৃত হচ্ছেন। গঙ্গাসাগর মেলার সফল ব্যবস্থাপনাও তিনি তুলে ধরেন। শেষে তিনি বলেন, ২৯ তারিখ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে জবাব দিন।দ জনতার উচ্ছ্বাসে সভাস্থল মুখর হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সভা সাগরে ভোটের লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলল।

জিরো পয়েন্টে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার, ২৫ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারের পাশে থাকার বার্তা

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভোটের আবহে জমে উঠেছে রাজনৈতিক প্রচার। রবিবার সকালে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বরুণহাট লঞ্চঘাট সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্ট এলাকায় প্রচারে নামেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী Ananda Sarkar। ইছামতি নদীর পাড়ে তারকাঁটা ঘেঁষে থাকা মৎস্যজীবী পরিবারগুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। তাঁদের সমস্যা, জীবিকা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা কীভাবে তাঁদের কাছে পৌঁছচ্ছে, সেই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রার্থী জানান, উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় প্রায় ২৫ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হচ্ছেন। মৎস্যজীবীদের জন্য বিনামূল্যে মাছ ধরার সুযোগ, উন্নত মানের মাছের পোনা বিতরণ, বাগদা, গলদা ও কাঁকড়া চাষে সহায়তা;এই সব উদ্যোগের ফলে তাঁদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, এখানকার উৎপাদিত মাছ ও সামুদ্রিক সম্পদ শুধু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নয়, বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী হচ্ছে, তেমনই কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, শুধু ঘোষণা নয়, বাস্তব উন্নয়নই মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার সেই কাজটাই করে চলেছে। প্রচার শেষে তিনি বলেন, ‘মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সুন্দরবনের মানুষকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হবে।’ স্থানীয়দের মতে, এই প্রচার কর্মসূচি ভোটের আগে এলাকায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

ইছামতির পাড়ে ভগ্নপ্রায় শতাব্দী প্রাচীন মন্দির, সংস্কারে উদ্যোগ তৃণমূল প্রার্থীর

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহাকুমার সীমান্ত শহর বসিরহাট-এ ইছামতি নদীর পাড়ে অবস্থিত প্রায় ১১১ বছরের পুরনো রাম-সীতা সহ একাধিক মন্দির আজ ভগ্নদশায় দাঁড়িয়ে আছে। বসিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে টাউন হল সংলগ্ন পুরনো ফেরিঘাটের পাশে থাকা এই ঐতিহ্যবাহী মন্দির দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বহুবার দাবি জানানো হলেও এতদিন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত মিত্র (বাদল) মন্দির সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, তথ্যকে ব্যবহার করে ভোট চাওয়া সহজ, কিন্তু ধর্মীয় স্থানের উন্নয়নে অনেকেই উদাসীন।দ তাঁর অভিযোগ, মন্দিরের পাশেই বিজেপির দলীয় কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও সংস্কারের বিষয়ে তারা কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তিনি আরও জানান, এখানে শুধু রাম-সীতার মন্দিরই নয়, শিব ও কালী মন্দিরও রয়েছে, যেখানে এখনও নিয়মিত পূজা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্য তরুণ ভৌমিক, শ্যামল দত্তসহ অনেকেই মন্দির সংস্কারের দাবি নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি আশ্বাস দেন;সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করা হবে। তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, বাংলা সবসময় সম্প্রীতির বার্তা দেয়, তাই সব ধর্মের উপাসনালয় রক্ষা করা জরুরি। দ্রুত সংস্কার হলে এই ঐতিহ্যবাহী মন্দির আবার আগের মর্যাদা ফিরে পাবে বলে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রচারের মাঝেই বড় চমক! মগরাহাট পশ্চিমে বিরোধী শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোটের মুখে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে ঘটল চমকপ্রদ রাজনৈতিক পালাবদল। প্রচারের মাঝেই বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতা-কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, মগরাহাট পশ্চিমে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা যখন আলাদা আলাদা প্রচারে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় রাস্তায় হঠাৎ মুখোমুখি হন তিন রাজনৈতিক শিবিরের প্রতিনিধিরা।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরেই ঘটে যায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা। জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী আবু সিদ্দিক লস্কর এবং মিম ঘনিষ্ঠ কর্মী হাবিবা লস্কর প্রকাশ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। পরবর্তীতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন শামীম আহমেদ। তাঁদের সঙ্গে এলাকার বেশ কিছু সমর্থক ও কর্মীরাও যোগ দেন বলে জানা গেছে। দলত্যাগের কারণ হিসেবে আবু সিদ্দিক লস্কর জানান, সাম্প্রতিক কিছু বিতর্ক ও আর্থিক অনিশ্চয়তার জেরে তাঁদের দলের কর্মীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। মানুষের কাছে প্রচারে গিয়ে নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছিল, যার ফলে তারা নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

অন্যদিকে, হাবিবা লস্কর বলেন, মিমের সঙ্গে থেকে কোনও বাস্তব উন্নয়ন দেখা যায়নি। তাই মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলেই যোগ দিলাম।

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। ভোটের আগে এই দলবদল মগরাহাট পশ্চিমের নির্বাচনী সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

কাকদ্বীপে নারী প্রশ্নে উত্তাপ, বিজেপি-তৃণমূল তরজা চরমে

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোটের আগে কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা-র প্রচার ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, গ্রামীণ এলাকায় প্রচারে গেলে স্থানীয় মহিলাদের নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মহিলারা নারী সুরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন। অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়ছেন বিজেপি কর্মীরা। যদিও এই ভিডিওগুলির সত্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির দাবি; এই সব ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। তাদের অভিযোগ, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে প্রচারে বাধা দিচ্ছে এবং কর্মীদের হেনস্তা করছে।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী ও বর্তমান বিধায়ক মাস্তু রাম পাখিরা পাল্টা বলেন, গ্রাম বাংলার মহিলারা এখন অনেক বেশি সচেতন। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রশ্ন তুলছেন। তিনি আরও দাবি করেন, মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে বিজেপি বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনাগুলি গ্রামীণ এলাকায় নারী ভোটারদের বাড়তি সক্রিয়তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভোট যত এগোচ্ছে, কাকদ্বীপে রাজনৈতিক লড়াই ততই তীব্র হচ্ছে।

ডিউটিরত চিকিৎসকের উপর হামলার অভিযোগ, গ্রেফতার হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার ৯ নম্বর স্যান্ডেলের বিল হাসপাতালে ডিউটিরত এক চিকিৎসকের উপর হামলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত চিকিৎসকের নাম অতীন গায়েন । অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে হাসপাতালের মধ্যেই হঠাৎ করে উত্তেজনা তৈরি হয়। সেই সময় হাসপাতালেরই এক অস্থায়ী কর্মী মহসিন গাজী আচমকাই চিকিৎসক অতীন গায়েনের উপর চড়াও হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে বচসা শুরু হলেও পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায় এবং চিকিৎসককে মারধর করা হয়। শুধু মারধরই নয়, অভিযোগ রয়েছে; চিকিৎসককে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। এমনকি ভবিষ্যতে আরও হামলা করা হতে পারে বলেও ভয় দেখানো হয়। ঘটনায় হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। এরপর আহত চিকিৎসক হিঙ্গলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। অভিযুক্ত মহসিন গাজীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের মতে, হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কেন্দ্রে এমন ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তারা দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

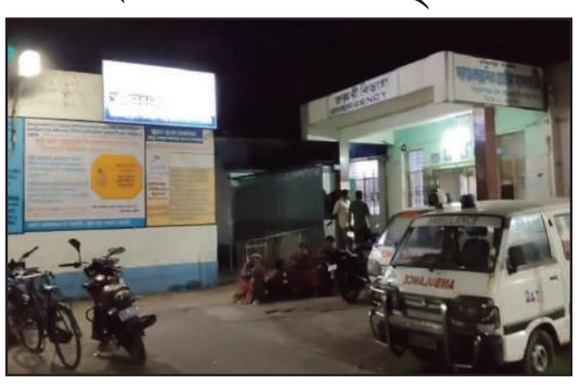

হিঙ্গলগঞ্জে উত্তেজনা, বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানালেন শতাধিক মহিলা

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এবার বিজেপি প্রার্থী রেখে পাত্র -র বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগ তুলে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন কয়েকশো স্থানীয় মহিলা। শনিবার রাতে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় গিয়ে একযোগে অভিযোগ জানান তারা। মহিলাদের দাবি, এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল কর্মী ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন, যা এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, হিঙ্গলগঞ্জ শান্তিপ্রিয় এলাকা। এখানে অকারণে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সন্দেশখালির মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে কেউ কেউ, যা আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না। তাঁদের আরও দাবি, বিজেপি প্রার্থী যে সব অভিযোগ তুলছেন, তার পক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। যদি সত্যিই কোনও ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তার প্রমাণ জনসমক্ষে আনার দাবি জানিয়েছেন তারা। অন্যথায় এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই দাবি মহিলাদের। মহিলারা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, হিঙ্গলগঞ্জে অশান্তি বা বিভাজনের রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে আগামী দিনে তারা আরও বড় আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে।

মেয়ের রাজনৈতিক যোগের জেরে বাবার উপর হামলার অভিযোগ, উত্তপ্ত বসিরহাট

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সীমান্ত শহর বিসিরহাট -এ এক ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত ব্যক্তির নাম সনৎ দত্ত। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন সনৎ দত্ত। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতি তাকে রাস্তায় আটকায়। অভিযোগ, তারা প্রথমে হুমকি দেয়; তার মেয়ে ও পরিবারের সদস্যরা যেন কোনওভাবেই বিজেপির হয়ে প্রচার বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ না নেয়। এই হুমকির প্রতিবাদ করতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই দুষ্কৃতীরা তাকে বেধড়ক মারধর করে। চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে এলে হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় সনৎ দত্তকে দ্রুত উদ্ধার করে বসিরহাট ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল -এ ভর্তি করা হয়, যেখানে তার চিকিৎসা চলছে। রাতেই হাসপাতালে গিয়ে আহত ব্যক্তির খোঁজ নেন বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী সূর্য ব্যানার্জী । তিনি অভিযোগ করেন, তশুধুমাত্র মেয়ের রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে এই হামলা হয়েছে। আমাদের কর্মী-সমর্থকদের উপর বারবার আক্রমণ করা হচ্ছে।দ তিনি জানান, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী সুজিত মিত্র বলেন, তিনি এই ঘটনার বিষয়ে অবগত নন। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার বলেও মত প্রকাশ করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

রাতে আগুনে পুড়ল বিজেপি সমর্থকের বাড়ি, দোষারোপে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের চারনগর পূর্বপাড়া এলাকায় গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক অসিত মণ্ডল, গোপীনাথ কর্মকার ও রাজু দাসের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে আচমকাই আগুন লেগে যায় ঘরবাড়িতে। আগুন দেখে চিৎকার শুরু হলে আশপাশের মানুষ ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে ততক্ষণে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধান্ত ।

তিনি অভিযোগ করেন, এটি পরিকল্পিতভাবে করা হামলা। আমাদের সমর্থকদের ভয় দেখাতে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য, এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ। বরং ব্যক্তিগত শত্রুতা বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেও এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে তারা দাবি করেছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসন ঘটনাটি খতিয়ে দেখা শুরু করেছে।

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

রবিবার ৪৬, হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী কমরেড মুসারফ হোসেনের সমর্থনে সুলতাননগর অঞ্চলে প্রচার অভিযান চলছে ।
ছবি উমার ফারুক, নয়া জামানা

রবিবার মহদিপুর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নেতৃত্বে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আশিস্ কুন্ডু (পাতা)- র র‍্যালিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।
ছবি ঃ উমার ফারুক, নয়া জামানা।

রবিবার ৪৭,মালতিপুর বিধানসভার জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম বেনজির নুরের সমর্থনে জালালপুরে নির্বাচনী সভায় কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি। ছবি ঃ উমার ফারুক, নয়া জামানা।

দক্ষিণ থানুপাড়ায় ভোটের আগে শেষ রবিবার জোরদার প্রচারে কুমারগ্রামের বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার উড়াও
ছবি ঃ অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

সাগর বিধানসভায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

ঝাড়গ্রামের একটি দোকান থেকে ঝালমুড়ি কিনে ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । ছবি ঃ কুশল রায়, নয়া জামানা

তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে বর্ধমানের রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি ঃ সুজিত দত্ত। নয়া জামানা। বর্ধমান

শিলিগুড়ির ২১ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ছবি ঃ নয়া জামানা, শিলিগুড়ি

শিলিগুড়িতে ভোটের প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী ডঃ শংকর ঘোষ । ছবি ঃ নয়া জামানা, শিলিগুড়ি

দিনহাটার বুড়িহাট ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উদয়ন গুহ Iছবি ঃ নয়া জামানা, দিনহাটা

ভরতপুরে প্রচার সারলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন সঙ্গে ভরতপুর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নজরুল ইসলাম টারজেন ও ভরতপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাহেদুল্লাহ শেখ সাধু। ছবি ঃ নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ

বর্ধমান পৌরসভার ২৪নং ওয়ার্ড কাঞ্চননগর, রথতলা, লবনগোলা এলাকায় গৃহসংযোগ কর্মসূচি বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের। ছবিঃ সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান

গলসী বিধানসভার লোয়া কৃষ্ণরামপুর অঞ্চলে জনসংযোগে ব্যস্ত গলসির তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি ছবি- সুজিত দত্ত, বর্ধমান

বেলদায় বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরি সমর্থনে প্রচার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি নয়া জামানা ।
দীপঙ্কর দোলাই । বেলদা

ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে কুমারগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তির্কি
ছবি ঃ অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সিদ্ধান্ত বদল! দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শুধু ভারতের নন। ব্রিটেনেরও নাগরিক লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী! এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল আদালত। নিজেদের দেওয়া নির্দেশে নিজেরাই স্থগিতাদেশ দিল। বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থীর এ হেন পদক্ষেপ বিরল ঘটনা বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। রাহুলের বিরুদ্ধে লখনউয়ের বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভিগ্নেশ শিশির নামের এক বিজেপি নেতা। দাবি করেন, রাহুল গান্ধী যে কেবলমাত্র ভারতের নাগরিক নন, এর যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর হাতে রয়েছে। ওই বিজেপি নেতা আদালতে দাবি করেন, রাহুলের নাগরিকত্ব নিয়ে তথ্য জানতে তিনি ব্রিটেনের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

কিছু তথ্য তারা দিয়েছে। তবে সব তথ্য গোপনীয়তার খাতিরেই দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত।কেন্দ্রেরও উচিত, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা।কিন্তু বিশেষ আদালত এই মামলা খারিজ করে দেয়। জানিয়ে দেয়, নাগরিকত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এই আদালতের নেই। রাহুলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জি খারিজ করে জানিয়ে দেওয়া হয় এই মামলা আসলে আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়। এরপরই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি। শুক্রবার এলাহাবাদ হাই কোর্টের বিচারপতি সুভাষ বিদ্যার্থীর বেঞ্চ রাহুলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার জন্য এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ভুল বুঝে নিজের আগের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেয় আদালত। যা বিরল ঘটনা। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে আপাতত স্বস্তি পেয়ে গেলেন বিরোধী দলনেতা। রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্ব নিয়ে এর আগেও একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এর আগে দিল্লি হাই কোর্টে এই একই অভিযোগে মামলার করেছেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। স্বামীর দাবি, ব্রিটিশ সংস্থা ব্যাকপ্স লিমিটেডের মাধ্যমে ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে রাহুলের দাখিল করা বার্ষিক রিটার্ন সংক্রান্ত নথিগুলি তাঁর ব্রিটেনের নাগরিকত্বের প্রমাণ। এছাড়া ইংল্যান্ডে রাহুলের নামে থাকা একটি কোম্পানির ঘোষণাপত্রে, নিজেকে ইংল্যান্ডের নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি।

রাহুল ব্রিটেনের নাগরিক, এই অভিযোগ তুলে তাঁর মনোনয়ন খারিজের দাবিও একাধিকবার উঠেছে। ঘটনাচক্রে বিজেপি নেতারা এর আগে বারবার রাহুল গান্ধীকে বিদেশের নাগরিক হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও কেন্দ্র সেভাবে উচ্চবাচ্চ করেনি। প্রতিবারই রাহুলের নাগরিকত্ব ইস্যুটি কোনও না কোনওভাবে এড়িয়ে গিয়েছে মোদি সরকার।

হরমুজে ভারতীয় জাহাজে গুলিবৃষ্টি! অবশেষে মুখ খুলল 'বন্ধু' ইরান

নয়া জামানা ডেক্স ঃ হরমুজ প্রণালীতে ভারতীয় জাহাজে হামলা নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল ইরান। তেহরান স্পষ্ট করেছে, এই ঘটনা অনিচ্ছাকৃত। যোগাযোগে ফাঁক থাকার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। শনিবারই এই হামলার পর ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বিদেশমন্ত্রক। সূত্রের খবর, দীর্ঘক্ষণ কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। হরমুজে যাতে ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজ নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে, সেই আশ্বাসও নয়াদিল্লি ফের একবার ইরানের কাছ থেকে চেয়েছে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ভারত মোট ২১টি জাহাজের তালিকা তেহরানের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হরমুজে আক্রান্ত হয় হয় ভারতের পতাকাবাহী দুই জাহাজ। ইরানের রাষ্ট্রদূত আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, এই ঘটনা অনিচ্ছাকৃত। যোগাযোগে ফাঁক থাকার কারণেই ঘটেছে। তিনি আরও বলেন, তেইরান এবং ভারতের সম্পর্ক গভীর।উল্লেখ্য, শনিবার ইরাক থেকে জ্বালানি ভরে ফিরছিল ভারতের দুই জাহাজ জাগ অর্ণব ও সামনার হেরাল্ড। জাহাজগুলির পেটে ছিল প্রায় ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল। কিন্তু উত্তর ওমান উপকূলে পৌঁছতেই অতর্কিতে ওই দুই জাহাজের উপর হামলা চালায় ইরানের নৌসেনা। চলে গুলিবৃষ্টি। সূত্রের খবর, হামলার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জাগ অর্ণব নামের জাহাজটি। তবে সামনার হেরাল্ডের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

লেবাননে সংঘর্ষবিরতি কার্যকর হতেই ইজরায়েলের ভূয়সী প্রশংসায় ট্রাম্প, কী বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ লেবাননে সংঘর্ষবিরতি কার্যকর হতেই ইজরায়েলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশকে তিনি 'আমেরিকার মহান মিত্র' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় সময় রবিবার সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প লেখেন, 'মানুষ ইজরায়েলকে পছন্দ করুক বা না করুক, তারা আমেরিকার এক মহান মিত্র হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। তারা সাহসী, নির্ভীক, অনুগত এবং বুদ্ধিমান। সংঘাত এবং চাপের মুহূর্তে অন্যরা তাদের আসল রূপ দেখালেও, ইজরায়েল কঠোরভাবে লড়াই করে। তেল আভিভ জানে কীভাবে জিততে হয়! দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে শান্তি বৈঠকে বসতে চলেছে ইজরায়েল ও লেবানন। ৩৪ বছর পর আলোচনায় সম্মত হয়েছে দু'পক্ষ।

তার আগেই দুই দেশের মধ্যে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। ইজরায়েল গঠন হওয়ার পর ১৯৪৮ সাল থেকেই লাগাতার সংঘাত চলছে ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে। দুই দেশের মধ্যে কোনওরকম কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। ১৯৮৩ সালে লেবানন যুদ্ধের পরে মার্কিন মধ্যস্থতায় এই প্রথম দুই দেশের নেতারা বৈঠকে বসতে চলেছেন। যদিও এই বৈঠককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবোল্লা। এদিকে শনিবার ফের হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ওয়াশিংটন তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। ইরান হরমুজ খুলে দেওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা ওই জলপথে অবরোধ অব্যাহত রেখেছে। তেহরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ইরানগামী সমস্ত জাহাজের অবাধ চলাচল আমেরিকা নিশ্চিত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হরমুজ বন্ধই থাকবে। যদিও বিষয়টি নিয়ে ওয়াশিংটন এখনও মুখ খোলেনি।

বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন দীনেশ ত্রিবেদী! বঙ্গে ভোটের মুখে বড় চাল কেন্দ্রের

বাংলাদেশে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন বাংলার রাজনীতিতে পরিচিত মুখ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী আবহাওয়ায় মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। যদিও ভোটের পরে হতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। বাংলাদেশে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মার জায়গায় এই দায়িত্ব পেতে চলেছেন দীনেশ।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাংলাদেশে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন বাংলার রাজনীতিতে পরিচিত মুখ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী আবহাওয়ায় মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। যদিও ভোটের পরে হতে পারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। বাংলাদেশে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মার জায়গায় এই দায়িত্ব পেতে চলেছেন দীনেশ। অন্যদিকে প্রণয়কে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ভারতের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর তোরজোর শুরু হয়েছে বলেই খবর। উল্লেখ্য, মহম্মদ ইউনুসের আমলে পদ্মাপাড়ে কট্টরপন্থার উত্থানে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল।

নবনির্বাচিত তারেক রহমান সরকারের আমলে সেই সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে ধীরে ধীরে। এই অবস্থায় 'বাংলাভাষী' একজন রাজনীতিবিদকে দিল্লির দূত করা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অর্থনীতি-পর্যটন-কর্মসংস্থানে শান, দিল্লি-দেরাদুন করিডোরে ব্যাপক বিকাশের স্বপ্ন দেখছে উত্তরাখণ্ড

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মঙ্গলবার দিল্লি-দেরাদুন অর্থনৈতিক করিডোরের উদ্বোধনের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ডের বিকাশে এক নয়া দিগন্ত খুলে গেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে এই করিডোরের যাত্রা শুরু হওয়াকে রাজ্যের অর্থনীতির 'গেমচেঞ্জার' হিসাবে দেখছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

তাঁর মতে, এই প্রকল্প রাজ্যের অর্থনীতি, পর্যটন ও কর্মসংস্থানকে আরও গতিশীল করে তুলবে। মঙ্গলবার দেরাদুনে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উউত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই করিডোর রাজ্যের অগ্রগতিতে একটি বড় মাইলফলক। পর্যটনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নে নতুন গতি আনবে।দ তিনি আরও বলেন, তসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, আকাশপথ, রেলপথ এবং জলপথ যে কোনও দেশেরই জীবনরেখা। গত এক দশক ধরে উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশ এই ধরনের জীবনরেখা নির্মাণে অবিরাম কাজ করে চলেছে।দ দিল্লি মেট্রোর সম্প্রসারণ এবং নয়ডা বিমানবন্দরের মতো প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, ত২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি-দেরাদুন করিডোর ভ্রমণের সময়, জ্বালানি খরচ এবং পরিবহন ব্যয় হ্রাস করবে, যার ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা।

এর পাশাপাশি, উত্তরাখণ্ডের গৌরবময় সামরিক ঐতিহ্যের প্রতিও এদিন শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।

হাউথির হামলার ভয়! শটকার্ট ছেড়ে আস্ত মহাদেশ ঘুরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী 'বুশ'

নয়া জামানা ডেক্স ঃ হামলা চালাতে পারে হাউথি বিদ্রোহীরা সেই ভয়ে সহজ রাস্তা ছেড়ে গোটা আফ্রিকার চক্কর কাটল মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জর্জ ডব্লু বুশ। বাড়তি দেড় গুণ রাস্তা পেরিয়ে বিশাল এই মার্কিন জাহজ এগোচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে হাউথি বিদ্রোহীদের ভয়ে মহাশক্তিধর আমেরিকার ঘুরপথে পাড়ি দেওয়ার ঘটনায় রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আসার জন্য আমেরিকার নৌজাহাজের সহজতম পথ হল জিব্রাল্টার, ভূমধ্যসাগর হয়ে সুয়েচ ক্যানেল পেরিয়ে লোহিত সাগর। মার্কিন সেনা বরাবর এই পথে যাতায়াত করলেও এবার দেখা গেল ভিন্ন ছবি। জিব্রাল্টার থেকে গোটা আফ্রিকা চক্কর কেটে সাউথ আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারের পাশ থেকে ভারত মহাসাগর হয়ে আরব সাগরে প্রবেশ করবে জাহাজটি। এই রণতরীর সঙ্গে রয়েছে তিনটি ডেস্ট্রয়ার ও ৬০০ নাবিক। মার্কিন সেনার তরফে জানানো হয়েছে এই নৌবহর মধ্যপ্রাচ্যের পথে রওনা দিয়েছে। কিন্তু কেন এতটা পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে জাহাজটিকে?পেন্টাগনের তরফে এই বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করা হলেও, জানা যাচ্ছে হাউথি বিদ্রোহীদের ভয়েই এই পদক্ষেপ। আমেরিকা চায় না বাব-আল-মান্দাব প্রণালীতে তাদের উপর কোনও হামলা হোক। গত কয়েক বছরে এই জলপথের 'ত্রাস' হয়ে উঠেছে হাউথিরা। প্রথমে গাজা ও পরে ইরানের সমর্থনে এই সমুদ্র পথ থেকে যাওয়া জাহাজগুলিতে বেলাগাম ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে বিদ্রোহী শিবির। ২০২৪, ২০২৫ সালে এই পথে আমেরিকার একাধিক পণ্যবাহী জাহাজ আক্রান্ত হয়েছিল হাউথিদের দ্বারা। সাম্প্রতি সময়ে ফের হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। এই অবস্থায় আমেরিকা চায় না যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছনোর আগে তাদের উপর কোনও হামলা হোক। উল্লেখ্য, যুদ্ধবিরতি জারি থাকলেও হরমুজকে কেন্দ্র করে ফের রণহুঙ্কার শুরু করেছে আমেরিকা ও ইরান। নতুন করে ইরানে হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মধ্যপ্রাচ্যে বুশের যাত্রা তারই প্রস্তুতি বলে মনে করা হচ্ছে। মার্চের শেষে মার্কিন বন্দর ছেড়ে রওনা দেয় পরমাণু শক্তিধর জাহাজটি। সম্প্রতি এটিকে দেখা গিয়েছে নামিবিয়ার কাছে। এই জাহাজে ৭০ থেকে ৯০টি যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের সমুদ্রে গত ফেব্রুয়ারি থেকে নিযুক্ত বিমানবাহী রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কনকে সঙ্গ দেবে এটি। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরী জেরাল্ড আর ফোর্ড।

ইরানের 'চর' মুনিরের সঙ্গে সখ্য, মার্কিন স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার অভিযোগে নিজের দেশেই বিদ্ধ ট্রাম্প

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পাক সেনাপ্রধানের সঙ্গে সখ্যতা ঘিরে নিজের দেশের মধ্যেই অসন্তোষের মুখে পড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! মার্কিন সংবাদসংস্থা ফক্স নিউজের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইরানের সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে পাক ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সেই মুনিরের উপরেই অগাধ আস্থা দেখাচ্ছেন ট্রাম্প। সেটা কি মার্কিন সুরক্ষার পক্ষে আদৌ সঠিক? যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পাকিস্তানের উপর ভরসা রাখাটাও কতখানি উচিত, প্রশ্ন উঠছে মার্কিন প্রশাসনের অন্দরেই। ফক্স নিউজের ওই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত পাক জেনারেল আহমেদ সইদের বক্তব্য। তিনি জানিয়েছেন, ইরানের শীর্ষ সামরিক কর্তাদের সঙ্গে মুনিরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে, এবং সেটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মার্কিন হামলায় প্রয়াত দুই কমান্ডার কাসেম সোলেইমানি এবং হোসেন সালামির সঙ্গেও মুনিরের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু ইরানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যেও মুনিরের প্রতি ট্রাম্পের 'ভালোবাসা' এতটুকু কমেনি। বরং পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের থেকে মুনিরকেই বেশি গুরুত্ব দেন ট্রাম্প, এমনটাই অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের। ইরান-আমেরিকার যুদ্ধে মধ্যস্থতা করে গোটা বিশ্বের কাছে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে বেড়াচ্ছে পাকিস্তান। ২ সপ্তাহের সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে দুই যুযুধান দেশ। কিন্তু তারপর পাকিস্তানে আয়োজিত শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। আবারও দুই দেশ আলোচনায় বসতে চলেছে সোমবার। এহেন পরিস্থিতিতে ফক্স নিউজের প্রতিবেদন ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে চলছে জোর চর্চা। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ট্রাম্পের 'পাকপ্রেম' আমেরিকার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। মার্কিন প্রশাসনের অন্দরেও প্রশ্ন উঠছে, পাকিস্তানকে কি আদৌ ভরসা করা যায়? মার্কিন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক বিল রোগিও ওই প্রতিবেদনে বলেছেন, পাকিস্তানের সামরিক ইতিহাস মাথায় রেখে খতিয়ে দেখা উচিত যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তারা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কিনা। ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় তারা মার্কিন স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সামান্যতম পদক্ষেপ করবে কিনা, সেই প্রশ্নও তুলেছেন রোগিও। যদিও মার্কিন প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, ট্রাম্পের সঙ্গে মুনিরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো, সেই সম্পর্কের উপর আস্থা রাখা যায়।

মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পার! এখনও শেষকৃত্য হয়নি খামেনেইয়ের, নেপথ্যে কোন কারণ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পার। কিন্তু এখনও ইরানের নিহত প্রাক্তন সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়নি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'নিউ ইয়র্ক পোস্টে'র একটি প্রতিবেদনে তেমনটাই দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এতদিন হয়ে গেলেও কেন খামেনেইকে এখনও কবরস্থ করা গেল না? ইরানের এক সরকারি আধিকারিককে উদ্ধৃত 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট' জানিয়েছে, খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিরাপত্তাজনিত এবং সরবরাহগত সমস্যা। বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় আকারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আয়োজন যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। কারণ, জমায়েত হলে সেখানে হামলা চালাতে পারে ইজরায়েল কিংবা আমেরিকা। সেক্ষেত্রে বহু প্রাণহানির আশঙ্কা থাকবে।

'শত্রুদের উপর বিদ্যুৎ গতিতে হামলা চলবে', হরমুজে ভারতীয় জাহাজে গুলিবৃষ্টির মাঝেই হুমকি খামেনেইয়ের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ হরমুজ প্রণালীতে ভারতের পতাকাবাহী তেলবাহী জাহাজে হামলার অভিযোগ উঠেছে ইরানি সেনার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে। তার মধ্যেই অজ্ঞাতবাস থেকে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেই। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, শত্রুদের উপর এবার বিদ্যুৎ গতিতে হামলা চলবে। শনিবার ইরানের সেনা দিবস উপলক্ষে বিশেষ বার্তা দেন। খামেনেই। সেখানে তিনি বলেন, তইরানের নৌবাহিনী শত্রুদের পরাজয় স্বীকার করাতে প্রস্তুত। চরম আঘাত হানতেও প্রস্তুত।দ একইসঙ্গে ইরান সরকারের ভূয়সী প্রশংসাও করেন খামেনেই। প্রসঙ্গত, শনিবার সকালেই হরমুজ ফের বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ওয়াশিংটন তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। ইরান হরমুজ খুলে দেওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা ওই জলপথে অবরোধ অব্যাহত রেখেছে। তেহরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ইরানগামী সমস্ত জাহাজের অবাধ চলাচল আমেরিকা নিশ্চিত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হরমুজ বন্ধই থাকবে। যদিও বিষয়টি নিয়ে ওয়াশিংটন এখনও মুখ খোলেনি।এদিকে শনিবারই হরমুজ পেরতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে দু'টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ।জানা যাচ্ছে, ইরাক থেকে জ্বালানি তেল ভরে ফিরছিল জাগ অর্ণব ও সামনার হেরাল্ড। জাহাজগুলির পেটে ছিল ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল। উত্তর ওমান উপকূলে অতর্কিতে ওই দুই জাহাজের উপর হামলা চালায় ইরানের নৌসেনা। সূত্রের খবর, হামলার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জাগ অর্ণব নামের জাহাজটি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 20-04-2026 05:01 Page 22

বড় ধাক্কা চেন্নাই শিবিরে, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট আয়ুষের, ছিটকে যেতে পারেন আইপিএল থেকে?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আইপিএলের মাঝপথে বড় ধাক্কা চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে। শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাট করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান ১৮ বছরের তরুণ ব্যাটার আয়ুষ মাত্রে।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই চোটের কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে। দলের জন্য যা নিঃসন্দেহে বড় উদ্বেগের কারণ।

আইপিএলে ভালো ফর্মে আছেন আয়ুষ মাত্রে। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে ইমপ্যাক্ট সাব হিসাবে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামায় সিএসকে।

সঞ্জু স্যামসন (৭) রান পাননি। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও (১৯) পথ দেখাতে পারলেন না।

অধিনায়ক ঈশান কিষানের অফ অর্ম অব্যাহত।

এই পরিস্থিতিতে সেই একজনই ভরসা , আয়ুষ।

ভঙ্গুর চেন্নাই ব্যাটিংয়ের একমাত্র আশা। এদিন যতক্ষণ ব্যাট করেছেন, ততক্ষণ প্রয়োজনীয় রান রেট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল।

১৩ বলে ৩০ রান করে যান অনূর্ধ্ব-১৯ দলে বৈভব সূর্যবংশীর অধিনায়ক।

চোটে কাবু হয়েছিলেন। তারপর দুরন্ত ক্যাচে তাঁকে ফেরান হেনরিক ক্লাসেন।ঝোড়ো ইনিংস খেলেও শেষ পর্যন্ত চিন্তা বাড়িয়েছেন এই তরুণ ব্যাটার। দৌড়ে দ্বিতীয় রান নেওয়ার সময় তাঁর বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরে।

এরপর ফিজিওর কাছ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আবার ব্যাট করতে নামলেও ইনিংস দীর্ঘায়িত করতে পারেননি।

তাঁর নড়াচড়াতেই অস্বস্তির ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ছিল, যা সিএসকে'র জন্য চিন্তা বাড়িয়েছে।

তাঁর চোট নিয়ে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি বলছেন, তওর হ্যামস্ট্রিংয়ে ভালো টান ধরেছিল। চোট কতটা গুরুতর সেটা স্ক্যান করানোর পর বোঝা যাবে।

রবিবার বা সোমবার স্ক্যান হবে।

তবে প্রাথমিকভাবে চোটের অবস্থা বেশ খারাপই মনে হচ্ছে। মাত্রে খেলতে না পারলে আমাদের জন্য বড় ক্ষতি। খুবই ভালো ফর্মে ছিল।দহাসির সংযোজন, তএটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। শেষ পর্যন্ত ও খেলতে না পারলে অন্য কেউ সুযোগ পাবে। আমাদের হাতে বেশ কিছু ভালো ক্রিকেটার রয়েছে।

ওরা সুযোগ পায়নি।

ওদের জন্য সুযোগ তৈরি হল।

আয়ুষের জন্য খারাপ লাগছে।

ওকে কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

সেটা জানি না। আশা করি, ওর জায়গা নেওয়ার জন্য বাকিরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।দ ১৮ বছরের এই ক্রিকেটারের হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, চলতি আইপিএলে ছয় ম্যাচে ২০১ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইক রেট আকর্ষণীয়। ১৭৭.৮৭। চেন্নাইয়ের হয়ে এই মরশুমে সর্বোচ্চ রানও আয়ুষের নামে।

দলের হাল ফেরাতে কবে মাঠে ফিরবেন ধোনি? আশা কথা শোনালেন সিএসকে'র ব্যাটিং কোচ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১০ রানে হারের ম্যাচে মহেন্দ্র সিং ধোনি নামের ৪৪ বছর বয়সি ফিনিশারকে কি মিস করছে চেন্নাই সুপার কিংস? প্রশ্নটা উঠে গিয়েছে। এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলে সাতে সিএসকে। অনেকেই বলছেন, এই পরিস্থিতিতে দলের হাল ফেরাতে পারেন একমাত্র মাহি। জন্য খেলতে পারছেন না তিনি। কবে ফিরবেন মাহি? সমস্যা হল, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্য খেলতে পারছেন না তিনি। কবে ফিরবেন মাহি? আশার কথা শুনিয়েছেন, চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি।প্রস্তুতি শিবিরে কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই কারণে প্রথম ছয় ম্যাচে খেলতে পারেননি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, আইপিএলের প্রথম দু'সপ্তাহ খেলতে পারবেন না এমএসডি। কিন্তু পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে আগে নেটে দেখা যায় তাঁকে। চেন্নাইয়ের অনুশীলন সেশনে ধোনিকে রেঞ্জ হিটিং-সহ হালকা ফিটনেস ড্রিলের উপর মনোযোগ দিতে দেখা যায়। তাছাড়াও দলের বাকিদের পরামর্শও দেন 'থালা'। তখনই বোঝা গিয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি ম্যাচ ফিট হয়ে উঠবেন তিনি। কিন্তু এখনও ফিরতে পারেননি তিনি।সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের পর হাসি বলেছেন, তধোনি এখন আগের চেয়ে ভালো দৌড়তে পারছে। তবে গতি আরও বাড়াতে হবে। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ও।দ ধোনি ফিরলে তাঁর ব্যাটিং পজিশন কী হবে, সেই প্রসঙ্গে সিএসকে ব্যাটিং কোচের মন্তব্য, তস্বাভাবিকভাবেই সে ইনিংসের শেষের দিকে ব্যাট করতে নামবে। তাই ওকে গতি বাড়াতে হবে। কারণ শেষের দিকে দু'রানের জন্য দৌড়তে হয়। তাই ঠিকমতো দৌড়নোর বিষয়টা নিশ্চিত করা দরকার।দ তিনি আরও বলেন, তপ্রয়োজনীয় গতিতে দৌড়তে পারছে কিনা, সেটা দেখা দরকার। ও যখন এই ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে, তখনই ওকে খেলানোর কথা ভাবা হবে। এখনও পর্যন্ত জানি না ও কবে মাঠে নামতে পারবে। তবে আশা করব, সময়ের আগেই হয়তো চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারবে।দ শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাট করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান ১৮ বছরের তরুণ ব্যাটার আয়ুষ মাত্রে। তাঁর চোট গুরুতর বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই চোটের কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে ধোনিকে দলে ফেরাতে মরিয়া চেন্নাই শিবির।

বর্তমানে থাকাই পাঞ্জাব অধিনায়কের জয়মন্ত্র! এবার কি ভারতের টি-২০ দলের নেতৃত্বেও শ্রেয়স?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ চোটে কাবু লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে নামার আগে নিজের দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব মন্ত্র খোসলা করে দিলেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। যে মন্ত্রের সারসংক্ষেপ বর্তমানে থাকো, বর্তমান মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করো। যে মন্ত্র সম্বল করে আইপিএলে আগুনে ফর্মে আছেন পাঞ্জাব অধিনায়ক। যা দেখে জোর চর্চা শুরু হয়েছে, শ্রেয়সকে কি এবার টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত? যা নিয়ে মুখ খুললেন বোর্ডের সূত্রও।আইপিএল উনিশে এখনও পর্যন্ত শ্রেয়সের পাঞ্জাবই একমাত্র টিম, যারা একটা ম্যাচও এখনও পর্যন্ত হারেনি। কোন জাদুবলে ম্যাচের পর ম্যাচে এ হেন জয় সম্ভব হচ্ছে? সম্প্রচারকারী সংস্থায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলে দিয়েছেন, তআমাদের টার্গেট একটাই। এবার ট্রফি জেতা। কিন্তু আমি সব সময় বিশ্বাস করে এসেছি যে, গোটা টুর্নামেন্ট নিয়ে ভাবতে বসলে চলে না। বর্তমানে থাকতে হয়। যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সে সমস্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অতীত বা ভবিষ্যৎ দু'টোর একটা নিয়েও ভেবে কোনও লাভনেই। টিমের প্লেয়ারদেরও তাই বলি।

বলি যে, তোমরা যখন খেলতে নামছো, তখন নিজেদের নিয়ে ভাববে। নিজেদের খেলা কী করে উন্নত করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করবে। বিপক্ষ কী করল, তা নিয়ে ভেবে ঘুম নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।দঅন্যদিকে শ্রেয়সকে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। যা নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের এক সূত্র বলেন, তশ্রেয়স শেষবার ২০২৩ সালে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। এখন ও দলেও নেই। ফলে হঠাৎ ওকে দলে নিয়ে অধিনায়ক করে দেওয়া বড় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আপাতত আমাদের লক্ষ্য ২০২৭-র ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তাই টি-টোয়েন্টি নেতৃত্ব নিয়ে নির্বাচকরা এখন অতো ভাবছেন না।দ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর সূর্যকুমারকে ছাঁটাই করার চর্চা শুরু হয়েছে।

বোলারদের বধ্যভূমিতেও সফল, টার্গেট বোলিং করেই পুরনো ছন্দে পাঞ্জাবের 'কিং' অর্শদীপ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ চলতি আইপিএলে পাঞ্জাব কিংস তথা ভারতীয় দলের পেসার অর্শদীপ সিংয়ের শুরুটা বিশেষ ভালো হয়নি। কিন্তু বোলিংয়ের প্রথম পাঠে ফিরে যাওয়া, নেটে লম্বা সময় ধরে টার্গেট বোলিং অনুশীলন, অর্শদীপকে আবার পুরনো ফর্মে ফিরিয়ে দিয়েছে। যার প্রমাণ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে তাঁর বোলিং পারফরম্যান্স। চার ওভারে মাত্র ২২ রান দিয়ে তিন-তিনটে উইকেট তুলে নেন অর্শদীপ। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রায়ান রিকেলটন (২), সূর্যকুমার যাদব (০), শেফানে রাদারফোর্ডের (১) মতো নামজাদা টি-টোয়েন্টি ব্যাটাররা।সচরাচর ওয়াংখেড়ে বোলারদের বধ্যভূমি হিসাবে পরিচিত। আরব সাগর তীরে ব্যাটাররা বরাবরই রাজত্ব করে এসেছেন আইপিএলে। সে দিক থেকে দেখলে, অর্শদীপের বোলিং আলাদা শংসার দাবি রাখে। তা ছাড়া নতুন বলে সুইং করাতে দেখা গিয়েছে পাঞ্জাবপুত্তরকে। অফ দ্য সারফেসও তাঁর বল ভালো মুভ করেছে। যা বিপাকে ফেলেছে ব্যাটারদের। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করতে এসে পাঞ্জাব কিংসের স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে বলে যান, তপ্রথম দু'টো ম্যাচে সত্যি ভালো বোলিং করেছিল অর্শদীপ। কিন্তু পিচ যা ছিল, তাতে বোলিংয়ে বৈচিত্র আনতে হত। আর সে সমস্ত করতে গিয়ে অনেক সময়ই বোলার নিজের স্টক বলের কথা ভুলে যায়।দবাহুতুলে বলে দিয়েছেন, অর্শদীপের সেই ভ্রান্তি বুঝতে বিশেষ সময় লাগেনি। তটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কখন কী করতে হবে, খুব ভালো করে জানে অর্শদীপ। ওকে আলাদা করে বোঝানোর কোনও প্রয়োজন নেই। গত কয়েক দিন ধরে বোলিংয়ের প্রথম পাঠ, প্রথম শিক্ষায় ফিরে গিয়েছিল অর্শদীপ। ও বুঝে গিয়েছিল যে, টার্গেট বোলিং করা প্রয়োজন সাফল্য পেতে গেলে। বুঝে গিয়েছিল, নিজের পুরনো সাফল্য-মন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যা অতীতে ওকে রেজাল্ট দিয়েছে, পুনরায় তাই করতে হবে,দ বলে যান বাহুতুলে। এক্ষেত্রে তিনটে বিষয় অর্শদীপের পক্ষে কাজ করেছে বলে বিশ্বাস করেন পাঞ্জাব স্পিন বোলিং কোচ। এক, তাঁর বলের গতি। দুই, অর্শদীপের অ্যাকশন। আর তিন, মানসিকতা। তআমার অন্তত তাই মনে হয়, বলে দিয়েছেন বাহুতুলে।

পাহাড়ে এবার সবুজ-মেরুনের অ্যাসিড টেস্ট, নর্থ-ইস্ট ম্যাচের আগে চোট ভাবাচ্ছে মোহনবাগানকে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পাহাড়ে এবার লোবেরা-ব্রিগেডের অ্যাসিড টেস্ট। প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড। লিগ টেবিলের লড়াই যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাতে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও নারাজ বাগান শিবির। পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে সেই রুদ্ধশ্বাস জয়ের টাটকা অক্সিজেন নিয়েই শনিবার গুয়াহাটি উড়ে গিয়েছে মোহনবাগান। কিন্তু পাহাড়ে জয়ের রাস্তা কি আদৌ মসৃণ হবে? উত্তরটা বোধহয় লোবেরার কুঁচকানো কপালেই লুকিয়ে। পাহাড়ের দলটা এবার ধারাবাহিক নয় ঠিকই, কিন্তু ঘরের মাঠে তারা যে কোনও দলের জন্য কাঁটা বিছিয়ে রাখতে ওস্তাদ। লোবেরা নিজে কিন্তু সতর্ক। মানছেন, নর্থইস্টকে হালকাভাবে নেওয়া মানেই বড় ভুল করা। কিন্তু বাগান কোচের আসল চিন্তা তো ঘরের চোট-আঘাত। মাঝমাঠের জেনারেল আপুইয়া নেই। রক্ষণভাগ সামলানো আলবার্তোকে নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি।

ডাগআউটে বসে বিকল্প ভাবতেই কালঘাম ছুটছে মোহনবাগান কোচের।তবে এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যেও রুপোলি রেখা হয়ে দেখা দিচ্ছেন সাহাল আবদুল সামাদ। পাঞ্জাব ম্যাচে সেই দুরন্ত গোল যেন তাঁর জাত চিনিয়ে দিয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, কোচের 'ফেভারিট' হওয়া সত্ত্বেও প্রথম একাদশে ব্রাত্য থাকছেন সাহাল। লোবেরা মুখে বলছেন, তআমি সবসময় সাহালের কোচ হতে চেয়েছি। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে সাহাল এখনও সেই 'সুপার সাব'। সাহাল নিজেও কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রথম একাদশে ঢোকার জন্য তিনি মুখিয়ে আছেন। আসলে বাগান কোচের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল খেতাবের চাপ সামলানো। লোবেরা বলছেন, এই চাপটাই তাঁদের কাছে মোটিভেশন। কিন্তু প্রশ্নটা হল, পাহাড়ে চোটের ধাক্কা সামলে সাহালদের স্কিল কি পারবে মোহনবাগানের জয়ের পালতোলা নৌকোকে ভাসিয়ে রাখতে? রবিবারের গুয়াহাটিই দেবে সেই উত্তর।

বিয়ের আট মাস পরেই সুখবর, প্রথমবার বাবা হলেন রশিদ, কী নাম রাখলেন সদ্যোজাতের?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ একটা সময়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আফগানিস্তান বিশ্বকাপ না জিতলে বিয়েই করবেন না। তবে পরবর্তীতে একবার নয়, দু'বার বিয়ে করেছেন রশিদ খান। এবার বাবা হলেন তিনি। শুক্রবার কেকেআরের বিরুদ্ধে তিনি ম্যাচ খেলেছেন গুজরাট টাইটান্সের জার্সিতে। তার পরের দিনই তারকা স্পিনারের জীবনে খুশির খবর। রশিদের কোল আলো করে এল ফুটফুটে পুত্রসন্তান। শনিবার নিজের ইনস্টাগ্রামে রশিদ সদ্যোজাতের ছবি পোস্ট করেন। সঙ্গে জানান, 'হ্যালো গোটা বিশ্ব, এই হল আসলান খান। আমার ছেলে। আমার রাজপুত্রকে এই বিশ্বে স্বাগত জানাই।' ভক্তদের কাছে রশিদর আবেদন, তাঁরা যেন খুদে আসলানের জন্য প্রার্থনা করেন। রশিদের এই পোস্টে কমেন্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বহু ক্রিকেটার। লাইক করেছেন গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিল-সহ ক্রিকেটারদের অনেকেই। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার বাবা হলেন আফগান স্পিনার।প্রসঙ্গত, গতবছর রশিদ খানের বিয়ে নিয়ে বেশ বিতর্ক বেঁধেছিল। নভেম্বর মাসের শুরুর দিকে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন রশিদ। সেখানে নিজের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, 'গত ২ আগস্ট, ২০২৫ আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছি। নিকাহ সেরেছি এমন একজনের সঙ্গে, যাঁকে ভালোবাসা এবং শান্তির প্রতীক বলা যেতে পারে। এমন একজনকেই আমি জীবনসঙ্গী হিসাবে বরাবর চেয়েছিলাম।' তবে স্ত্রীর ছবি প্রকাশ্যে আনেনি রশিদ। এই পোস্টের পর থেকেই গুঞ্জন শুরু হয় রশিদের বিয়ে নিয়ে। ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর রশিদ ধুমধাম করে বিয়ে সেরেছিলেন। কাবুলের এক নামকরা হোটেলে বসে রশিদের বিয়ের বাসর।

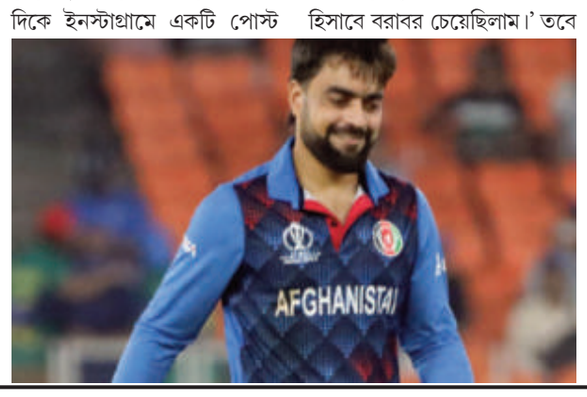

তিনি একা নন, বিয়ে হয় তাঁর আরও তিন ভাইয়ের। আমির খলিল, রাজা খান ও জাকিউল্লাহর সঙ্গে রশিদও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই বিয়ের বছর ঘোরার আগেই দ্বিতীয় স্ত্রীর উল্লেখ করেন রশিদ।

ফলে চর্চা শুরু হয়, আগের স্ত্রীর সঙ্গে কি বিচ্ছেদ হয়েছে তারকা স্পিনারের? নাকি প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন তিনি? এবার চর্চা চলছে আগস্ট মাসে বিয়ের পর এপ্রিল মাসে পুত্রের জন্ম নিয়েও।

বৈভবদের বিরুদ্ধে নামার আগেই নাইট শিবিরে যোগ পাথিরানার, খেলবেন রাজস্থান ম্যাচে?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দীর্ঘ একমাসের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে তিনি আসছেন। রবিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ইডেনে খেলতে নামছে কেকেআর। তার আগেই নাইট শিবিরকে চাঙ্গা করে দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফেললেন মাথিশা পাথিরানা। কেকেআরের তরফে ভিডিও পোস্ট করে এই খবর জানানো হয়েছে। টানা হারের পর পয়েন্ট টেবিলের তলায় থাকা কেকেআর শিবিরে স্বস্তি দেবে পাথিরানার আগমন। কিন্তু রাজস্থানের বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারবেন কি? গত রবিবারই শোনা গিয়েছিল, শ্রীলঙ্কা বোর্ডের কঠিন ফিটনেস টেস্টে পাশ করে গিয়েছেন তিনি। সব ঠিক থাকলে দিনদুয়েকের মধ্যেই তারকা পেসারকে দেখা যাবে নাইট শিবিরে। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও শ্রীলঙ্কা পেসারের দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত রবিবার সকালে তিনি পৌঁছে গেলেন নাইট শিবিরে। রবিবারই রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কেকেআর। ৬টা ম্যাচ খেলে একটাতেও জিততে পারেনি নাইটরা।উল্লেখ্য, নিলাম থেকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে পাথিরানাকে কিনেছে কেকেআর। বিশ্বকাপ চলাকালীন চোট পান শ্রীলঙ্কার পেসার। জানা যায়, নাইট শিবিরে যোগ দিতে হলে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। প্রথমে পাথিরানা সেই পরীক্ষা দিতেই চাননি বলে শোনা যায়। তবে কয়েকদিন পরে বোর্ডের নির্ধারিত ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন পাথিরানা। তিনি যোগ দেওয়ার ফলে কেকেআরের দুর্দশা কিছুটা ঘুচতে পারে।

কারণ আসলে চলতি আইপিএলে নাইটদের সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা পেস বোলিং। মুস্তাফিজুর রহমান বাদ। চোটের কারণে নেই হর্ষিত রানা-আকাশ দীপও। ভরসা বলতে বৈভব আরোরা-কার্তিক ত্যাগীদের মতো তরুণ তুর্কিরা। এহেন পরিস্থিতিতে পাথিরানার দলে যোগ দেওয়াটা নাইটদের শিবিরে বিরাট সুসংবাদ।

কিন্তু কবে থেকে আইপিএলে খেলবেন পাথিরানা? সেটা এখনও নিশ্চিত নয়।

এইচআইভি এবং এইডস

লক্ষণ, কারণ এবং চিকিৎসা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস) একটি ভাইরাস যা ইমিউন সিস্টেমকে আক্রমণ করে এবং সময়ের সাথে সাথে এইডস (অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম) হতে পারে। এইডস হল এমন একটি অবস্থা যা ঘটে যখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা শরীরকে সুবিধাবাদীর জন্য সংবেদনশীল করে তোলে সংক্রমণ এবং ক্যান্সার. এই ব্লগে, আমরা এইচআইভি এবং এইডসের লক্ষণ, কারণ এবং চিকিত্সা নিয়ে আলোচনা করব।

লক্ষণ

প্রাথমিক পর্যায়ে, অনেক লোক এইচআইভি এইডসের কোনো লক্ষণ অনুভব করে না। যাইহোক, কিছু লোক ফ্লু-এর মতো লক্ষণগুলি অনুভব করতে পারে, যেমন জ্বর, মাথাব্যথা এবং ক্লান্তি, যা ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে ঘটতে পারে। ভাইরাসের বিকাশের সাথে সাথে, লক্ষণগুলির মধ্যে ফোলা লিম্ফ নোড, ওজন হ্রাস, ডায়রিয়া এবং রাতের ঘাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এইচআইভির পরবর্তী পর্যায়ে, যখন এটি এইডসে অগ্রসর হয়, তখন লক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে ক্রমাগত কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং পুনরাবৃত্ত জ্বর।এইচআইভি সংক্রামিত অনেক লোক প্রাথমিকভাবে কোনো উপসর্গ অনুভব করতে পারে না। এইচআইভি সংক্রমণের অগ্রগতি সাধারণত বিভিন্ন পর্যায়ে যায়

তীব্র এইচআইভি সংক্রমণ (পর্যায় ১) এই পর্যায়টি সংক্রমণের কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে বিকশিত হয় এবং এতে ফ্লুর মতো উপসর্গ থাকতে পারে। যাইহোক, এই লক্ষণগুলি প্রায়শই হালকা হয় এবং সহজেই অন্য অসুস্থতার জন্য ভুল হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী বা উপসর্গহীন এইচআইভি সংক্রমণ (পর্যায় ২)

এই পর্যায়ে, যা এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে, ব্যক্তিরা প্রায়শই কোনও লক্ষণীয় লক্ষণ প্রদর্শন করে না। তারা পুরোপুরি সুস্থ বোধ করতে পারে, তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা এখনও অন্যদের মধ্যে ভাইরাস প্রেরণ করতে পারে।

এইডস (অর্জিত ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম) (পর্যায় ৩) চিকিত্সা ছাড়াই, প্রায় সমস্ত এইচআইভি সংক্রামিত ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত এইডসে অগ্রসর হয়। কেউ কেউ সংক্রমণের পরে তুলনামূলকভাবে দ্রুত এইডস বিকাশ করতে পারে, অন্যরা ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত সুস্থ থাকতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী অপ্রগতিকারী হিসাবে পরিচিত।

এইচআইভি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির কারণে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটি গুরুতরভাবে দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে। এই দুর্বল ইমিউন সিস্টেম তাদের অস্বাভাবিক সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রাখে, যা সুবিধাবাদী সংক্রমণ নামে পরিচিত, যা শরীরের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করতে পারে। এই সংক্রমণগুলি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক বা প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। উপরন্তু, এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিরা কিছু ক্যান্সারের জন্য বেশি সংবেদনশীল, বিশেষ করে লিম্ফোমাস এবং কাপোসি সারকোমা নামক ত্বকের ক্যান্সারে।এইচআইভি এবং এইডসের সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি নির্দিষ্ট সুবিধাবাদী সংক্রমণ এবং প্রভাবিত শরীরের অংশের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে, ফুসফুসের সংক্রমণ, প্রায়ই কাশি, জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের দিকে পরিচালিত করে।

অন্ত্রের সংক্রমণ, যার ফলে ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, বমি এবং গিলতে অসুবিধা হতে পারে। অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ যেমন ওজন হ্রাস, জ্বর, রাতের ঘাম, ফুসকুড়ি এবং লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়াও থাকতে পারে।

কারণসমূহ

এইচআইভি প্রাথমিকভাবে রক্ত, বীর্য, যোনি নিঃসরণ এবং বুকের দুধ সহ নির্দিষ্ট শারীরিক তরল বিনিময়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। সংক্রমণের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হল যৌন যোগাযোগের মাধ্যমে, বিশেষ করে সংক্রামিত সঙ্গীর সাথে অরক্ষিত যৌন মিলন। সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে সূঁচ বা সিরিঞ্জ ভাগ করা, সংক্রামিত ব্যক্তির কাছ থেকে রক্ত সঞ্চালন বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা এবং প্রসব বা বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মা থেকে সন্তানের সংক্রমণও সংক্রমণের সম্ভাব্য পথ।রক্ত বা অঙ্গ দান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ হয় না। লোকেরা যখন রক্ত বা অঙ্গ দান করে, তারা প্রাপকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগে আসে না। উপরন্তু, এই পদ্ধতির সময় জীবাণুমুক্ত সূঁচ এবং চিকিৎসা যন্ত্র সবসময় ব্যবহার করা হয়।

ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং অঙ্গ দাতা প্রোগ্রামগুলি দাতা, রক্ত এবং টিস্যুগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ স্ক্রিনিং পরিচালনা করে। অতএব, রক্ত সঞ্চালন, রক্তের পণ্য, বা অঙ্গ বা টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যান্ট থেকে এইচআইভি সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় এমন কারণগুলির মধ্যে রয়েছে

অরক্ষিত মলদ্বার বা যোনি সঙ্গমে জড়িত হওয়া, গ্রহণযোগ্য পায়ু সহবাস সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। একাধিক যৌন সঙ্গী থাকাও ঝুঁকি বাড়ায়। যৌন ক্রিয়াকলাপের সময় ধারাবাহিকভাবে একটি নতুন কনডম সঠিকভাবে ব্যবহার করা এই ঝুঁকিটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

ওষুধ ব্যবহার করা এবং সূঁচ বা সিরিঞ্জ ভাগ করা, যা ব্যক্তিদের দূষিত রক্ত বা শারীরিক তরলের কাছে প্রকাশ করতে পারে। একজন যৌন সঙ্গী যার এইচআইভি আছে এবং এইচআইভি ওষুধ সেবন করছেন না, কারণ এটি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

একটি যৌন সংক্রামিত রোগ , যা এইচআইভি সংক্রমণকে সহজতর করতে পারে।

চিকিত্সা

যদিও এইচআইভি বা এইডসের কোনো নিরাময় নেই, তবে এইচআইভি এইডসের জন্য চিকিত্সা উপলব্ধ রয়েছে যা ভাইরাস পরিচালনা করতে এবং এইডসের অগ্রগতি রোধ করতে সহায়তা করতে পারে। অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) হল এইচআইভির জন্য আদর্শ চিকিৎসা। এআরটি-তে ওষুধের সংমিশ্রণ জড়িত যা ভাইরাসকে দমন করে, ইমিউন সিস্টেমকে পুনরুদ্ধার করতে দেয় এবং এইডসের অগ্রগতি রোধ করে। এআরটি-কে অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন করতে দেয়।এআরটি ছাড়াও, এইচআইভি এবং এইডসের লক্ষণ এবং জটিলতাগুলি পরিচালনা করার জন্য অন্যান্য চিকিত্সার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সুবিধাবাদী সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং চিকিত্সার জন্য ওষুধ, যেমন নিউমোনিআ এবং যক্ষ্মা, নির্ধারিত হতে পারে। সহায়ক যত্ন, যেমন কাউন্সেলিং এবং পুষ্টি সহায়তা, সুপারিশ করা যেতে পারে। অতীতে, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের সিডি ৪ কোষের সংখ্যা কমে গেলে বা যখন তারা এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কিত জটিলতার সম্মুখীন হয় তখন তারা সাধারণত অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল চিকিত্সা শুরু করত। যাইহোক, আজ, সুপারিশকৃত পদ্ধতি হল এইচআইভি নির্ণয় করা সমস্ত ব্যক্তির জন্য এইচআইভি চিকিত্সা শুরু করা, এমনকি যদি তাদের সিডি ৪ কোষের সংখ্যা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে।

দুটি প্রধান ধরনের এইচআইভি চিকিত্সা আছে

ওরাল মেডিকেশন (পিলস) এগুলি সেই ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত হয় যারা এইচআইভি চিকিত্সা শুরু করছেন।

ইনজেকশনযোগ্য ওষুধ (শট) ঃ কিছু ব্যক্তি ইনজেকশনযোগ্য ওষুধ গ্রহণ করতে পারে যদি তারা একটি সনাক্তযোগ্য ভাইরাল লোড (রক্তপ্রবাহে এইচআইভির খুব কম মাত্রা) অর্জন করে থাকে বা কমপক্ষে তিন মাস ধরে ভাইরাল দমন করে থাকে। এই ইনজেকশনগুলি মাসিক বা প্রতি মাসে দেওয়া যেতে পারে।

ভাইরাল লোড নিরীক্ষণের জন্য নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা অপরিহার্য, যা রক্ত প্রবাহে এইচআইভি ভাইরাসের পরিমাণ পরিমাপ করে। চিকিত্সার লক্ষ্য হল রক্তে এইচআইভি ভাইরাসকে এমন নিম্ন স্তরে হ্রাস করা যাতে এটি পরীক্ষায় সনাক্ত করা যায় না। যখন চিকিত্সা শুরু করা হয়, এবং বিশেষ করে যদি কোষের সংখ্যা আগে কমে যায়, তখন সি ডি আর গণনা সাধারণত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ইমিউন সিস্টেম পুনরুদ্ধার হওয়ার সাথে সাথে এইচআইভি সংক্রমণের সাথে সম্পর্কিত জটিলতাগুলি প্রায়ই হ্রাস পায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিভাবে এইচ আইভি ছড়ায়

এইচআইভি সংক্রামিত করার জন্য, একজনকে অবশ্যই সংক্রামিত রক্ত, বীর্য বা যোনিপথের তরলগুলির সংস্পর্শে আসতে হবে, যা বিভিন্ন উপায়ে ঘটতে পারে

যৌন যোগাযোগ ঃ এইচআইভি পজিটিভ সঙ্গীর সাথে যোনি, পায়ুপথ বা মৌখিক মিলনের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

ভাইরাস মুখের ঘা বা ছোট কান্নার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে যা যৌন কার্যকলাপের সময় বিকাশ হতে পারে।

সুই শেয়ারিং ঃ ওষুধের ইনজেকশনের জন্য দূষিত সূঁচ বা সিরিঞ্জ শেয়ার করা এইচআইভি সংক্রমণের পাশাপাশি হেপাটাইটিসের মতো অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য একটি উচ্চ ঝুঁকি তৈরি করে।

রক্তের ট্রান্সফিউশন ঃ যদিও কঠোর রক্তের স্ক্রীনিং সহ দেশগুলিতে বিরল, তবে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটতে পারে। সীমিত স্ক্রিনিং সংস্থান সহ অঞ্চলগুলিতে ঝুঁকি বেশি।

মা থেকে শিশু সংক্রমণ ঃ সংক্রামিত মায়েরা গর্ভাবস্থা, প্রসব বা বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় তাদের বাচ্চাদের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। গর্ভাবস্থায় সময়মতো চিকিত্সা এই ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।

প্রতিরোধ

এইচআইভি সংক্রমণ রোধ করা মহামারী নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য বেশ কয়েকটি কার্যকর কৌশল রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে

কনডম ব্যবহার করে নিরাপদ যৌন অভ্যাস করা

এইচআইভি এবং অন্যান্য যৌন সংক্রমণের (এসটিআই) জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা

অন্যদের সাথে সূঁচ বা সিরিঞ্জ শেয়ার করা এড়িয়ে চলুন

ট্রান্সফিউশন বা প্রতিস্থাপনের জন্য শুধুমাত্র স্ক্রীন করা রক্ত এবং অঙ্গ পণ্য ব্যবহার করা

মা থেকে শিশুর সংক্রমণ রোধ করতে এইচআইভি নির্ণয় করা গর্ভবতী মহিলাদের চিকিত্সা করাএই কৌশলগুলি ছাড়াও, প্রি-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস হল একটি ওষুধ যা এইচআইভি-এর উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা লোকেরা সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

এইচআইভি পরীক্ষা

অ্যান্টিবডি পরীক্ষা ঃ এগুলি সবচেয়ে সাধারণ এইচআইভি পরীক্ষা। তারা এইচআইভির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শরীর দ্বারা উত্পাদিত অ্যান্টিবডিগুলি সনাক্ত করে। এটি নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত

দ্রুত অ্যান্টিবডি পরীক্ষা ঃ এগুলি পরীক্ষার চেয়ে দ্রুত ফলাফল প্রদান করে।

নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা ঃ এই পরীক্ষাটি সরাসরি রক্তে ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান শনাক্ত করে। এটি সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহার করা হয় যখন অ্যান্টিবডি অকার্যকর হতে পারে।তৃতীয় প্রজন্মের পরীক্ষাগুলি এইচআইভি অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেন উভয়কেই সনাক্ত করে, যা অ্যান্টিবডি পরীক্ষার আগে আবিষ্কারের অনুমতি দেয়।

হোম টেস্ট কিটস এই কিটগুলি লোকেদের বাড়িতে তাদের নিজস্ব লালা বা রক্ত পরীক্ষা করতে দেয়। ইতিবাচক পরীক্ষার ফলাফল একটি স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিশ্চিত করা আবশ্যক.

এইচআইভি ঝুঁকির কারণ

অরক্ষিত মিলন এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

ইনজেকশনের জন্য সূঁচ বা সিরিঞ্জ শেয়ার করা, ছিদ্র করলে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে যদি যন্ত্রপাতি দূষিত হয়।

গর্ভাবস্থা, প্রসব বা বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় এইচআইভি পজিটিভ মা থেকে তার সন্তানের কাছে এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মী বা ব্যক্তিরা সুরক্ষা ছাড়াই কাজের পরিবেশে রক্ত বা শরীরের তরলের সংস্পর্শে আসে তারা ঝুঁকিতে থাকে।

এইচআইভি সংক্রামিত রক্ত সঞ্চালন বা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে যদি দাতা এইচআইভি পজিটিভ হয় (যদিও এটি খুব বিরল)।

অন্যান্য এসটিআই থাকলে এইচআইভি সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে কারণ এই সংক্রমণগুলি এইচআইভি সংক্রমণের কারণ হতে পারে।এই ঝুঁকির কারণগুলি বোঝা এবং নিয়মিতভাবে এইচআইভি পরীক্ষা করা, বিশেষ করে সম্ভাব্য এক্সপোজারের পরে বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার পরে, সংক্রামিত হলে প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিত্সার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নিরাপদ সহবাস কৌশল, জীবাণুমুক্ত সূঁচের ব্যবহার এবং যথাযথ চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন।

উপসংহার

উপসংহারে, এইচআইভি এবং এইডস হল গুরুতর অবস্থা যা উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যের প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও এই অবস্থার কোনও প্রতিকার নেই, এমন চিকিত্সা পাওয়া যায় যা ভাইরাস পরিচালনা করতে এবং এইডসের অগ্রগতি রোধ করতে সহায়তা করতে পারে।

এইচআইভির বিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিরোধ কৌশল, যেমন নিরাপদ যৌনতা অনুশীলন করা এবং সূঁচ ভাগ করা এড়ানো অপরিহার্য। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এইচআইভি-এর সংস্পর্শে এসেছেন, পরীক্ষা করা এবং তাড়াতাড়ি চিকিৎসা সেবা চাওয়া ফলাফল উন্নত করতে এবং ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে সাহায্য করতে পারে।যদি আপনি উপরের যেকোন একটির সংস্পর্শে আসেন এবং কোনো উপসর্গ দেখান তাহলে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা অপরিহার্য।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।